বাংলা অনুবাদ স্বত্ব : প্রমা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬০

প্রকাশক
সুরজিৎ ঘোষ
প্রমা প্রকাশনী | ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ
কলকাতা-১৭

মুদ্রাকর
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস | ১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
৭/১ বিধান সরণী | কলকাতা-৬

সহৃদয় পাঠকের হাতে

এই সংকলনে জাঁ জেনের প্রসিদ্ধ নাটক LES NEGRES ও বিখ্যাত নন্দনতত্ত্ব LE FUNAMBULE-র বাংলা ভাষান্তর সন্নিবিষ্ট হল। সেই সঙ্গে যুক্ত হল সদ্য প্রয়াত এই ফরাসী গ্রন্থকারের জীবন ও রচনা প্রসঙ্গে অনুবাদকের একটি মূল্যবান আলোচনা।

ধূমকেতু সৃষ্টির নিয়মে তার অনন্য অসাধারণ পথে কিছুদিন পৃথিবীর সান্নিধ্যে আসে; তারপর অনন্তে আবার হারিয়ে যায়। হ্যালীর ধূমকেতু এমনিভাবেই ১৯১০ সালে একবার পৃথিবীর কাছে আসে, তারপর আবার ফিরে আসে এই ১৯১০ সালে—১৯১০ সালেই সদ্যজাত জঁ জেনেকে পাওয়া যায় পারীর একটি গির্জায়—১৯১০ সালের ১৫ এপ্রিল তাঁর দেহান্ত হল নিঃসঙ্গ অবস্থায় পারীর একটি সাধারণ হোটেলে। হ্যালীর ধূমকেতু যেন ১৯১০ সালে তাঁকে পারী শহরে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল এবং ছিয়াত্তর বছর পরে ফেরৎ নিয়ে গেল। ঘটনাটি কাকতালীয়, কিন্তু জ্যোতিষ্ক সমাজে ধূমকেতুর মতোই মনুষ্যসমাজে, এমনকি, সাহিত্যিক সমাজেও জেনের জীবনের কক্ষপথ হল অনন্য ও অসাধারণ।

অনাথ জেনেকে 'মেরে' নামক ফ্রান্সের পশ্চিমাঞ্চলের গ্রামের এক কৃষক পরিবার দত্তক হিসাবে গ্রহণ করে। অনাথ জেনেকে দত্তক নেওয়া কিন্তু কোনো মানবিক কর্তব্য বা প্রবণতাপ্রসূত নয়; তা ছিল পুরোপুরি আর্থিক হিসাব-প্রসূত। তখনকার কালে কেউ যদি অনাথ শিশুকে তার পরিবারে ঠাঁই দিত তা হলে সে সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেত এই অনাথ শিশুর ভরণ-পোষণের খরচা হিসাবে; তাছাড়া ছিল গ্রাম্য সমাজে, সৎকর্মের পুরস্কার হিসাবে, বিভিন্ন ধরনের সহায়তা। এই আর্থিক ও সামাজিক সুযোগগুলি পাবার জন্যই চার সন্তানের জনক-জননী জেনেকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করেন। বোঝাই যায় যে অনাথ জেনে, অনাথ হিসাবেই বেড়ে ওঠেন; সরকারীভাবে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েও।

জন্মমুহূর্ত থেকেই জেনের নৈঃসঙ্গ্য এবং অসাধারণত্ব। গ্রামের ইস্কুলে তার ব্যবহারও অসাধারণ; ছাত্র হিসাবে ভালো কিন্তু কেমন যেন বেয়াড়া ছেলে এই জঁ জেনে; সে অন্যের করা গোপন দুষ্টুমি নিজের করা বলে মাষ্টারমশায়ের হাতে মার খাবার পরে কাজটা করে; দশ বছর বয়স থেকেই ছিঁচকে চুরি শুরু করল—বুঝতেই পারছেন, নেহাৎ প্রয়োজনের খাতিরে নেওয়া দত্তক পুত্রের প্রতি তার ছিঁচকে চুরির জন্য পরিবারের শাসনের কঠোরতা। দশ বছরের ছেলেকে শায়েস্তা করবার জন্য পাঠানো হল সংশোধন বিদ্যালয়ে। সেখানেও বেয়াড়া ছেলের একই ব্যবহার; লেখাপড়া ভালোই করছে, ফরাসী ব্যাকরণ আর প্রীতি

লিখনে ক্লাসে প্রথম হয় কিন্তু পরের করা দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে শাস্তি পাবার পর বদ কাজটা নিজেই করবে। দু'চার বার সংশোধনবিদ্যালয় আর বাড়ি করবার পর চোদ্দ বছর বয়সে পাকাপাকিভাবে জেনের স্থান হল সংশোধন-বিদ্যালয়ে; চাষী পরিবারও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো; আর তাছাড়া ওকে দত্তক নিয়ে যা যা পাবার ছিল সবই পাওয়া হয়ে গেছে।

দশ বছর বয়স থেকে যে ছেলে সংশোধন বিদ্যালয়ে যায় সে ছেলে আর যাই হোক, সমকামী হবেই। জেনের ক্ষেত্রেও নিয়মের অন্যথা ঘটেনি। সংশোধন বিদ্যালয়েই চোর হিসাবে তিনি আরও পোক্ত হয়ে উঠলেন; কিন্তু এই বন্দীদশা তাঁর দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। ষোল বছর বয়সে তিনি সংশোধন বিদ্যালয় থেকে পালালেন এবং সোজা গিয়ে 'লেজিও' এত্রঁজে' নামক ফরাসী সরকারের পেশাদার সৈন্যদলে যোগ দিলেন। 'লেজিও' এত্রঁজে' সম্পর্কে দু' একটা কথা বলার প্রয়োজন, না হলে স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের মনে প্রশ্ন আসবে একজন চোর কি করে সৈন্যদলে স্থান পায়। 'লেজিও' এত্রঁজে' হল ফরাসী সরকারের পেশাদার সৈন্যদল; এই সৈন্যদলে পৃথিবীর যে কেউ যোগ দিতে পারে; যোগ দেবার পর তাদের কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলা হয় ও তাদের নতুন নামকরণ হয়—বিশ বছর কাজ করবার পর তারা অবসর পায় এবং ফরাসী ভদ্র নাগরিক হিসাবে গণ্য হয়। এই হল 'লেজিও' এত্রঁজে' সম্পর্কে টীকা। এর থেকেই বোঝা যায় যে কেন জেনে 'লেজিও' এত্রঁজে'তে যোগ দিলেন। এক কথায় বলতে গেলে, 'লেজিও' এত্রঁজে' হল ইওরোপ ও তাবৎ ফরাসী উপনিবেশের চোর-গুণ্ডা, বদমাশ ও ছন্নছাড়াদের আশ্রয়স্থল। সাধারণভাবে এখানে ঢুকলে লোকে পাল্টে যায় এবং অবসর পাবার আগে বেরোতে চায় না। জেনে কিন্তু অসাধারণ, পাঁচ বছর কাজ করবার পর যেদিন তিনি একসঙ্গে পাঁচ বছরের মাইনে হাতে পেলেন সেইদিন রাতেই দু'জন অফিসারের টাকা চুরি করে 'লেজিও' এত্রঁজে' থেকে পালালেন। এই পাঁচ বছরের সৈনিক জীবনে জেনে উত্তর আফ্রিকার মরোক্কো, আলজেরিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার সিরিয়াতে কাটান। জেনের আংশিক আত্মজীবনী 'ল্য জুর্ণাল দ্য ভোলর'-এর দাবি যদি মেনে নিতে হয় তাহলে, সৈন্যদের মধ্যে, অপর কোনো সৈন্যের টাকা চুরির কথা কেউ ভাবতে পারে না; ফলে বলা যায় যে এ ক্ষেত্রেও জেনে ব্যতিক্রম।

জুর্ণাল দ্য ভোলর' হল 'লেজিও' এত্রঁজে' থেকে চুরি করে পালাবার পর

থেকে, অর্থাৎ ১৯৩১/১৯৩২ থেকে আট বছরের ঘটনাবলী নিয়ে রচিত। সাধারণ অর্থে আত্মজীবনী বলতে আমরা যা বুঝি 'জুর্ণাল দ্যু ভোলর' কিন্তু তার থেকে ভিন্ন। সাধারণ অর্থে আত্মজীবনী বলতে আমরা যা বুঝি তা হল লেখকের জীবনের কোনো একটা অংশ নিয়ে রচিত বা জীবনের শেষ পর্যায়ে, ব্যস্ত জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর, লেখকের স্মৃতিচারণ। তাতে থাকে ঘটনার পারম্পর্য ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর লেখকের ওপর অভিঘাত। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছেলেবেলা'র কথা পাঠককে মনে করিয়ে দিচ্ছি। 'জুর্ণাল দ্যু ভোলর' কিন্তু এর থেকে ভিন্ন। এতে না আছে ঘটনার পারম্পর্য না আছে পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলির লেখকের ওপর অভিঘাত। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারা যায় যে সৈন্যাবাস থেকে পালিয়ে জেনে কিভাবে স্পেনের শহর বার্সেলোনায় পৌঁছলেন তা আমরা জানলাম না—আর কেনই বা তিনি সেখানে গেলেন? দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা অবশ্য সহজেই অনুমান করা যায়: 'লেজিও' এত্রঁজে' থেকে কোনো সৈন্য যদি চুরি করে পালায় তা হলে তরে পক্ষে ফ্রান্স ত্যাগ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না; শুধু তাই নয়, বিদেশেও তাকে আত্মগোপন করে পুলিশের নজর এড়িয়ে বাঁচতে হয়। তা যাক 'জুর্ণাল দ্যু ভোলর' এ ফিরে আসা যাক। 'জুর্ণাল দ্যু ভোলর' শুরু হচ্ছে বার্সেলোনায়, আমরা জানছি যে জেনে সেখানে ভিখারী. ছিঁচকে চোর ও সমকামী বেশ্যা হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। তারপর দেখা যাচ্ছে সারা স্পেনের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে, শুধু স্পেনেই নয়, চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ, বেলজিয়ামের এ্যণ্টোয়ার্প ইত্যাদি শহর ও জার্মানী ও ইওরোপের অন্যান্য দেশে ঘটা বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখও আছে—কিন্তু কবে, কিভাবে তিনি সেইসব শহর ও দেশগুলিতে যান এবং কতদিন সেখানে কাটিয়েছিলেন সেসব ব্যাপার সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

তা ছাড়া ঘটনাবলীও বলা হয়েছে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো। পারিপার্শিকের অভিঘাত প্রায় নেই বললেই চলে। স্পেনের বার্সেলোনা শহরকে জেনের জীবনের এই সময়কার কেন্দ্রস্থল বলা যায়, কিন্তু এই সময়ে (১৯৩৬—১৯৩৯) স্পেনের গৃহযুদ্ধের একটি মাত্র, প্রায় সাঙ্কেতিক, উল্লেখ আমরা দেখতে পাই, তা হল: সৈন্যদের ছাউনী থেকে রাতে সুপ বিতরণ করা হত এবং জেনে এই বিনা পয়সার সুপ খেতে সেখানে যেতেন, আমরা এর বেশি আর কিছুই জানতে পারি না। এই সৈন্যদের ছাউনী ছিল কোন্ দলের, রিপাব্লিকান

না ফ্রাঙ্কোর দলের ? 'জর্ণাল দ্য ভোলর'-এ তার উত্তর নেই। সমগ্র বইটিতে রাজনীতি সম্পর্কে উক্তি আছে মাত্র একটি লাইন, তাও যদি তাকে জেনের রাজনৈতিক উক্তি বলে ধরা যায়। তা হ'ল হিটলারের নাৎসি-জার্মানী সম্পর্কে : "আপনা থেকেই আমার মনে হল, এই পুরো জাতটাই চোর।"[১] তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কোথাও তিনি স্পষ্টভাবে বা খোলাখুলি ভাবে কিছু বলেননি, যা বলেছেন সেগুলি হ'ল দু'একটি ঘটনা সম্পর্কে কিছু অন্তর্গূঢ় ইঙ্গিত যা বিদ্যুতের চমকের মতো মুহূর্তের জন্য জেনের আন্তরিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে ; যেমন বার্সেলোনায় তাঁর প্রথম প্রেমিক সম্পর্কে তিনি বলছেন : "ঠিকই হয়েছিল সে দারিদ্রের চরমে আমি ছিলাম সবচেয়ে দরিদ্র ও সবচেয়ে কুচ্ছিৎ লোকটার প্রেমিক। এরই জন্য আমি এক বিশেষাধিকারের অবস্থাকে জেনেছি। আমার কষ্ট হয়েছিল……।"[২] আর এক জায়গায় দেখি যে একজন বৃদ্ধা, মাতাল ও কুৎসিত চোর নারীকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল এই নারীই হয়ত বা তাঁর অজ্ঞাত মা ; অন্তত তিনি তাঁর অজ্ঞাত মাকে এই ভাবেই কল্পনা করেন।[৩]

বার্সেলোনায় সবচেয়ে কুৎসিত ও দরিদ্র ভিখারী প্রেমিক হওয়াকে বলা যায় জেনের ব্যক্তিগত আদর্শের পথে এগিয়ে যাবার পথের একটি ধাপ। জেনের সৌন্দর্যবোধ অন্যান্য শিল্পীদের মতোই প্রখর—উপরোক্ত উদ্ধৃতিটতে তা স্পষ্ট, 'জর্ণাল দ্য ভোলর'-এর অন্যত্রও তার প্রমাণ মেলে এবং তিনি যে নিজের বিবমিষাকে দমন করে ঐ ভিখারীটাকে বেছে নেন তা তাঁর উক্তিটই প্রমাণ করে। আর একটি ঘটনায় দেখি যে তিনি প্রাগে গির্জার প্রণামী চুরি করছেন। ঘটনাটির বর্ণনায় বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি জোর করে এই কাজটি করেছেন এই দুটি ঘটনার থেকেই বোঝা যায় যে জেনে অন্যান্য চোরদের মতো নন, তাঁর কুকর্মে প্রবণতাও আর আর পাঁচজনের মতো নয়—তিনি জোর করে এগুলি করছেন। স্বভাবতই পাঠকের মনে প্রশ্ন ওঠে যে কেন তিনি এইভাবে নিজের প্রবণতার বিরুদ্ধে যাচ্ছেন ?—উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন : "যদিও আমার লক্ষ্য হল সন্তত্ব, তাও আমি বলতে পারব না যে তা কি। আমার প্রস্থানভূমি হল ঐ শব্দটি যা মানসিক পূর্ণ ঔৎকর্ষের সবচেয়ে কাছের স্তর। তার সম্পর্কে আমি আর কিছুই বলতে পারব না, শুধু এই কথাটি ছাড়া যে ওটি ব্যতিরেকে আমার জীবন অর্থহীন, সন্ততের ব্যাখ্যা দিতে না পেরে তাকে আমি সৌন্দর্যের চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারব না—প্রতি মুহূর্তে আমি তাকে সৃষ্টি করতে

চাই, অর্থাৎ আমার প্রতিটি কাজ যেন তারই দিকে আমায় নিয়ে যায় যাকে আমি জানি না।"[৪] কয়েক পংক্তি পরেই এ বিষয়ে তিনি আবার বলেছেন: "সাধারণ সুনীত ও ধর্মের পথ অবলম্বন করে যখন তিনি সেগুলিকে পার হয়ে যান তখনই সন্ত তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছন। সৌন্দর্য—কবিতা—যাদের সঙ্গে আমি সন্ততত্ত্বকে গুলিয়ে ফেলি, তা হল অনন্য। তার প্রকাশ বৈশিষ্ট্যময়। তা যাই হোক, আমার মনে হয় যে এগুলির মূলে আছে ত্যাগ। তাহলে আবার আমি তাকে স্বাধীনতার সঙ্গে একাত্ম করব। কিন্তু আমি সন্ত হতে চাই কারণ ঐ শব্দটি সর্বোচ্চ মানবিক অবস্থাকে বোঝায়, এবং আমি সেই অবস্থাটিতে পৌঁছনোর জন্য সব কিছু করব। আমার অহঙ্কারকে ব্যবহার করব এবং তাকে বলি দেব।"[৫] যে ক'টি শব্দ উদ্ধৃত দু'টির বক্তব্যের আধার, সেগুলি হ'ল: সন্ত ও সন্ততত্ত্ব, সৌন্দর্য ও কবিতা এবং স্বাধীনতা—অর্থাৎ লক্ষ্য হল সৌন্দর্যের স্রষ্টা হ'য়ে ওঠা—যা জেনের কাছে সন্ততত্ত্বের অন্য নাম। সন্ততত্ত্বের অন্য একটি গুণ হল অনন্য এবং এই অবস্থায় পৌঁছনর উপায় অহঙ্কারকে ব্যবহার করা ও তাকে বলি দেয়া। পাঠকের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে যে এর সঙ্গে চোর, সমকামী, চোরা-কারবার ও বিশ্বাসঘাতকতার সম্পর্ক কোথায়?—সমকামিতা জেনের অভিলষিত ছিল না, তিনি চোর হতে গিয়ে ছোটবেলা থেকে সংশোধন ইস্কুলে বন্দীত্বের ফলশ্রুতি হিসাবে সমকামী হয়ে যান এবং পরে, তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনর জন্য তাকে তিনি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন, সমকামী বেশ্যা হিসাবে এবং সমকামিতাকে ব্যবহার করে, চুরি ও ছিনতাই করে। একটু আগেই বলেছি যে জেনে সবচেয়ে কুৎসিত ও কাপুরুষ ভিখারীটাকে বেছে নেন তাঁর প্রেমিক হিসাবে, তার জন্য নিজের বিবমিষাকে জোর করে তিনি দমন করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সমকামিতাকে ব্যবহার করেছেন তাঁর লক্ষ্যের পথে এগোবার জন্য। এইবার সন্ত হয়ে ওঠার জন্য জেনের এই ঘৃণিত পথ অবলম্বনের কারণটি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করা যাক। উত্তরটি তাঁর আত্মজীবনী থেকেই পাওয়া যায়। "সৃষ্টি করা মজাদার খেলা নয়। স্রষ্টা এক ভীতিপ্রদ কর্মে লিপ্ত হন: তাঁর সৃষ্টি যে সব বিপত্তির ঝুঁকি নেয় স্রষ্টাকে সেগুলির সম্পূর্ণভাবে সামিল হতে হয়। মূলে প্রেম ছাড়া কোনো সৃষ্টির কথা ভাবাই যায় না। নিজের সামনে নিজের প্রতিচ্ছবিকে দাঁড় করিয়ে তাকে কেমন করে ঘৃণা বা উপেক্ষা করা যায়?—তাহলে স্রষ্টাকে তার চরিত্রগুলির পাপের ভার বহন করতে হয়। যিশুকে মানুষ হতে হয়েছিল; মানুষকে তার পাপ থেকে মুক্ত

করবার জন্য। ভগবান হিসাবে সৃষ্টি করে মানুষ হয়ে মানুষকে তার পাপ থেকে মুক্তি দিলেন : তাঁকে চাবুক মারা হয়েছিল, লোকে তাঁর মুখে থুথু দিয়েছে, তাঁকে বিদ্রূপ করেছে এবং তাঁর দেহে পেরেক ঠুকেছে। 'তিনি দেহে যন্ত্রণা পেয়েছেন' এই হল কথাটির ব্যাখ্যা। ধর্মশাস্ত্রের পণ্ডিতদের কথা বাদ দেওয়া যাক। 'পৃথিবীর পাপের বোঝা নেওয়া'—কথাটির অর্থ হল সমস্ত পাপের ফল এবং তার ভার বাস্তবিকভাবে বহন করতে হবে—কথাটা হাল্কা শোনাবে—দেহে অনুভব করতে হবে, ধমনীতে প্রবাহিত করতে হবে—যে দুঃখ তিনি রচনা করেন যা তাঁর চরিত্রগুলি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে"।[৬] উদ্ধৃতিটি থেকে দু'টি ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সে দু'টি হল : সৃষ্টিকর্মে মূল হল প্রেম এবং তার উপায় হল সৃষ্ট চরিত্রগুলির সুখ-দুঃখের বাস্তব অনুভূতি। জেনের কাছে প্রেম হল সমকামী প্রেম —তাঁর আত্মজীবনী এবং অন্যান্য রচনা থেকে স্বচ্ছন্দে প্রমাণ করা যায় যে নারীদেহ তাঁর কাছে ছিল অজ্ঞাত। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ বয়ঃসন্ধির আগেই যে ছেলে সংশোধন-বিদ্যালয়ে যায় তার পক্ষে তাই স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দিচ্ছি যে ফরাসী তথা ইওরোপীয় লেখক বা শিল্পীদের মধ্যে সমকামিতা অসাধারণ কিছু নয়—জেনের সমকালীন যে দু'জন সমকামী ফরাসী লেখকের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে তাঁরা হলেন অঁদ্রে জীদ ও জঁককতো—এঁরা দুজনেই জেনের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। এঁদের মধ্যে ককতোর সঙ্গে জেনের পরিচয় ছিল এবং সম্পর্ক হওয়াও অস্বাভাবিক নয়,—কিন্তু তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এই দুই লেখকের সঙ্গে জেনের দুস্তর পার্থক্য। জীদ ও ককতো উভয়েই ছিলেন বিত্তবান পরিবারের সন্তান, জীদ ত' সামাজিক জীবনে বিবাহিতই ছিলেন এবং সমকামী আচরণের জন্য, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ককতোকে তাঁর পরিবার আইনের হাত থেকে বাঁচিয়েছে—জেনের পক্ষে তা ভাবাও যেত না।—প্রসঙ্গত পাঠককে জানাই যে খৃষ্টান ইওরোপীয় আইনে সমকামিতা ১৯৬৮ পর্যন্ত দণ্ডার্হ অপরাধ বলে গণ্য হত। জেনের মতো অনাথ সমকামীর পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই সমাজ-বিরোধী, অর্থাৎ চোর, গুণ্ডা, বদমাশদের সঙ্গে মেশা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। এদিক দিয়ে বিচার করলে জেনের চোর হওয়া অস্বাভাবিক নয়—কিন্তু এহ বাহ্য। ছোটবেলা থেকেই জেনে চোর হতে চেয়েছেন—কারণ, তিনি হতে চেয়েছেন অনন্য এবং পরিপূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ, ও তা তিনি হতে পেরেছেন—পারীর তেরো নম্বর পাড়ার একটি সাধারণ হোটেলে তাঁর নিঃসঙ্গ মৃত্যুর পর—যুগপৎ চোর ও লেখক, আজকের দিনে সার্থকভাবে একজনই হতে পেরেছেন, তিনি হলেন

সদা প্রয়াত জঁ জেনে।—এ বিষয়ে আমার বক্তব্যের প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃতি দেব 'জর্ণাল দ্যু ভোলর' থেকেই : "কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে বলে শৈশব ও প্রথম যৌবনে আমি ছিলাম নিঃসঙ্গ, চোর হওয়া আমার মনে হত এক অনন্য বৃত্তি। নিজেকে, বলতাম আমি এক অসাধারণ ব্যতিক্রম। সত্যি বলতে কি চৌর্যবৃত্তির প্রতি আকর্ষণ এবং তাকে ভালো লাগা ছিল সমকামিতার সঙ্গে যুক্ত ফলে তা আমাকে এক অস্বাভাবিক নৈঃসঙ্গ্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল।"[৭] আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন : "জেলের সেই আওয়াজের কথা ভেবে আমার মন কেমন করে : কয়েদ-ঘরে যখন অস্বচ্ছ স্বপ্নালু চিন্তায় আমি বিভোর থাকতাম, তখন আমার ওপরের ঘরে একজন বন্দী হঠাৎ উঠে, মাপা পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে পায়চারি করত… আমি আমার হতভাগ্যের সামিল পুরনো বন্ধু, হতভাগ্যের সন্তানদের মতো হতে চাইতাম। তারা গৌরবের যে দ্যুতি ছড়াত তার অংশীদার হতে চাইতাম এবং আমি যে জীবনকে আপেক্ষিক ভাবে কম বিশুদ্ধ লক্ষ্যের জন্য ব্যবহার করি, তার। প্রতিভা হল বস্তুর প্রতি সৌজন্য, তা হল যা মূক ছিল তার ওপর গান আরোপ করা।"[৮] এর থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে জেনের সন্ত হয়ে ওঠার চেষ্টা এবং তার জন্য পাপের পথ বেছে নেওয়ার কারণ হল—যা আমরা আগেই দেখেছি—শিল্পী বা তার চেয়েও বড় স্রষ্টা হয়ে ওঠা এবং এই স্রষ্টা হয়ে ওঠার উপাদান হল তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও তাঁর সমকামী প্রেম সত্যি বলতে কি তাঁর প্রেমিকদের নামগুলো যদি পাল্টে দেয়া যায় এবং তাদের চেহারার বর্ণনাগুলো বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তাদের সম্পর্কে তাঁর মানসিক অনুভূতিগুলির পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে নারী ও পুরুষের প্রেম বলতে আমরা যা বুঝি তার থেকে সেগুলি ভিন্ন নয়—একই উন্মাদনা, একই সংশয়, একই স্বন্দ্ব ও একই অনুভূতি।

সৈন্যদল থেকে পালিয়ে যে কি কঠোর নিয়মানুবর্তিতা নিজের ওপর তিনি আরোপ করেছিলেন তার কথা আগেই বলেছি; এই শিক্ষানবীশী শুধু মাত্র চোর হয়ে ওঠার জন্যই নয়; তার সঙ্গে যোগ করতে হবে অপমান সহ্য করা। এই সূত্রে 'জর্ণাল দ্যু ভোলর'এ উল্লিখিত একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না, তা হল : বার্সেলোনায়, কিছুদিনের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় মেয়ে সেজে সমকামী বেশ্যা-বৃত্তি করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে অপমানিত বোধ করতেন এবং অবশেষে হঠাৎ এক দিন রাগে উন্মাদ হয়ে তাঁর মেয়ের সাজ ছিঁড়ে কুটিকুটি করে সমুদ্রের জলে ফেলে দেন।[৯] এ ছাড়াও বহুবার তিনি

বহুভাবে নিজেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে বাধ্য করেছেন; এ সব তিনি করেছেন সন্ত বা স্রষ্টা—কথা দু'টি তাঁর কাছে প্রায় সমার্থক—হয়ে ওঠার জন্য। তিনি পাপের পথ বেছে নিয়েছেন অনন্য হয়ে ওঠার জন্য যা তাঁর মতে সন্তত্বের একটি গুণ। শুধু তাই নয় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার জন্যও তিনি পাপের পথ অতিবাহন করেছেন শিক্ষানবীশের ধৈর্য ও নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ ক'রে; কারণ, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়াকে সন্ত হয়ে ওঠার উপায় বলে তিনি মনে করেন। তাই চোর জেনের কিন্তু পুলিশ ও জেলেরও প্রয়োজন সন্ত হয়ে ওঠার জন্য। এই সূত্রে, তাঁর আত্মজীবনী থেকে একটি উদ্ধৃতি দেব আমার বক্তব্যের নজির হিসাবে এবং তা—জেনের মতে—সন্ত হয়ে ওঠার সঙ্গে নৈঃসঙ্গ্য পাপের পথ অতিবাহন ও অপমানিত হবার সম্পর্কটিকে প্রকট করবে।—"নায়ক চরিত্রটি কাল্পনিক হলেও একটি জীবন্ত চরিত্র তার উৎস। তার যন্ত্রণাও দুঃখ নিয়ে খেলা করাকে আমি প্রত্যাখ্যান করি যদি না আমি বাস্তবে তার ভাগ নিয়ে থাকি। প্রথমত, আমি সমাজের ঘৃণা ও তার বিচার সহ্য করতে চাই। ভ্যাঁস' দ পোলের[10] সন্তত্ব সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে: তাঁর উচিত ছিল সেই কয়েদিকৃত অপরাধটি করা, যার বদলে তিনি দণ্ডগ্রহণ করেন। আমার এই বইটির সুর সব চেয়ে, কদর্য নয়, সুন্দর মেধাকে লজ্জা দিতে পারে। আমার অন্বেষণ কলঙ্কের জন্য নয়। এই নোটগুলিকে একত্রিত করছি যুবকদের জন্য। আমি চাই যে তারা ঐগুলিকে মহান সাধনার পদ্ধতি বলে মনে করুক। অভিজ্ঞতাটি যন্ত্রণাদায়ক এবং এখনও আমি লক্ষ্যে পৌঁছইনি। হোক তার প্রস্থানভূমিটি যৌবনের ভাবালু দিবাস্বপ্ন, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, যদি আমি গাণিতিক সমস্যার সমাধানের মতো কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে যাই; তার থেকে যদি শিল্পসৃষ্টির উপাদান বার করে নিতে পারি বা আত্মিক পূর্ণ বিশুদ্ধতায় পৌঁছতে পারি (হয়ত বা এইসব উপাদানগুলিকেও পার হয়ে যাওয়া, সেগুলির পরিপূর্ণ দ্রবণ) সেই সন্তত্বের কাছে যা আমার কাছে সমস্ত মানুষের ভাষার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর শব্দ।"[11] স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে জেনে তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতা এবং হয়ত বা এক অর্থে, তাঁর প্রয়োজনের জন্য যে জীবন—অর্থাৎ পাপের জীবন—তিনি বেছে নিয়েছিলেন সন্ত বা স্রষ্টা হয়ে ওঠার জন্য, সেই পথটি কিন্তু তাঁর কাছে মোটেই সুখের বা আনন্দের ছিল না, উনিশ শতকের বিখ্যাত ফরাসী কবি র‍্যাঁবোর মতো তিনি তাঁর পাপের পথ অতিবাহনকে কখনই বলেননি: La joie de descente (নিচে নামার আনন্দ)।

র‍্যাঁবো তাঁর ব্যক্তিগত কবি জীবনে ছিলেন বয়ঃসন্ধির উচ্ছৃংখল দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতার দ্বারা আক্রান্ত। একই ধরণের জীবনযাত্রা করলেও জেনে ছিলেন র‍্যাঁবোর বিপরীত মেরুতে। কবি বলে র‍্যাঁবো নিজেকে দ্রষ্টা বলে বিশ্বাস করতেন—জেনে সন্ত বা স্রষ্টা হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষানবীশের কঠোর সাধনাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। জেনের মতে: "সন্তত্ব হল যন্ত্রণাকে কাজে লাগানো। তা হল শয়তানকে ঈশ্বর হতে বাধ্য করা।"[১২] র‍্যাঁবোর পথ ভিন্ন: র‍্যাঁবো মুহূর্তের জন্য দ্রষ্টা হবার জন্য অনুভূতিগুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে, মজা বা ইন্দ্রিয়সুখের মধ্য দিয়ে, ওলোটপালোট করে দেখতেন; জেনে নিঃসঙ্গতার মধ্যে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অনুভূতিগুলিকে ধরতে চেষ্টা করেন। তাঁর শিল্পের উপাদান হল তাঁর জীবন—সে জীবন সমকামী, চোর, বেশ্যা, চোরাকারবারী ও কৃতঘ্নের জীবন—জেনের কাছে এ জীবন সুখের বা আনন্দের নয় তা যন্ত্রণাদায়ক এবং এই যন্ত্রণাকে তিনি তাঁর অভীষ্ঠ পথের পাথেয় হিসাবে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছেন।

নন্দনতত্ত্ব, শিল্পী ও শিল্প সম্পর্কে রচিত 'ল্য ফুনবুল' (মাদারী) প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। 'জুর্ণাল দ্যু ভোলর' অর্থাৎ জেনের আত্মজীবনীমূলক রচনাটি থেকে জেনের ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার পর্যালোচনা ওপরে করেছি। 'জুর্ণাল দ্যু ভোলর'কে—আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি—আক্ষরিক অর্থে আত্মজীবনী বলে ধরলে ভুল হবার সম্ভাবনা আছে কারণ তিনি নিজেই এই সূত্রে বলেছেন: "এটি অতীত খনন নয়, এটি একটি শিল্প কর্ম যার বস্তু হল আমার অতীত জীবন।"[১৩] তাই 'জুর্ণাল দ্যু ভোলর'কে বলা যায় যে এটি হল তাঁর জীবন ও শিল্পী হয়ে ওঠার পথের ঈষদচ্ছ মানচিত্র; 'ফুনবুল' কিন্তু অন্য একজন শিল্পীকে জেনের উপদেশ—সে উপদেশ হল কিভাবে শিল্পকে অতিক্রম করে স্রষ্টার পর্যায়ে পৌঁছতে হবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে এক্ষেত্রে জেনের মতামতগুলি জন্ম নিয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ধ্যান-ধারণা ও অভিজ্ঞতা থেকে; কিন্তু 'ফুনবুল'-এ জেনে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়েছেন। তাই এটি পরিপূর্ণভাবে তাত্ত্বিক রচনা—রচনাটি আবদাল্লা নামে কোনো এক ব্যক্তিকে উৎসর্গিত। আবদাল্লাকে এবং জেনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি সেই সব ব্যাপারে কোনো কথাই বলা হয়নি—হয়ত বা সে একজন মাদারী বা তা নাও হতে পারে। 'ল্য ফুনবুল' রচনাটি দীর্ঘ নয়, মাত্র উনত্রিশ পাতা। রচনাটিতে জেনে, পণ্ডিতদের মতো, শিল্পের জাতিভেদ মানেননি—তাঁর মতে, একজন কবি ও একজন মাদারীর মধ্যে গুণগত কোনো পার্থক্য নেই, যে পার্থক্যটি আছে তা হ'ল প্রকাশের উপায়ে, কবি

বাক্য সাজিয়ে শিল্পসৃষ্টি করেন, মাদারী তারের ওপর নেচে শিল্পসৃষ্টি করেন। তাই, জেনে মাদারীকে যে উপদেশ দেন তা একজন কবির পক্ষেও প্রযোজ্য। দু' একটি উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শিল্প সৃষ্টি সম্পর্কে জেনে বলছেন : "অদ্ভুত পরিকল্পনা : নিজে স্বপ্ন দেখা, সেই স্বপ্নকে অবয়ব দান করা যা অন্যদের মাথায় আবার স্বপ্ন হয়ে উঠবে।"[৪] একটু বাদেই তিনি বলছেন : "কোন বাস্তব-জ্ঞানসম্পন্ন সাধারণ লোক তারের ওপর হাঁটে বা পদ্যে নিজের ভাব প্রকাশ করে? এটা বড্ডোই পাগলামি। পুরুষ বা নারী যাই হোক। সে যে অদ্ভুত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"[৫] —এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে জেনের মতে শিল্পী আর পাঁচজনের মতো নয়। ফলে নিঃসঙ্গতা শিল্পীর সহজাত অভিশাপ, শিল্পীকে স্রষ্টা হয়ে উঠতে হলে এই নৈঃসঙ্গ্যকে আরও বাড়াতে হবে; এই সূত্রে জেনে বলছেন : "এই পূর্ণ নিঃসঙ্গতাকে অর্জন করতে হবে, যে নৈঃসঙ্গ্য তার অত্যাবশ্যক, যদি সে তার অভীষ্ট কার্জটি করতে চায়; সে কার্জটি শূন্য থেকে আহরিত এবং যা পূর্ণ করবে ও অবয়ব পাবে— তা হলে কবি তাঁর পক্ষে সবচেয়ে বিপদজনক চাল-চলনটি বেছে নেবেন। নিষ্ঠুরভাবে তিনি সমস্ত স্তাবক সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের দূরে ঠেলে দেবেন যারা তাঁর সৃষ্টিকে নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। তাঁর ইচ্ছা হলে, তিনি একটা উপায় পরীক্ষা করে দেখতে পারেন নিজের চতুর্দিকে তিনি দুর্গন্ধ ছড়াবেন তা এমন উৎকট, এত কালো হবে যে তিনি নিজেই তার দ্বারা বিপর্যস্ত হবেন এবং তা প্রায় তাঁর শ্বাসরোধ করবে।"[৬] আমরা বলতে পারি যে হয়ত বা দূরত্বটি বজায় রাখবার জন্যই জেনে সাহিত্যিক হিসাবে বিখ্যাত হবার পরেও চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ করেননি। প্লেবয় পত্রিকায় ১৯৬৪ সালের এপ্রিল সংখ্যায় জেনের যে সাক্ষাৎকারটি বেরোয় তাতে তিনি বলেছেন "আমি এখনও চুরি করি, সমাজের সঙ্গে বেইমানী করবার জন্য।" ১৯৬৪ সালে জেনেকে যে পেটের দায়ে চুরি করতে হত না তা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু চৌর্যবৃত্তি না ছাড়ার কারণটি হয়ত বা পাওয়া যায় উপরের উদ্ধৃতিটিতে, অর্থাৎ স্তাবক ভক্ত এবং বন্ধ্যা-বন্ধুত্ব এড়াবার হয়ত বা এটি একটি উপায়। এক কথায় বলা যায় যে জেনের মতে শিল্পী নিঃসঙ্গ এবং তাকে প্রায় সাধকের নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে তার নৈঃসঙ্গ্যকে বাড়িয়ে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে সে স্রষ্টা হয়ে ওঠে; 'জুর্ণাল দ্যু ভোলর'-এ নিজের সম্পর্কে তিনি বার বার একথা বলেছেন। 'ল্য ফুনাম্বুল'-এ তিনি মাদারীকে বলেছেন : "কবির মতই, শুধুমাত্র শিল্পীকে বলছি। তুমি যদি মাটি থেকে মাত্র এক মিটার উঁচুতে নাচো তাহলেও আমার উপদেশ একই

হবে। তা হল, তুমি তা বুঝেছ, মারাত্মক নৈঃসঙ্গ্য, সেই কর্কশ ও উজ্জ্বল প্রদেশ যেখানে শিল্পী কাজ করেন।"[১৭] একটু পরেই জেনে আবার বলছেন: "সার্কাসে একটা বেশ্যাকে আমরা দেখতে আসিনি, দেখতে এসেছি এক নিঃসঙ্গ প্রেমিককে যে তার নিজের ভাবমূর্তিকে পেতে চায়, যে ভাবমূর্তি একটা লোহার তারের ওপর মিলিয়ে গিয়ে পালিয়ে যায়। এবং সর্বদাই তা এক নারকীয় দেশে তাহলেই এই নৈঃসঙ্গ্য আমাদের হতচকিত করবে।"[১৮] এরপর—মনে হয় তা হয়ত অতিকথন হয়ে যাবে—যদি বলি যে জেনের মতে শিল্পী ও স্রষ্টার মধ্যে পার্থক্য হল এই . শিল্পী শিল্প সৃষ্টি করে সমাজের জন্য কিন্তু স্রষ্টা সৃষ্টি করে নিজের ভাবমূর্তির প্রতি প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তাকে পাবার জন্য। এই সৃষ্টি সমাজকে আর যাই দিক, মজা দেবে না, তা সমাজকে আন্দোলিত করবে, তাকে হতচকিত করবে। মাদারীকে জেনে বলছেন: "না, না, আবার বলছি, না, তুমি লোকেদের মজা দিতে আসোনি, এসেছ তাদের হতচকিত করতে।"[১৯]

১৯৪২ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে জেনের প্রধান রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। জেনে জেলে বন্দী অবস্থাতেই তাঁর গোড়ার দিকের কবিতা, উপন্যাস ও নাটকগুলি রচনা ও প্রকাশ করেন। ১৯৪১ সালে জেনের প্রথম কবিতা 'লা কোঁদানে আ মর' প্রকাশিত হয় লিওঁ শহরে; তাতে প্রকাশকের নাম ছিল না। প্রসঙ্গত পাঠককে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে এর আগে ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত, অর্থাৎ আট বছর জেনে স্পেনের বার্সেলোনাকে কেন্দ্র করে সারা ইওরোপে স্রষ্টা হবার সাধনায় কঠোর জীবন-যাপন করেছেন এবং তার মধ্যে নোট নিয়েছেন, যেগুলি পরে 'জুর্নাল দ্যু ভোলর'-এর উপজীব্য হয়েছে। তা যাক 'লা কোঁদানে আ মর' বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী জঁ ককতোর নজর এড়ায়নি। তিনি কবিতাটি জঁপল সার্ত্রকে পড়তে দেন। 'লা কোঁদানে আ মর' কবিতাটি চোদ্দ মাত্রার বিখ্যাত ফরাসী পদ্য ছন্দ আলেকজাঁন্দ্রিন-এ লেখা—কবিতাটি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মরিস পিলগ্র নামে এক খুনীর জয়গান—অর্থাৎ ওডধর্মী কবিতা। উপরোক্ত দুই বুদ্ধিজীবী কিন্তু লেখকের নাম ভুললেন না—দু'বছর পরে 'লারবালেত' পত্রিকায় বেরোলো 'নোত্র দাম দ্যু ফ্লর' উপন্যাসের কিছু নির্বাচিত অংশ, ককতো ও সার্ত্র সেগুলি পড়লেন। ঐ বছরই (১৯৪৪ সালে) 'লারবালেত' প্রকাশ করল সম্পূর্ণ উপন্যাসটি। পরের বছর একই প্রকাশক প্রকাশ করল জেনের কবিতাগুচ্ছ তার নাম 'শঁসক্রে' (গোপন গান)। এখানে স্থান পেল 'লা কোঁদানে আ ম..'। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 'ল্য মার্শ ফ্যুনেব্র' (শবানুগমন)। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হল 'মিরাক্ল দ লা

রোজ' উপন্যাস। ১৯৪৭ সালে বেরোল 'কেরেল দ ব্রেস্ট' উপন্যাস (১৯৮১ সালে পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ফাসবিন্ডার এটিকে নিয়ে একটি সিনেমা করেন। আমার মতে, ছবিটা অত্যন্ত বাজে হয়েছে)। এরপর শুরু হল জেনের নাটক রচনা। ১৯৪৭ সালেই 'লারবালেত' পত্রিকায় প্রকাশিত হল 'লে বন' (পরিচারিকারা)। নাটকটি পদ্যে লেখা। এই বছরই প্রকাশিত হল 'লা ওত সুরভেইয়ঁস' (উপরের প্রহরা) 'ল্য নেফ' কাগজে। এতদিন কিন্তু জেনে জেলে বন্দী ছিলেন; সার্ত্র ও ককতোর যুগ্ম প্রচেষ্টায় এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যে তিনি ১৯৪৮ সালে মুক্তি পেলেন। মুক্তি পাবার পর জেনে প্রধানত নাটক রচনা করেন। 'ল্য বালকোঁ' (বারান্দা) নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে, প্রকাশক 'লারবালেত'। পরের সংস্করণে (১৯৬০ সালে) কিছু রদবদল হল এবং ১৯৪৭ সালে আবার পরিবর্তিত হয়ে প্রকাশিত হল। ১৯৬০ সালে পিটার ব্রুক-এর প্রযোজনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয় এবং আমেরিকার ব্রডওয়ের বাইরে প্রযোজিত সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে নির্বাচিত হয়। এই নাটকে সমাজকে একটি বেশ্যালয় হিসাবে দেখানো হয়েছে যেখানে সাজানো, অলীক পরিস্থিতির মধ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেরা আসে তাদের গোপন ইচ্ছাগুলি চরিতার্থ করতে। এই নাটকটির প্রযোজক পিটার ব্রুক সম্পর্কে টীকা হিসাবে জানাচ্ছি যে তিনি সম্প্রতি ১৯৪৭ সালে মহাভারতের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন পারী ও আভিঞঁও শহরে। ১৯৫৮ সালে 'লে নেগ্র' নাটকটি প্রকাশিত হয়; ১৯৫৯ সালে পরের বছর বিখ্যাত পরিচালক রোজে ব্ল্যাঁ এটিকে মঞ্চস্থ করেন। প্রসঙ্গত, মনে করিয়ে দিচ্ছি যে উপরোক্ত রচনা 'ল্য ফুনঁবুল' (মাদারী) ১৯৫৮ সালেই প্রকাশিত হয় এবং উভয় রচনাই আবদাল্লা বলে কোনো এক ব্যক্তিকে উৎসর্গিত। এই আবদাল্লা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, সম্ভবত তিনি ছিলেন কোনো এক অখ্যাত অভিনেতা বা মাদারী এবং জেনের প্রেমিক, 'জুর্ণাল দ্যু ভোলর'-এ এক নিগ্রো প্রেমিকের উল্লেখ আছে; হয়ত বা তিনিই এই আবদাল্লা।

জেনের সব ক'টি উপন্যাস ও দু'টি নাটক (লে বন ও লা ওত সুরভেইয়ঁস) রচিত হয় তাঁর বন্দী অবস্থায়, অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের আগে। ১৯৪৮ সালের আগে জেনের জীবন সম্পর্কে ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে ভদ্র মধ্যবিত্ত সমাজকে তিনি একেবারেই চিনতেন না—তাই ১৯৪৮ সালের আগে রচিত তাঁর সমস্ত রচনার বিষয় বস্তু উঠে এসেছে চোর, খুনী, চোরাকারবারী, সমকামী ও গুণ্ডাদের জীবন থেকে। 'কেরেল দ ব্রেস্ট' উপন্যাসের (১৯৪৭ সালে প্রকাশিত) সমকামী

প্রধান চরিত্রটির সঙ্গে জেনের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। সে ছিল জাহাজের খালাসী, চোরাকারবারী ও খুনী। তা ছাড়া অন্য দুটি উপন্যাসও তাঁর অন্ধকারের সমাজের আলেখ্য। 'মিরাক্ল দ লা রোজ' শুরু হচ্ছে ফ্রান্সের সমস্ত জেলের মধ্যে ফোঁতোভ্রো হচ্ছে সবচেয়ে কষ্টদায়ক।"[20] বাক্যটি থেকেই উপন্যাসটির উপজীব্যটি বোঝা যায়—এ কথাটি কিন্তু একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী লিখতে পারবেন না, কারণ তিনি এই জগৎ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। 'মিরাক্ল দ লা রোজ' জেনের অন্য দুটি উপন্যাসের চেয়ে অনেক বেশি আত্মজীবনীমূলক—যদি প্রধান চরিত্র বলে কোনো চরিত্রকে চিহ্নিত করতে হয় তাহলে সে চরিত্রটি হল লেখক নিজে —উপন্যাসটি প্রথম পুরুষে লেখা। এক কথায় বলতে হলে, বলা যায় যে লেখক জেলে বন্দী অবস্থায় তাঁর ব্যক্তিগত প্রেম ও আশাআকাঙ্ক্ষা নিয়ে গদ্যে একটি কবিতা রচনা করেছেন। জেনের রচিত নাটকের সংখ্যা পাঁচ, তার প্রথম দুটি নাটক তিনি জেলে বসে রচনা করেন। প্রথম নাটক 'লে বন'-এর উপজীব্য হল গৃহকর্ত্রীর অনুপস্থিতি, তার দুই পরিচারিকা,—যারা যমজ বোন—গৃহকর্ত্রীর ওপর তাদের ক্রোধ, দ্বেষ ও হিংসা চরিতার্থ করবার ও তাকে বিষ খাইয়ে খুন করবার মহড়া দেবার জন্য পালা করে গৃহকর্ত্রী সাজছে ও অভিনয় করছে। এইভাবে অভিনয় করতে করতে শেষ মুহূর্তে তারা এতই তন্ময় হয়ে গেল যে এক বোন গৃহকর্ত্রী সাজা অন্য বোনকে সত্যিই বিষ দিয়ে খুন করছে। 'লা ওত সুরভেইয়ঁস'-এ দেখি যে এক কুঠুরীতে তিনজন আসামী; তাদের মধ্যে দু'জন চোর ও একজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত খুনী। এই দু'জন চোরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে খুনীর বন্ধুত্ব ও তার সম্মান পাওয়ার জন্য, এইভাবে নিছক খুনী ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতের সম্মান পাওয়ার জন্য একজন চোর অন্য চোরটিকে গলা টিপে খুন করছে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর জেনে যে তিনটি নাটক রচনা করেন সেগুলি হল, যথাক্রমে 'ল্য বালকোঁ' (বারান্দা—১৯৫৬) 'লে নেগ্র' (নিগ্রো—১৯৫৮) ও 'লে পারাভঁ' (পর্দা—১৯৪৭)। এগুলির মধ্যে 'ল্য বালকোঁ' সম্পর্কে আগেই বলেছি। 'লে নেগ্র' ও 'লে পারাভঁ' মঞ্চস্থ করেন বিখ্যাত পরিচালক এবং জেনের মৃত্যুর দেড় বছর আগে প্রয়াত রোজে ব্লাঁ যথাক্রমে ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সালে।

জেনের রচিত সব ক'টি নাটকেরই মূল সুর হল হিংস্রতা (অহিংসার বিপরীত)। জেলে রচিত নাটক দুটিতে এই হিংস্রতা পরিণত হচ্ছে খুনে কিন্তু মুক্ত অবস্থায় রচিত নাটকগুলিতে হিংস্রতা আরও নিরবয়ব হয়ে উঠেছে এবং তা রূপ পেয়েছে সংলাপে ও নাটকের উপস্থাপনায়। 'ল্য বালকোঁ' 'লে নেগ্র' ও 'লে পারাভঁ' এই

তিনটি নাটকেরই বস্তু হচ্ছে নাটক ; অর্থাত নাটকগুলিতে কতকগুলি নাটকীয় মায়াকে বারবার তৈরি করা হচ্ছে ও সেগুলি ভাঙা হচ্ছে। মুক্ত অবস্থায় রচিত তিনটি নাটকই হ'ল জেনের দৃষ্টিকোণ থেকে ইওরোপের শাদা সমাজের আলেখ্য। জেনে সমাজের (বুর্জোয়া সমাজের) বাইরের লোক, তিনি সমাজকে দেখছেন। তাঁর চোখে (ল্য বালাকোঁ) শাদা ইওরোপীয় সমাজকে মনে হচ্ছে একটি বেশ্যালয় যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক কতকগুলো অলীক অবস্থার সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে অবগাহন করে। নিগ্রো নাটকে, শাদা ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক সমাজের সামনে নিগ্রোদের দাঁড় করিয়েছেন ; কিন্তু তাই বলে জেনে শাদা ঔপনিবেশিকদের পদলেহী নিগ্রো সমাজকেও ছেড়ে দেননি। 'লে পারাভ'তে একই ভাবে আরবদের দাঁড় করিয়েছেন শাদা ইওরোপীয়দের সামনে। 'লে নেগ্র' নাটকের গোড়াতেই জেনে বলে দিয়েছেন যে নাটকটি শাদা দর্শকের সামনে কালোদের দ্বারা অভিনীত হবার জন্য এবং যদি কখনও তা না হয়, তাহলে একজন সাদা ইওরোপীয়কে নিমন্ত্রণ করে তাকে সবচেয়ে ভালো আসনে বসিয়ে যেন একমাত্র তারই জন্য অভিনয় হচ্ছে এমন ভাব করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে একটি শাদা কুশপুত্তলিকাকে ঐ আসনটিতে বসিয়ে অভিনয় করতে হবে। 'লে পারাভ' যখন প্রকাশিত হয় তখন আলজেরিয়ার আরব প্রজাদের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ চলছে এবং জেনে 'লে পারাভ' নাটকে পরিষ্কার ভাবে আরবদের সমর্থন করেছেন। উপজীব্যের দিক থেকে তুলনা করলে দেখা যায় যে বন্দী অবস্থায় রচিত দু'টি নাটকের সঙ্গে মুক্তির পর রচিত তিনটি নাটকের প্রধান পার্থক্য হল জেনের সমাজসচেতনতা। এই সমাজসচেতনতা কিন্তু একজন সাধারণ বুর্জোয়া সমাজের লোকের নয়, তা হল এক নিঃসঙ্গ স্রষ্টার অবলোকন।

কোনো লেখকই ভুঁইফোঁড় হতে পারেন না—তাঁকে সাহিত্যের পাঠ নিতে হয় পূর্বসূরীদের থেকে—এ ক্ষেত্রে জেনেও ব্যতিক্রম নন। যে লেখক প্রথম তাঁকে নাড়া দেন তাঁর নাম হল ষোড়শ শতকের বিখ্যাত ফরাসী কবি রোঁসার। সংশোধনীবিদ্যালয়ে যখন তাঁর পনেরো বছর বয়স তখন তিনি রোঁসার-এর সনেটগুচ্ছ হাতে পান, জেনের ভাষায় : "আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম ;" তা ছাড়া তিনি সেলীন-এর লেখাও পড়েছিলেন—এ সব তথ্যের উৎস হল জেনের জীবনের দ্বিতীয় ও শেষ সাক্ষাৎকার থেকে (১৯৬০ সালের ২৫ জানুয়ারী—ল্য মোঁদ পত্রিকায় ২০-২১ এপ্রিল ১৯৬০ সালে প্রকাশিত)। জীবন ও রচনার বস্তুতে জেনে যতই বিদ্রোহী হন না কেন, ভাষা ব্যবহারে ও পদ্য-ছন্দের ক্ষেত্রে

তিনি পুরোপুরি ধ্রুপদী। অ-ফরাসী কোন্ কোন্ লেখকের রচনা তিনি পড়েছেন তার হিসাব এখনও পাওয়া না গেলেও তিনি ডস্টয়েভস্কির ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট ও ব্রাদার্স কারামাজভ পড়েছেন তার প্রমাণ তাঁর রচনাতেই পাওয়া যায়।[২১]

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জেনে কখনই শাদা ইওরোপীয় বুর্জোয়া সমাজের সামিল হননি। উপরন্তু তাঁর জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারে ফ্রান্সের রাজনীতি সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন "তাতে আমার বয়ে গেল।" প্রসঙ্গত তিনি পরে যোগ করেন: "ইংলণ্ডই ত গণতন্ত্রের স্বর্গ বলে শুনেছি, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস আমি ভালো জানি না, তবে মনে হয় যে সেখানে গণতন্ত্রের বিকাশ খুবই সুন্দর ভাবে হয়েছিল যখন তাদের রাজতন্ত্রটা বড় ছিল, ভারতীয়দের ক্ষেত্রে সেই গণতন্ত্রটা কেমন ছিল?" ফরাসীদের সম্পর্কেও তিনি বলেন: "বড়লোক দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আরামের জন্য দাম দেয় তৃতীয় বিশ্বের লোকেরা।" পোল্যাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন: "ও ত শাদাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই, আমার বয়ে গেল।"

টীকা

(১) জ' জেনে : জুর্ণাল দু ভোলর : সং—ফোলিও : প্রকা—গালিমার : পৃ ১৩৮
(২) ঐ ঐ ঐ ঐ পৃ ২৮
(৩) " " " " " ২২
(৪) " " " " " ২৩৭
(৫) " " " " ঐ
(৬) " " " " পৃ ২৩৫-৩৬
(৭) " " " " পৃ ২৭৭
(৮) " " " " " ১২৩
(৯) " " " " " ৭৭
(১০) সেণ্ট ভ্যাঁস দ পোল—(১৫৮১—১৬৬০)—দয়ার জন্য বিখ্যাত তাঁর অন্যান্য সৎ কাজের মধ্যে একটি হল কুড়িয়ে পাওয়া বাচ্চাদের লালন-পালনের জন্য একটি সংস্থা স্থাপন করা; পরে এই সংস্থাটিই সরকারী হয়ে ওঠে।
(১১) জ' জেনে : জুর্ণাল দু ভোলর : সং—ফোলিও : প্রকা—গালিমার : পৃ
(১২) ঐ ঐ ঐ ঐ পৃ ২৩২
(১৩) ঐ ঐ ঐ ঐ পৃ ৮০

(১৪) জঁ জেনে : ল্য ফ্ন'ব্ল সং—প্রথম : প্রকা—লারবালেত : প্-১৬৩

(১৫) ঐ ঐ ঐ ঐ : প্ ১৪৩

(১৬) ঐ ঐ ঐ ঐ : প্ ১৪৪

(১৭) „ „ „ : „ ১৪১

(১৮) „ „ „ „ : „

(১৯) „ „ „ „ : প্ ১৪৫

(২০) জঁ জেনে : মিরাক্লা দ লা রোজ : সং—ফোলিও : প্রকা—গালিমার : প্ ৯

(২১) জঁ জেনে : জ্র্ণাল দ্য ভোলর : সং—ফোলিও : প্রকা- গালিমার : প্ ৯৭

২

জঁ জেনের নন্দন তাত্ত্বিক চিন্তা সম্পর্কে জানা যায় তাঁর রচিত 'ল্য ফ্ন'ব্ল' ও 'ড্গেল দ্য ভোলর' এ। ১৯৪৯ সালে ফরাসী সরকারী বেতারে পঠিত হবার জন্য তিনি একটি রচনা লেখেন, তার নাম হল 'ল্যাঁফ ক্রিমিনেল' (রচনাটি বেতারে প্রচারিত হয়নি)। এই রচনাটি সমাজের সঙ্গে জেনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং, আংশিকভাবে, তাঁর নন্দন চিন্তাটি অন্ধাবন করতে খ্বেই সাহায্য করে, শ্ধ্ তাই নয়, রচনাটি কবি বা লেখক হিসাবে জেনেকে ফরাসী সাহিত্যের ম্ল ধারায় প্রতিষ্ঠিত করতেও সাহায্য করে।

'ল্যাঁফ ক্রিমিনেল'-এ জেনে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে তিনি সমাজ-বিরোধী এবং তাই তিনি থাকতে চান। উপরেই দেখিয়েছি যে ছোটবেলা থেকেই তিনি, সামাজিক অর্থে, পাপ বা মন্দকে জীবনে বরণ করে নিয়েছেন, 'ল্যাঁফ ক্রিমিনেল'-এ সে সম্পর্কে তিনি অনেক বেশি সোচ্চার। তিনি সমাজ-বিরোধী কবি, কিন্তু তিনি সমাজ-বিরোধীদের কবি নন, জেনে, অন্যের চেয়ে, অনেক ভালো ভাবেই জানেন যে সমাজ-বিরোধীরা কবিতা বা সাহিত্য পড়ে না। 'ল্যাঁফ ক্রিমিনেল'-এ তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে সমাজ-বিরোধীদের কার্যকলাপ তাঁর 'গানের' উৎস এবং সমাজের কার্যকলাপ কোনোভাবেই তাঁর 'গানকে' সাহায্য করে না।[২১] এক কথায়, তাঁর সাহিত্য প্রেরণার উৎস হল সমাজ-বিরোধীদের কার্যকলাপ। সমাজ-বিরোধীদের কার্যকলাপের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণের প্রধান কারণ হল : তিনি নিজে সমাজ-বিরোধীদের একজন এবং তিনি মন্দ বা পাপকে জীবনে বরণ করে নিয়েছেন ; দ্বিতীয়ত, তাঁর মতে (অন্তত ইওরোপে) সমাজের বিরোধিতা

করতে হলে অত্যন্ত সাহস ও প্রচণ্ড বীরত্বের প্রয়োজন কারণ তাদের বিরোধিতা করতে হয় অতি ক্ষমতাবান সমাজের, সে সমাজে একদিকে যেমন আছে সুগঠিত দক্ষ পুলিশ বাহিনী ও তার সমকক্ষ আইন অন্যদিকে তেমনি ভাবেই সুগঠিত আপাত স্নেহশীল ও সহানুভূতিশীল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। সমাজ এই দুই আপাত বিরোধী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজ-বিরোধীর বিদ্রোহের ধারকে ভোঁতা করে দেয়। মনস্তাত্ত্বিক হয়ত বা জেনের জন্ম ও শৈশবকে কেন্দ্র করে সমাজ-বিরোধীদের প্রতি জেনের এই আকর্ষণের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন কিন্তু তা হবে জেনের মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং আমার মতে, তার সঙ্গে সাহিত্যের যোগ অতি অল্প। আমরা ওপরে দেখেছি জেনে বার বার বলেছেন যে তাঁর জীবনের লক্ষ্য হল সন্তত্বে পেঁছিনো এবং তার জন্য তিনি পাপের পথ বেছে নিয়েছেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে সন্ত হয়ে ওঠার পথ হিসাবে জেনে কি পাপের পথকেই একমাত্র পথ বলে মনে করেন?—উত্তর হল, যুগপৎ হ্যাঁ এবং না। ব্যক্তিগত ভাবে, জেনের কাছে, পাপের পথই হল সন্ত হয়ে ওঠার পথ কিন্তু সামগ্রিকভাবে বা জেনের দার্শনিক চিন্তা অনুযায়ী ভালো বা পুণ্যের পথও কোনো মানুষের পক্ষে সন্ত হয়ে ওঠার পথ হতে পারে। অর্থাৎ, জেনের মতে ভালো বা মন্দ এই দুই বিপরীত মেরুর একটিকে সম্পূর্ণভাবে জীবনে বরণ করে নিয়ে তার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যই হল সন্ত হয়ে ওঠার পথ। তাঁর মতে ভালোর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য মন্দের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের মতোই দুরূহ। সাধারণ সামাজিক সৎ মানুষ সম্পূর্ণভাবে ভালোর প্রতি অনুরক্ত জীবন যাপন করতে পারে না; মন্দের প্রতি এই ধরণের আনুগত্যের ত কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তার জন্য অনেক বেশি সাহসের প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ আইন বাঁচিয়ে ছোট লাভের জন্য খারাপ কাজ করতে মোটেই পিছপা হয় না। বৃহত্তর অর্থে, পশ্চিমী দেশগুলোর সামগ্রিক সমাজের বিরুদ্ধেও জেনের একই অভিযোগ। তারা যখন নিজেদের দেশে গণতন্ত্র ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল তখন তারাই তাদের উপনিবেশগুলিতে এই দু'টি শব্দের সবচেয়ে বাস্তব বিরুদ্ধাচরণ করেছিল—আজও তারা মুখে বিশ্ব-শান্তির বুলি আউড়ে 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের তৈরি যুদ্ধাস্ত্র যাতে বিক্রী হয় তার জন্য তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দেয়। প্রমাণ স্বরূপ উপরে উদ্ধৃত জেনের জীবনের শেষ ইন্টারভিউটির কথা পাঠককে মনে করিয়ে দিচ্ছি। এখন প্রশ্ন ওঠে, তা হলে কেন জেনে দেশত্যাগী হলেন না এবং কেনই বা তিনি তাঁর ত্যাজ্য

সমাজের জন্য রচনা করেন?—উত্তর হিসাবে জেনে নিজেই বলেছেন যে ফরাসী দেশ ও সমাজের সঙ্গে তাঁর একমাত্র যোগসূত্র হল ফরাসী ভাষা—তাঁর রচনা হল একজন গর্বিত সমাজ-বিরোধীর গান—এ গানের উৎস ভণ্ড সৎ-সমাজ নয়; তা হল বামাচারী সমাজের অভিঘাতে উৎসারিত এক নিঃসঙ্গ কবির গান।

জেনের প্রথম রচনাটি হল পদ্যে লেখা এক খুনীর জয়গান—নামটি ওপরেই বলেছি। পদ্যে লেখা তাঁর প্রথম রচনা সংকলন 'লা কোঁদানে আ মর'—প্রথম কবিতাটির নাম—এই নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত আর যা কিছু আছে, নাটকগুলি বাদে, তার সমস্তই গদ্যে রচিত। নাটকগুলির মধ্যে কেবলমাত্র 'লে বন', ফরাসী ধ্রুপদী নাটকের মতো, পদ্যে লেখা, এবং 'লে নেগ্র' নাটকে দু'তিন জায়গায় তিনি পদ্য ব্যবহার করেছেন। জেনের রচনার সিংহভাগ গদ্যে লিখিত, তৎসত্ত্বেও বিভিন্ন রচনায় এবং আলোচনায় জেনে বারবার বলেছেন যে তাঁর সমস্ত রচনাই একজন কবির রচনা, প্রসঙ্গত পাঠককে মনে করিয়ে দিচ্ছি, যে রচনাটিকে তাঁর আত্মজীবনী বলে ধরা হয় সেটির সম্পর্কেও জেনে নিজেই বলেছেন যে তিনি তাঁর জীবনের বাছাই করা ঘটনাবলীকে আশ্রয় করে শিল্পসৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ কবিতা রচনা করেছেন; এরই ফলে 'জুর্ণাল দু ভোলর' জেনের বাস্তব জীবনের একটি অংশের মানচিত্রের চেয়েও বেশি তাঁর শিল্পসাধনা ও মানসিক জীবনের আলেখ্য, সেখানে তিনি তাঁর জীবনের মনোনীত ঘটনাগুলিকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। 'ল্য ফুনঁবুল', 'লঁ্য ফঁ ক্রিমিনেল' ইত্যাদি প্রবন্ধ এবং 'মিরাক্ল দ লা রোজ' উপন্যাসেও তিনি নিজেকে কবি বলে ঘোষণা করেছেন, এবং কখনই ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার আখ্যা দেননি। এর থেকেই বলা যায় যে জেনের সমস্ত রচনাই হল একজন কবির বিভিন্ন রূপকল্প বা ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা।

এইবার জেনের রচনা এবং কবি হিসাবে জেনেকে ফরাসী সাহিত্যের মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাঁর কবিসত্তার বৈশিষ্ট্যটির প্রতি ইঙ্গিত করার চেষ্টা করা যাক।

ফরাসী সাহিত্যে জেনেই একমাদ অপরাধী কবি নন। জেনের জন্মের পাঁচ শ' বছর আগে জাত ফরাসী কবি ফ্রঁসোয়া ভিও' (জন্ম ১৪৩১ সালে মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে, তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় ১৪৬৫ সাল নাগাদ, আগেও হতে পারে, পরেও হতে পারে) চোর ছিলেন, শোনা যায় যে তাঁর নাকি ফাঁসী হয়েছিল—এই প্রবাদের ভিত্তি হল তাঁর নিজের লেখা 'এপিটাফ' যার নাম 'বালাদ দে পঁদু' (ফাঁসীতে মরাদের ব্যালাড')। ফরাসী সাহিত্যের পণ্ডিতদের মতে শেষ মুহূর্তে তৎকালীন ফরাসী রাজা সপ্তম চার্লস

তাঁকে ক্ষমা করেন। ফ্রঁসোয়া ভিওঁ সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাত তথ্যগুলি হল : তিনি 'সরবন' এ পড়াশোনা করেন এবং স্নাতক হয়েছিলেন। তাঁর আসল নাম ফ্রঁসোয়া দে লজ এবং পিতৃপ্রতিম শিক্ষক গিয়োমদ ভিওঁর পদবীটি গ্রহণ করেন তাঁর সাহায্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উপায় হিসাবে। বয়স্ক সতীর্থ বন্ধুকে খুন করতে সাহায্য করবার জন্যই তাঁর ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল। তবে রাজা দুজনকেই ক্ষমা করেন, কিন্তু দুজনকেই পারী শহর থেকে নির্বাসিত করেন। ফ্রঁসোয়া ভিওঁ গরীব ছিলেন, তাই পারী শহর থেকে বিতাড়িত হয়ে পারীর একটি চোর ও গুণ্ডাদলের গোপন সর্দার হন—তাঁর মৃত্যুর কারণ সঠিক জানা যায় না. তবে এ কথা আজ অবিতর্কিত যে তাঁর ফাঁসী হয়নি। ভিওঁর জীবনীর অবতারণা করবার কারণ হল : ভিওঁ কতটা ও কি ভাবে জেনের পূর্বসূরী তা খুঁটিয়ে দেখবার জন্য।

পনের শতকে লেখাপড়া জানা লোকের পক্ষে রুজিরোজগার করা মোটেই শক্ত ছিল না, কিন্তু তাও কেন ভিওঁ চুরি রাহাজানীর পথ বেছে নিলেন? কারণ অনুসন্ধান ক'রে ভিওঁর জীবনীকারেরা (যতটুকু জেনেছেন) আমাদের জানিয়েছেন যে ব্যক্তিগত জীবনে ভিওঁ ছিলেন অত্যন্ত উচ্ছৃংখল জুয়াড়ী ও বেশ্যাশক্ত, ফলে তখনকার দিনেও সামাজিক অর্থে, সৎ উপায়ে উপার্জন ভিওঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না তাই ভিওঁ এ পথে আসেন। তাঁর কবিতায় দেখা যায় যে এই বৃত্তির প্রতি ভিওঁর আসক্তির একমাত্র কারণ হল কম খেটে বা একেবারেই না খেটে বেশি পয়সা রোজগার। তাছাড়া গরীব হলেও ভিওঁ ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয় তার ওপর লেখাপড়া জানা। এই মণিকাঞ্চণ যোগের বিশেষাধিকারটি ভিওঁ ও তাঁর বয়স্ক সতীর্থ (ইনিও অভিজাত ছিলেন) বন্ধুটি কাজে লাগিয়ে টাকা রোজগার ক'রে তা ওড়াতেন জুয়া ও বেশ্যার পেছনে। ভিওঁর কবিতায়, বিশেষ ক'রে পাপ স্বীকার করবার জন্য তাঁর মা-র অনুরোধের উত্তরে লেখা ব্যালার্ডে স্পষ্টই দেখা যায় যে কুকর্মের জন্য তাঁর পাপবোধও ছিল। অন্যান্য অনেক কবিতায় দেখা যায় পাপবোধ এবং লোককে বোকা বানানোর মজা এই দুই সুরই বর্তমান। ভিওঁর বেশির ভাগ রচনাই ব্যালার্ড, তার মধ্যে হারানো স্বর্গ ফিরে পাবার জন্য আকুলতা দেখা যায়—অতীতের প্রতি এই টান এবং তার সঙ্গে বুদ্ধির চমক ও পাপবোধ মিলেমিশে তাঁর কবিতায় যে ভাবমণ্ডল তৈরি হয় তার ফলে তাঁর কবিতা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় ও প্রায় বলা যায় যে, তা পারী শহরের বাসিন্দাদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন পরে ফরাসী রাজা

প্রথম ফ্রঁসোয়া (১৪৯৪–১৫৪৭) তাঁর সভাকবি ক্লেম' মারোকে (১৪৯৬—১৫৪৪) হুকুম দেন ভিওঁর সমগ্র কবিতা খুঁজে বার ক'রে প্রকাশ করবার। এমনি ভাবেই ভিওঁর কবিতা বেঁচে আছে। উনিশ শতকের রোমাণ্টিক সাহিত্যিকদের ছোট তরফ, অর্থাৎ নেরভাল, গোতিয়ে, ভিঞি প্রমুখ কবিরা ছিলেন ভিঁওর কবিতার ভক্ত; তাঁরা ব্যালার্ড রূপকল্প, নস্টালজিয়া'র সুর এবং আত্মকথন, প্রধানত এই তিনটি গুণের জন্য ভিওঁকে নিজেদের পূর্বসূরী বলে মনে করতেন। এক কথায় ভিওঁর কবিতা রূপকল্প এবং লিরিক ধর্মিতার জন্য রোমাণ্টিক কবিদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

এবারে ভিওঁর রচনা ও জেনের রচনার পার্থক্য ও সাদৃশ্যটি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু তার আগে ভিওঁ ও জেনের অন্তর্বর্তী র‍্যাঁবোর কথাও বাদ দেওয়া যায় না, কারণ তিনিও বাকি দুজনের মতোই অনেক কুকর্ম করেছিলেন।

র‍্যাঁবোর কুকর্মের চরিত্রটি ভিওঁ ও জেনের কুকর্মের চরিত্রের সঙ্গে যুগপৎ ভিন্ন ও সদৃশ। র‍্যাঁবো যখন তাঁর অনুভূতিগুলিকে জোর করে ওলট পালট করে তাকে কবিতার কাজে লাগান তখন তিনি জেনের মতোই সাধক—যদিও তিনি তাঁর কবি জীবনে (অর্থাৎ আঠাশ বছর বয়স পর্যন্ত) নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরই কেবল বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন এবং চুরি বা রাহাজানী কিছুই করেননি তৎসত্ত্বেও বলা যায় যে তাঁর কার্যকলাপ সমাজের অনুমোদিত ছিল না।—প্রমাণ স্বরূপ, 'ভেরলেন'-এর সঙ্গে তাঁর সমকামীর জীবনযাপনের ঘটনাটি উল্লেখ করা যায়। র‍্যাঁবো সমকামী ছিলেন না, কিন্তু অনুভূতিকে ওলোট পালট করবার জন্যই বৈজ্ঞানিকের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার অনুসরণে প্রায় পাঁচ বছর সমকামীর জীবনযাপন করেছেন। নেশার ক্ষেত্রেও একই কথা, তখনকার জগতে যেসব মাদকদ্রব্য পাওয়া যেত তার কোনোটাই তিনি বাদ দেননি। এ সমস্তই তিনি করেছেন মুহূর্তের জন্য voyant বা দ্রষ্টা হয়ে ওঠার জন্য—কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে দ্রষ্টা না হতে পারলে কবি হওয়া যায় না; জেনেও একই ভাবে নিজেকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা দিয়ে বেঁধে কষ্ট পেয়েছেন সন্ত হয়ে ওঠার জন্য; সে কথা আগেই বলেছি। র‍্যাঁবোর নিচে নামার আনন্দের কথাও আগেই বলেছি, জেনের কাছে তাঁর সাধনার পথ অতিবাহনে কিন্তু কোনো সুখ বা আনন্দের প্রশ্নই ওঠে না। কবি জীবনের পর র‍্যাঁবো যে জীবনযাপন করেছেন—মারণাস্ত্রের চোরা কারবারীর জীবন—সেই জীবনের সঙ্গে চোর ভিওঁর

জীবনের মিল আছে।—এক কথায় বলা যায় মজায় বাঁচতে হলে টাকা লাগে এবং সেই টাকা পাবার সহজ ও মজার পন্থা হল সমাজ বিরোধীর পথ। এই মতবাদের সঙ্গে জেনের চিন্তার যোগ হল : তিনি 'ল্'য ফ' ক্রিমিনেল'-এ বলেছেন যে খোকা-অপরাধীর বয়স্ক-অপরাধী হয়ে ওঠার অন্যান্য লক্ষণগুলির মধ্যে একটি হল কুঁড়েমির প্রতি আকর্ষণ, অর্থাৎ কম খেটে মজায় বেঁচে থাকার ইচ্ছা—যে ইচ্ছার জন্য ভিওঁ পারী শহরের বাইরে থেকে পারীর চোর গুন্ডা দলের সর্দার হয়েছিলেন এবং র‍্যাঁবো হয়েছিলেন মারণাস্ত্রের চোরা কারবারী—এর সঙ্গে সমাজের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ বা বিদ্রোহের প্রশ্নই ওঠে না—অপরপক্ষে, জেনের সমাজ বিরোধী হবার একমাত্র কারণই হল ভন্ড সমাজের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান, তারই ফলে জেনে আইনের সহানুভূতি ও জেলের মধ্যে বন্দীদের প্রতি কোমলতাকে ঘৃণা করেন, তিনি চান যে সমাজ-বিরোধীদের বিরুদ্ধে আইন হোক কঠোর ও হিংস্র। ভিওঁ বা র‍্যাঁবো কেউই এমত পোষণ করতেন না, অন্তত কোথাও সে কথা লেখেননি। তাছাড়া, এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা খুবই জরুরী, তা হল যদি কেউ পাপের পথের সম্পূর্ণ বিপরীত পুণ্য বা আলোর পথকে জীবনে বরণ ক'রে নিয়ে তার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থাকতে পারেন তাহলে জেনে তাঁকে কমরেড বলে মনে না করলেও, সমান্তরাল পথে একই প্রদেশের যাত্রী হিসাবে সম্মান করেন -এই কারণেই জেনে সার্ত্র ও সিমোন দ বোভওয়ারের বন্ধুত্বকে সম্মান দিতেন ও তাঁদের বন্ধু বলে মনে করতেন। এই দর্শনের ফলেই সার্ত্র ও সিমোন দ বোভওয়ারও জেনেকে বন্ধু হিসাবে ও একই পথের পথিক হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। ফলে দেখা যাচ্ছে ভিওঁ ও র‍্যাঁবোর সামাজিক আচার আচরণের সঙ্গে জেনের সামাজিক আচার আচরণের আপাত সাদৃশ্য থাকলেও মূলত তা প্রায় বিপরীত মেরুতে প্রতিষ্ঠিত। ভিওঁ বা র‍্যাঁবোর কাছে (আপেক্ষিক ভাবে) সমাজ অনুপস্থিত কিন্তু জেনের কাছে তা শুধু উপস্থিতই নয় তার প্রতিষ্ঠানগুলি, বিশেষভাবে বিচার ও দণ্ডের প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এই বারে ভিওঁ, র‍্যাঁবো ও জেনের রচনার মধ্যে মিলের দিকটি দেখা যাক। ভিওঁ, র‍্যাঁবো ও জেনে মূলত লিরিক কবি। লিরিক শব্দটি আমি বিশেষ সাহিত্যিক অর্থে ব্যবহার করছি। লিরিক কবিতা বলতে আমি বুঝি : যে কবিতার বা রচনার উৎস হল কবির ব্যক্তিগত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও মতবাদ তাকেই আধুনিক সমালোচনার ভাষায় লিরিক কবিতা বলা হয়। উনিশ শতকের রোমাণ্টিক

কবিতায় লিরিক কবিতা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারই ফলে ভিওঁর কবিতার পুনরুজ্জীবন হয়, এ কথা আমি আগেই বলেছি। রোমান্টিক লিরিক কবিতা বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো ও মালার্মের হাতে তার রূপকল্প বা ফর্ম বদলালেও মূলত অর্থাৎ বস্তুর বিচারে তা লিরিকই রয়ে গেল। সুশিক্ষিত পাঠক প্রশ্ন তুলবেন র‍্যাঁবোর বিখ্যাত কবিতা 'মাতাল-তরণী'র বস্তু নিয়ে। 'মাতাল-তরণী' কবিতাটির বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়; তবু একটা কথা পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চাই, তা হল কবিতাটির প্রধান চরিত্র মাতাল তরণীটির বিভিন্ন অভিজ্ঞতা কি র‍্যাঁবোর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, দর্শন ও ইতিহাস-বিচারের কাব্যরূপ নয়?—তা যদি হয়, তাহলে মাতাল-তরণী কবিতাটিকে কি মূলত লিরিক কবিতা বলা যায় না?—অপর পক্ষে, মালার্মের কাব্যাদর্শকে মোটেই লিরিক বলা যায় না, তা বরং আমাদের সংস্কৃত ধ্রুপদী কাব্যাদর্শ 'ধ্বনিবাদ'-এর সঙ্গে মেলে। কথাটি বললাম কারণ, মালার্মের কাব্যাদর্শের মূল কথা হল: শব্দকে তার অভিধা-মুক্ত ক'রে তাকে এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে শব্দগুলির সম্মিলিত ধ্বনিপুঞ্জ একটি নতুন জগতের সৃষ্টি করে। এই কাব্যাদর্শ অনুসরণ করলে কবিতা তার লিরিক গুণ হারায়—তাতে কবিতার কি লাভ বা ক্ষতি হল, সে প্রশ্ন অবান্তর। বর্তমান ফরাসী কবিতা মালার্মের এই কাব্যাদর্শের দ্বারা আক্রান্ত। জেনের রচনাও মালার্মের এই উত্তরাধিকারকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে পারেনি। সে কথায় পরে আসছি।

এই বার সমগ্র ফরাসী কবিতায় জেনেকে উপস্থাপন ক'রে দেখা যাক যে তিনি কী যোগ করেছেন, কী নিয়েছেন এবং কীই বা বর্জন করেছেন; এইটা বুঝতে পারলেই জেনের রচনার মূল্যায়নটি সম্পূর্ণ হয়।

ভিওঁ ও র‍্যাঁবোর মতোই জেনেও মূলত লিরিক কবি, জেনেকে বার বার কবি বলছি; এতে পাঠক আশ্চর্য হতে পারেন কারণ জেনের রচনা সমগ্রের একটি কোণে একশ পাতায় মাত্র ছ'টি দীর্ঘ কবিতা নিয়ে জেনের একটি মাত্র পদ্যে লেখা বই, যার নাম (ওপরেই বলেছি) 'লা কোঁদানে আ মর' এছাড়া পদ্যে লেখা তাঁর অন্য রচনাটি হ'ল নাটক: নাম, 'লে বন'। এ ছাড়া জেনে আর যা কিছু লিখেছেন তা সবই টানা গদ্যে—অবশ্য 'লে নেগ্র' নাটকের অংশ বিশেষ ছাড়া। জেনেকে কবি আখ্যা দেওয়ার প্রথম কারণ হল যে তিনি নিজেই বার বার নিজেকে কবি বলেছেন; তাঁর আংশিক আত্ম-চরিত 'জুর্নাল দ্যু ভোলর' সম্পর্কে তাঁর উক্তির উল্লেখ আগেই করেছি, অন্যত্রও তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে তাঁর

ব্যক্তিগত জীবনকে বস্তু হিসাবে ব্যবহার ক'রে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। এরই ফলে পাঠক তাঁর গদ্য রচনাগুলিকে উপন্যাস বা আত্মজীবনী হিসাবে পড়তে গেলে বার বার প্রতিহত হবেন ; এই সব রচনায় ঘটনার কোনো পারম্পর্য নেই, নেই ঘটনার পরিণতি। 'জুর্ণাল দ্যু ভোলর'-এর কথা আগেই বলেছি তাই পুনরুক্তি না ক'রে তাঁর অন্য (আত্মজীবন আশ্রিত) 'মিরাক্ল দ লা রোজ' এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 'মিরাক্ল দ লা রোজ' রচনাটির আধার হল ফ্রান্সের 'ফোঁভেরো' জেলে জেনের জীবন। এই জীবন কিন্তু 'ফোঁভেরো'তেই আবদ্ধ থাকছে না, তা কখনও ফিরে যাচ্ছে তাঁর কৈশোরের সংশোধনী বিদ্যালয়ে আবার কখনও কখনও 'ফোঁভেরো' থেকে মুক্তি পাবার পরের জীবনে।—ফলে জেনের রচনা পড়ে যদি কেউ তাঁর জীবনের মানচিত্র রচনা করবার চেষ্টা করেন ত' তিনি ধাঁধায় পড়বেন। 'জুর্ণাল দ্যু ভোলর' ও 'মিরাক্ল দ লা রোজ' পড়লেই চিন্তাশীল সহৃদয় পাঠক বুঝতে পারবেন যে এই দুটি বইয়ের নায়ক—যদি নায়ক বা প্রধান চরিত্র বলে কিছু থাকে ; মোটেই জেনে নন। 'জুর্ণাল দ্যু ভোলর' এর প্রধান চরিত্র (যদি তা বলা যায়) হল স্পেনের বার্সেলোনা শহর এবং 'মিরাক্ল দ লা রোজ' এ ফোঁভেরো জেল। বই দু'টির সব কিছুই হল এই দুই নিরাবয়ব ও নির্লিপ্ত স্থানের লেখকের উপর অভিঘাত। এই দুই বইয়ের কেন্দ্রে আছে উপরোক্ত দুটি জায়গা যা তাঁর জীবনকে অলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ করছে। তারই ফলে 'জুর্ণাল দ্যু ভোলর' এবং 'মিরাক্ল দ লা রোজ' পড়ে বার্সেলোনা শহর বা ফোঁভেরো জেলের মানচিত্র সম্পর্কে পাঠকের কোনো ধারণাই হয় না ; এ দুটিকে যেন মনে হয় জেনের জীবনে নিয়ন্তা ও সাক্ষী দুটি উদাসীন চরিত্র—রোমান্টিক কবিরা যে ভাবে নিসর্গ দৃশ্য বা প্রাচীন প্রাসাদকে ব্যবহার করেছেন তাঁদের পদ্যে, ঠিক একই ভাবে জ' জেনে গদ্যে ব্যবহার করেছেন বার্সেলোনা ও ফোঁভেরোকে, 'নোত্র দাম দে ফ্লর' ও 'কেরেল দ ব্রেস্ট' হল-জেনের রচনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপন্যাসধর্মী, কারণ এই দুটি রচনায় প্রধান চরিত্র আছে ; 'নোত্র দাম দে ফ্লর'এ দিভীন বলে একটি বেশ্যা এবং 'কেরেল দ ব্রেস্ট' এ একই নামধারী খুনে নাবিক। রচনা দুটি এই দুই চরিত্র আশ্রিত হলেও মূলত রচনা দুটি হল লেখকের ওপর ঐ দুই চরিত্রের জীবনের ঘটনাবলীর অভিঘাত। ফলে আপাত দৃষ্টিতে চরিত্র দুটি প্রধান হলেও আসলে তারা গৌণ। 'ল্যাঁফ ক্রিমিনেল' নামক উপরোক্ত রচনাটিতে জেনে স্পষ্টই বলেছেন যে সমাজ-বিরোধীদের কার্যকলাপ তাঁর বুক থেকে গান নিঃসৃত করে ; এই গানই রূপ পেয়েছে তাঁর 'নোত্র দাম দে ফ্লর' ও 'কেরেল দ

ব্রেস্ট' এ। এই বার যদি বলি যে জেনের রচনাগুলির বেশির ভাগ গদ্যে রচিত হলেও তা মূলত লিরিক ধর্মী— অর্থাৎ 'সাবজেক্টিভ' বা আত্মবাদী রচনা তা হলে বোধহয় খুব বেশি ভুল হবে না।

এবারে জেনের ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে আলোচনা করা যাক। শিক্ষিত পাঠককে বুঝিয়ে বলতে হবে না যে গদ্যের বা উপন্যাসের ভাষা ও পদ্যের বা কবিতার ভাষা এক নয়। গদ্যের বা উপন্যাসের ভাষা হল যুক্তি নির্ভর তীক্ষ্ণ ভাষা, সে ভাষা যে কবিতা হয়ে উঠতে পারে না একথা বলছি না; নিশ্চয়ই তা কাব্যগুণ সম্পন্ন হতে পারে এবং বাংলা সাহিত্যে তার প্রচুর প্রমাণ আছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও উপন্যাসের ভাষা মূলত যুক্তি নির্ভর এবং তা কাহিনীকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার বাহন, ফলে তার মধ্যে থাকে একটা একমুখী গতি। অন্যপক্ষে কবিতার ভাষা—তা গদ্যে বা পদ্যে যাতেই লেখা হোক না কেন, অনেক বেশি অন্তর্মুখী এবং তার মধ্যে থাকে একটা আবর্তন যে আবর্তনের কেন্দ্রে থাকে কোনো একটা ঘটনা বা অনুভূতি, এই কেন্দ্রস্থিত ঘটনা বা অনুভূতি থেকে উৎসারিত হয়ে শব্দগুলি বৃত্তাকারে কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যায় এবং আবার একই ভাবে কেন্দ্রে ফিরে আসে। কেন্দ্রের চারদিকে আবর্তিত হয়ে ভাষা কেন্দ্রস্থিত ঘটনা বা অনুভূতিটির ওপর বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ভঙ্গীতে আলো ফেলে সেটিকে মুহুর্মুহু প্রজ্জ্বলিত করতে থাকে।

এবার আসা যাক জেনের ব্যবহৃত ভাষায়। ফরাসী সাহিত্যে উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকেই গদ্যে কবিতা লেখা শুরু হয়ে গেছে।[২৩] কাজেই ফরাসী পাঠকের কাছে গদ্যে লেখা কবিতা একটা নতুন কিছু ব্যাপার নয়; কিন্তু জেনের রচনায় একটা বিবর্তন নজরে পড়ে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনাটি হল পদ্যে লেখা একটি বই, যার কথা আগেই বলেছি. এই বইয়ের ছ'টি কবিতার মধ্যে চারটি ফরাসী ক্লাসিক ছন্দ আলেকজাঁদ্রিনে লেখা, বাকি দু'টির মধ্যে 'লা পারাদ' কবিতার একটি অংশ গদ্যে লেখা, যেটি হঠাৎ পড়লে মনে হবে যে তা হয়ত খবরের কাগজ থেকে নেওয়া কিন্তু দু'তিন লাইন পড়লেই ভুল ভাঙতে দেরি হয় না। এই সংকলনের শেষ রচনা 'ল্য পেশর দ্যু সুকে'-তে দেখি যে তিনি বারো মাত্রার আলেকজাঁদ্রিনকে বাড়িয়ে কোথাও আঠারো, কোথাও বা চব্বিশ মাত্রায় নিয়ে গিয়ে তাকে টানা গদ্যের রূপ দিচ্ছেন. জেনের বেশির ভাগ আপাত টানা গদ্যে লেখা রচনার ভাষা হল এই বাড়ানো আলেকজাঁদ্রিন। তাঁর রচিত 'ল্য ফুনঁবুল', 'জুর্ণাল দ্যু ভোলর', 'মিরাক্ল দ লা রোজ', 'নোত্র দাম দে ফ্লর' এবং 'কেরেল দ ব্রেস্ট'

প্রভৃতি তথাকথিত গদ্যে রচিত রচনাগুলির ভাষাও এই বাড়ানো আলেকজাঁদ্রিন। নাটকগুলির মধ্যে 'লে বন' পুরোপুরি পদ্যে লেখা কিন্তু বাকি নাটকগুলির সংলাপের ভাষাও—কোথাও ছোট করা কোথাও বা বাড়ানো—আলেকজাঁদ্রিনে লেখা।—এই গোপন ছন্দোবন্ধতার ফলে তাঁর সবক'টি রচনা একটি কাব্যগুণে পেয়েছে। এই সূত্রে একটা কথা মনে রাখা জরুরী, তা হল : বাংলা ভাষার মূল ছন্দ যেমন পয়ার, তেমনি ফরাসী ভাষার মূল ছন্দ হল আলেকজাঁদ্রিন—যেমন অনেক সময়ে, একটু মন দিয়ে শুনলে, কথ্য বাংলায় পয়ারের নিদর্শন মেলে তেমনি কথ্য ফরাসী ভাষাতেও অনেক সময়ে আলেকজাঁদ্রিনকে চিনতে পারা যায়।

রূপকল্প বা ফর্মের দিক থেকে জেনে ক্লাসিক ঘরানাকে অনুসরণ করলেও শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে তাঁর কোনও শুচিবায়ু নেই, ফলে দেখা যায় যে তিনি অনেক সময়ে ভারি তদ্ভব ফরাসী ভাষার, (লাতিন থেকে) শব্দের পাশে চোরদের ও সাধারণ লোকেদের ব্যবহৃত কাঁচা শব্দ ব্যবহার করেন তার ধ্বনি বা তার অন্তর্নিহিত চিত্রকল্পকে (ইমেজারি) কাজে লাগাবার জন্য। তাঁর সমকামী প্রেমিক চিঠিতে কাঁচা শব্দগুলি ব্রাকেটে লিখত। এই প্রসঙ্গে জেনের টিপ্পনিটি হল : "আমার প্রথম প্রতিক্রিয়াটি হল যে তাকে বলি কাঁচা শব্দ ও অভিব্যক্তিগুলিকে ব্রাকেটের মধ্যে রাখা হাস্যকর কারণ এই ভাবে ওগুলির ভাষায় প্রবেশ বন্ধ করা হয়।"[২৪]

এই ভাবে সমস্ত লেখকই ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন, ফরাসী সাহিত্য সাধারণ লোকের মুখের ভাষা ব্যবহার ব্যাপক ভাবে শুরু হয় ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রোমাণ্টিক আন্দোলনের সময় থেকে। ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যে শব্দ বা অভিব্যক্তি 'অ-সাহিত্যিক' ছিল বিংশ শতকের গোড়ায় সেগুলি আর 'অ-সাহিত্যিক' রইল না, এমনি ভাবেই ভাষায় নতুন শব্দ যোগ করছেন সাহিত্যিকরা। শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে বিচার করে জেনের রচনা পড়লে সহজেই বোঝা যায় যে জেনে মালার্মের অনেক পরের লেখক ; কারণ জেনের রচনায় দেখা যায় যে শব্দের ধ্বনি এবং তার অন্তর্নিহিত চিত্রকল্পের জোরে অনেক সময় অতি সাধারণ ভাবনা ও ঘটনা অসাধারণত্বের রূপ নেয়—ফলে, অনেক ক্ষেত্রে, জেনের রচনা অনুবাদে মার খায়, যেমন আমাদের মহান কবি রবীন্দ্র-নাথ, বাজে অনুবাদকদের দয়ায়, বিদেশে অতি সাধারণ দার্শনিক লেখকের পর্যায়ে অবনমিত হয়েছেন। অনুবাদকের দায়-দায়িত্ব নিয়ে এখানে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, সে কথা অন্যত্র আলোচনা করা যাবে। এখন জেনের লেখা নাটক সম্পর্কে দু-চার কথা বলে, লেখক হিসাবে জঁ জেনের মূল্যায়নটি শেষ করছি।

আগেই বলেছি যে জেনে সর্ব-সাকুল্যে পাঁচটি নাটক লিখেছেন। তার ভেতর প্রথম দু'টি জেলে বসে (লা 'ত সুর ভেইয়'স ও লে বন) এবং বাকি তিনটি জেলের বাইরে। আগেই বলেছি বস্তু বা থিম হিসাবে জেনে বেছে নিয়েছেন হিংস্রতা (অহিংসার বিপরীত অর্থে)। ফরাসী বা পৃথিবীর তাবৎ নাটকে হিংস্রতাকে বস্তু হিসাবে ব্যবহার এই প্রথম। রূপকল্পের দিক থেকে জেনের নাটক বেকেট ও সার্ত্রের নাটকগুলির সঙ্গে মেলে—অর্থাৎ তাঁর নাটকে অঙ্ক ভাগ বা দৃশ্য ভাগ খুব কম ব্যবহার করেছেন। কেবলমাত্র 'লে পারাভ''-তে দর্শকের সামনেই পেছনে আঁকা দৃশ্যপটটি পাল্টাচ্ছে, অন্যান্য-নাটকে মঞ্চসজ্জা একেবারেই পাল্টাচ্ছে না। অপরদিক থেকে ফরাসী ক্লাসিকাল ঘরাণার নাটকের মতোই জেনের নাটকও কাব্যময় সংলাপ আশ্রিত—অর্থাৎ একেবারে শেষ-দৃশ্যের আগে মঞ্চে কিছুই ঘটছে না।

এইভাবে জেনের রচনাকে ফরাসী সাহিত্যের মূল ধারায় উপস্থাপন করলেই দেখা যায় যে জেনের ছিন্নমূল জীবনের মতো তাঁর রচনা কিন্তু ছিন্নমূল নয়, তা ফরাসী সাহিত্যের বিবর্তনেরই একটি বিশিষ্ট প্রকাশ। জেনের রচনাগুলি মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায় যে তিনি ভিও', রোঁসার, ডস্টয়েভস্কি, মার্সেল প্রুস্ত আদি তাঁর পূর্বসূরীদের রচনা এবং জঁ ককতো আদি অগ্রজদের রচনা ভালো ভাবেই পড়েছিলেন। সমসাময়িককদের মধ্যে সার্ত্র ও সিমন দ বোভওয়ার ত' তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুই ছিলেন, তাঁদের রচনা পড়া তাঁর পক্ষে অত্যন্তই স্বাভাবিক। শেষ করবার আগে এই প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করবার লোভ সামলাতে পারছি না। ঘটনাটি হল পারী শহরে সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবার সময়ে, বাধ্যতামূলক সেমিনার-লেকচারটি এই অধম জেনের 'জুর্নাল দ্যু ভোলর' নিয়ে দেয়। লেকচারের শেষে আমার মাষ্টারমশাই একটু আনমনা হয়ে প্রশ্ন করলেন (যেন নিজেকেই) লোকটা এত পড়াশোনা করল কখন? আর এত ভালো ফরাসীই বা শিখল কোথায়?—তারপর একটু চুপ করে থেকে নিজেই উত্তর দিলেন—জেলে!

টীকা

(২২) জঁ জেনে : ল'ফ' ক্রিমিনেল : প্রকা—লারবালেত : সং—চতুর্থ (১৯৬৬) : পৃ ১২৫

(২৩) অরুণ মিত্র : গদ্য, গদ্য এবং কবিতা : বিভাব সংখ্যা ৩৫—(১৯৯০) : পৃ ১১

(২৪) জঁ জেনে : মিরাক্ল দ লা রোজ : প্রকা - গালীমার : সং—ফোলিও : পৃ ৯০

নিগ্রো

ভাঁড়ামী

[এক সন্ধ্যায় কালো অভিনেতাদের অভিনয়ের উপযোগী নাটক লিখে দেবার জন্য একজন অভিনেতা আমায় বললেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন কালো কাকে বলে? আর তাছাড়া কালো কাকে বলে?

জঁ জেনে]

আবারও বলছি, একজন সাদা মানুষের লেখা এই নাটকটা সাদা দর্শকদের জন্য রচিত ; কিন্তু অনভিপ্রেত অবস্থায়ও যদি কখনো এ'নাটক কালো দর্শকদের সামনে অভিনীত হয়, তাহলে একজন সাদা দর্শককে, পুরুষ অথবা মহিলা, রোজ সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত করা উচিত। অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরা তাঁকে যথাযথ আমন্ত্রণ জানাবে, আনুষ্ঠানিক পোশাকে সাজাবে এবং নির্দিষ্ট আসনে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, অবশ্যই প্রেক্ষাগৃহের সামনের সারির আসনে। অভিনেতারা তাঁর জন্যই অভিনয় করবে। অনুষ্ঠান চলাকালীন একটা স্পট এই প্রতীকি সাদার ওপরে আলো ফোকাস করে রাখবে।
কিন্তু যদি কোনো সাদা লোক এতে রাজী না হয় ? তাহলে প্রেক্ষাগৃহে ঢোকার সময়ে প্রতিটি কালো দর্শককে সাদা মুখোস বিলোনো হোক। কিন্তু যদি কালোরা তা পরতে অস্বীকার করে, তাহলে নিদেনপক্ষে একটা ডামি ব্যবহার করা যেতে পারে।

জঁ জেনে

পর্দাটা টানা, ওঠানো নয় ; টানা।

মঞ্চসজ্জা : কালো ভেলভেটের পর্দা, ডানদিকে ও বাঁ-দিকে বিভিন্ন উচ্চতায় প্ল্যাটফরম। ডান দিকে। ডানদিকে পেছন দিকের একটা, একটু বেশি উঁচু। আর দেওয়ালের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় মঞ্চটাকে ঘিরে একটা গ্যালারী থাকবে, এখানেই রাজসভার সভ্যরা বসবে। উপরোক্ত পর্দার একটু নিচে ঝুলবে একটা সবুজ পর্দা, সেটাকে আরও উঁচু থেকে ঝোলাতে হবে। মঞ্চের মাঝখানে একটা বেদীর ওপর থাকবে একটা শবাধার, সেটা সাদা কাপড়ে ঢাকা থাকবে, তার ওপর থাকবে বিভিন্ন ফুলের একটা তোড়া। বেদীটার নিচে থাকবে জুতো পালিশ-ওয়ালাদের একটা বাক্স। অত্যন্ত উজ্জ্বল নিয়ন আলো।

পর্দা সরলে দেখা যাবে সান্ধ্য-পোশাকে চারজন নিগ্রো—না তাদের একজন থাকবে খালি পায়ে, ভিল দ্য স্যাঁ নাজার, সে উলের সোয়েটার পরা। সান্ধ্য-পোশাকে চারজন নিগ্রোনী। শবাধারের চারধারে মোৎসার্টের একটা সুরে শিস দিতে দিতে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে এক ধরণের মনুয়ে(১) নাচ নাচবে।

পোশাক : পুরুষেরা সান্ধ্য-পোশাকের সঙ্গে হলুদ জুতো পরবে। মেয়েদের সান্ধ্য-পোশাকে অত্যন্ত বেশি সলমা-চুমকী বসানো থাকবে যাতে ফাঁপা বড়ো-লোকীর ভাবটা আসে, তা হবে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ। নাচতে নাচতে ও শিস দিতে দিতে তারা নিজেদের পোশাক থেকে ফুল খুলে শবাধারটার ওপর রাখবে। হঠাৎ বাঁ দিকের উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর রাজসভা বসবে।

রাজসভা : প্রত্যেক অভিনেতা হবে সাদাদের মুখোশ পরা কালো, এবং তারা মুখোশটা এমন ভাবে পরবে যাতে মুখোশের চারপাশে পাড়ের মতো কালো চামড়া ও নিগ্রোদের চুল দেখা যায়।

রাণী : সাদা, দুঃখী মুখোশ। মুখের কোণদুটো ঝোলা। মাথায় রাণীর মুকুট। হাতে রাজদণ্ড। ট্রেনওয়ালা লোটানো মিঙ্কের ওভারকোট। তার ডানদিকে···তার ভ্যালেট : মওগা ভাঁড়, বাড়ির চাকরের ডোরাকাটা সোয়েটার।

---

(১) তিন তালের প্রাচীন নাচ। নাচটা দ্রুতলয়ে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে লয় কমতে কমতে অত্যন্ত শ্লথ হয়ে যায়। চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে এটি খুব জনপ্রিয় ছিল। (অনুবাদক)

হাতে ন্যাপকিন, সেটা মাফলারের মতো নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু সেটা দিয়ে রাণীর চোখ মুছিয়ে দেবে।

গভর্ণর : অপূর্ব সাদা উর্দী, হাতে নাবিকদের দূরবীণ।

জজ : কালো আর লাল আলখাল্লা। রাণীর বাঁ দিকে।

যাজক : সাদা আলখাল্লা। হাতে আংটি, ক্রুশ, জজের বাঁ দিকে।

রাজসভা সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেন নিগ্রোদের এই নাচে উৎসাহিত। নিগ্রোরা হঠাৎ স্থির হয়ে যায়। তারা এগিয়ে আসে এবং রাজসভাকে সেলাম করবার জন্য অর্ধবৃত্ত রচনা ক'রে সেলাম করে। তারপর দর্শকদের সেলাম করে। তাদের মধ্য থেকে একজন বেরিয়ে এসে কথা বলে, কখনও রাজসভাকে কখনও দর্শকবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে।

আর্‌শিবাল্‌দ : মহাশয়, মহাশয়া (রাজসভা তীব্র হাসিতে ফেটে পড়ে, হাসিটা কিন্তু খুব সুরে বাঁধা প্রাণখোলা হাসি নয়। এর উত্তরে আর্‌শিবাল্‌দের চারদিকের নিগ্রোরা আরও তীব্র হাসি হেসে ওঠে। লজ্জা পেয়ে রাজসভা চুপ করে যায়)...আমার নাম আর্‌শিবাল্‌দ আবসালন ওয়েলিংটন। (সে সেলাম করে, তারপর সঙ্গীদের নাম বলতে বলতে তাদের সামনে দিয়ে যায়)... ইনি শ্রীদিওনে ভিলাজ (সে সেলাম করে)...কুমারী আদেলাইন বোবো (সে সেলাম করে)...শ্রীএদগার এলাস ভিল-দ্য-স্যাঁনাজ (সে সেলাম করে)... শ্রীমতী ওগুস্তা নেজ (সে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে)...কী হল...কী হল, শ্রীমতী, [রেগে চেঁচিয়ে] সেলাম করুন! (সে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে) শ্রীমতী, আপনাকে বলছি, সেলাম করুন! [অত্যন্ত নরম, প্রায় যেন দুঃখ পেয়েছে] শ্রীমতী, আপনাকে সেলাম করতে বলছি, এটা নাটক। (নেজ সেলাম করে) শ্রীমতী গুওস পাদোঁ (সে সেলাম করে) এবং কুমারী দিয়প এতিয়েনেত-ভ্যাতুঁ-রোজ-সক্রেত। মহাশয়া, মহাশয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদের যেমন রজনীগন্ধা আর গোলাপ আছে তেমনি আপনাদের সেবার জন্য আমরা খুব সুন্দর চকচকে কালো রং মেখেছি। শ্রী দিওনে ভিলাজ ধোঁয়ার কালি জমিয়েছেন আর শ্রীমতী গুওস পাদোঁ তা আমাদের থুতু দিয়ে গুলেছেন। এই মহিলারা তাঁকে সাহায্য করেছেন, আপনাদের ভালো লাগার জন্য আমরা সেজেছি।। আপনারা সাদা এবং দর্শক। আজ সন্ধ্যায় আপনাদের জন্য অভিনয় করব......

রাণী : [কথার মাঝখানে] বিশপ! বিশপ, বিধর্মীদের দেশে।

যাজক : [স্থান পরিবর্তন না করে, কিন্তু তার দিকে ঝুঁকে] আলেলুইয়া !

রাণী : [নালিশের সুরে] ওরা কি ওকে খুন করবে ? [নিচে নিগ্রোরা প্রথম বারের মতো চড়া সুরে বাঁধা হাসি হাসে। কিন্তু আরশিবালদ তাদের থামায়]

আরশিবালদ : চুপ কর। সুখ-স্মৃতি ছাড়া ওদের যদি আর কিছুই না থাকে, তা হলে ওরা যেন তাই নিয়েই খুশী থাকে।

নেজ : মহাশয়, এখনও বেদনা ওদের কাছে গয়নার · ···

ভ্যালেট : আমার চেয়ারটা ?

যাজক : আমারটা ? কে নিল ?

ভ্যালেট : [রাগত ভাবে যাজককে] আমার চেয়ারটা হাওয়া না হয়ে গেলে, আপনি আমায় সন্দেহ করতেন। কিন্তু এবার আমার বসবার পালা, আর চেয়ারটা খাঁ হয়ে গেল। আমায় যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এটা দেখতে হয় ত আমার ভালো মেজাজ আর নিষ্ঠায় লোকে বিশ্বাস করতে পারবে।

রাণী : [আরও কাতর ভাবে] আবার বলছি ওরা কি ওকে মেরে ফেলবে ?

যাজক : [গম্ভীর ভাবে] কিন্তু মহাশয়া··· [একটু সময় যায়] ও মৃত !

ভ্যালেট : রাণীকে আপনার শুধু এটুকুই বলার আছে ? [যেন নিজেকে বলছে] ভালো করে এদের ওপর ঝাড়ন বুলোনো দরকার।

যাজক : আজ সকাল থেকেই হতভাগ্য আমার প্রার্থনায় স্থান পেয়েছে। বেশ ভালো জায়গাতেই।

রাণী : [নেজকে প্রশ্ন করবার জন্য ঝুঁকে] কুমারী, এটা কি সত্যি যে বেদনা ছাড়া আমাদের আর কিছুই নেই, আর সেটাই আমাদের সাজবার রং ?

আরশিবালদ : আপনাদের সাজানো এখনও আমরা শেষ করিনি, আজও আবার এসেছি আপনাদের বেদনাকে উদ্বুদ্ধ করতে।

গভর্ণর : [ঘুঁসি দেখিয়ে নামবার ভান করে] তোমাদের তা যদি করতে দি।

ভ্যালেট : [তাকে রুখে] কোথায় যাচ্ছেন ?

গভর্ণর : [সৈন্যের মতো] মন খারাপ করতে। [নিচের নিগ্রোরা সবাই একই ভাবে কাঁধ ঝাঁকায়]

আরশিবালদ : চুপ করো ! [দর্শকদের] আজ সন্ধ্যায় আপনাদের জন্য অভিনয় করব। মানে, এই যে নাটকটা ইতিমধ্যেই এখানে চলতে শুরু করেছে, এর সামনে আপনাদের চেয়ারে আপনারা আরামে বসে থাকতে পারেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে এমন একটা নাটকের মূল্যবান জীবনে প্রবেশের

কোনো ভয়ই নেই, যাতে আদান প্রদান অসম্ভব হয় তাই করবার মতো ভদ্রতাটুকু এখনও আমাদের আছে, এটা আপনাদের কাছেই শেখা। মূলত যে ব্যবধান আমাদের মধ্যে আছে সেটাকেই ভাঁড়ামী, আমাদের চালচলন আর অভিনয় দিয়ে আরও বাড়াব—কারণ আমরা অভিনেতাও বটে। আমার বক্তৃতার এখানেই শেষ। [বিশাল রাগে ঘোড়ার মতো পা ঠোকে আর ঘোড়ার মতো ডাকে] এখানেই! চরম বিচারের সূক্ষ্ম জগতে এটা চলবে। যদি আমরা যোগ সূত্রগুলো ছিন্ন করি, যদি একটা মহাদেশ জাহান্নামে যায় এবং যদি আফ্রিকা ডোবে বা ওড়ে…[গভর্ণর কিছুক্ষণ ধরেই পকেট থেকে একটা কাগজ বার ক'রে নিচু গলায় পড়ছে]

রাণী : যদি উড়ে যায়? এটা একটা উৎপ্রেক্ষা, না?

গভর্ণর : [আরও চেঁচিয়ে]…আমি যখন তোমাদের বর্শা দ্বারা বিদ্ধ হয়ে করুণ ভাবে লুটিয়ে পড়ব, তখন তোমরা ভালো করে চেয়ে দেখো, আমার ঊর্ধ্বগমন দেখতে পাবে। [আরও চেঁচিয়ে] আমার শবটা মাটিতে পড়ে থাকবে কিন্তু আমার দেহ ও আত্মা বাতাসে উড়ে যাবে…

ভ্যালেট : [কাঁধ ঝাঁকিয়ে] আপনার পার্টটা সাজঘরে মুখস্ত করুন। আর এই শেষের কথাটা শপথের ভঙ্গিতে বললে ভুল হবে।

গভর্ণর : [ভ্যালেটের দিকে ফিরে] কি করছি সেটা ভালো করেই জানি। [সে আবার পড়ে] তোমরা আমায় দেখে ভয়ে মরে যাবে। গোড়ায় ফ্যাকাশে হবে তারপর পড়ে মরে যাবে… [তারপর কাগজটা সযত্নে মুড়ে সাবধানে পকেটে রাখে] আমরা যে জানি তা বোঝাবার জন্য এটা একটা ছল, আমরা এও জানি যে আমরা আমাদের শ্রাদ্ধ দেখতে এসেছি। ওরা ভাবছে যে আমাদের বাধ্য করছে, কিন্তু আমাদের ভদ্রতার জন্যই আমরা মৃত্যুতে ঝাঁপ দেব। আমাদের আত্মহত্যা……

রাণী : [হাতপাখা দিয়ে গভর্ণরকে ছুঁয়ে] সাজগোজ শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু এই নিগ্রোটাকে বলতে দাও : দেখ বেচারার মুখটা বিরাট হাঁ করে হাই তুলছে আর তার থেকে মাছির ঝাঁক বেরিয়ে আসছে [ঝুঁকে ভালো করে দেখে] বা তার ভেতরে ঢুকছে। [আরশিবালুদকে] চালিয়ে যাও।

আরশিবালুদ : [রাণীকে সেলাম ক'রে]…ডুবছে বা উড়ে যাচ্ছে। যেন একটা পাখী তাদের দিকে উড়ে আসছে এমন ভাবে রাজসভার সকলে মুখ ঢাকে]…কিন্তু তা যেন উচ্ছন্নে যায়। (একটু সময় যায়) এই মঞ্চের

বাইরে, আপনাদের সঙ্গে আমরা মিশে আছি : আমি রাঁধুনী, শ্রীমতী হলেন ধোবানী, ইনি ডাক্তারীর ছাত্র, মহাশয় স্যাং-কোতিলেদর ভাইকার, শ্রীমতী··· যাকগে। আজ সন্ধ্যায় আপনাদের মজা দেবার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবব না তারই জন্য একটি সাদা মেয়েকে আমরা খুন করেছি। সে এতে আছে। [সে শবাধারটি দেখায়। রাজসভার প্রত্যেকে নাটকীয়ভাবে চোখ মোছে ও বিরাট দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। তার উত্তরে নিগ্রোরা সুরে বাঁধা তীব্র হাসি হাসে] একমাত্র আমরাই তেমনিভাবে মারতে পারি যেমন ভাবে মেরেছি, বন্য ভাবে। এবং, এখন শুনুন··· [এক পা পিছিয়ে যায়]···শুনুন···ও, ভুলে যাচ্ছিলাম, চোর, আপনাদের সুন্দর ভাষাকে গ্যাঁড়া মারতে চেষ্টা করেছি। মিথ্যাবাদী, যে নামগুলো আপনাদের বললাম সেগুলো ভুল নাম। শুনুন··· [সে পিছিয়ে যায়, কিন্তু ইতিমধ্যেই অন্য অভিনেতারা আর তার কথা শুনেছে না। শ্রীমতী ফেলিসিতে, ষাট বছর বয়স্ক ভারিক্কি নিগ্রো মহিলা, ডানদিকের শেষ বেদীটায় উঠে রাজসভার দিকে মুখ করে সোফায় বসলেন]

বোবো : ফুল ! ফুল ! ওটা ছুঁয়ো না !

নেজ : [তার জামায় লাগাবার জন্য একটা ইরিশ ফুল তুলে নেয়] এগুলো তোমার না যে খুন হয়েছে তার ?

বোবো : ওগুলো নাটকের জন্য। অর্থাৎ তোমার জামায় লাগাবার জন্য নয়। ঐ ইরিশটা রেখে দাও। বা গোলাপ ? বা টিউলিপ ?

আরশিবাল্দ : বোবো ঠিকই বলেছে। আরও সাজতে চাও ত আরও কালি আছে।

নেজ : বেশ এখনও যখন··· [ফুলটা কামড়ে থু থু করে ফেলে দেয়]

আরশিবাল্দ : না, অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুরতা চলবে না। নোংরা ফেলাও চলবে না।

[নেজ ফুলটা তুলে খায়। সে শবাধারের পেছনে গিয়ে লুকোয়। আরশিবাল্দ তার পেছনে ছোটে, ভিলাজ শবাধারের পেছনে গিয়ে নেজকে ধরে আরশিবাল্দের কাছে নিয়ে আসে। আরশিবাল্দ তাকে বকতে চায়।]

নেজ : [ভিলাজকে] এর মধ্যেই পুলিশী !

আরশিবাল্দ : [নেজকে] তোমার এই ন্যাকা আদুরে খুকীর ভাব ভঙ্গি এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল না। [সমস্ত নিগ্রোরা অচল হয়ে তার কথা শোনে, সে ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজারের দিকে ফেরে] আর আপনি মশায় অপ্রয়োজনীয়—সব

কিছু গোপন ব'লে, কেটে পড়তে হবে। যান ওদের গিয়ে খবর দিন। গিয়ে বলুন যে আমরা শুরু করে দিয়েছি। ওরা যেন ওদের কাজ করে, আমরা যেমন করব। আশা করি সবই রোজকারের মতো হবে। [ভিল দ্য-স্যা-নাজার মাথা হেলায় ও ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে যায়, কিন্তু ভিলাজ তাকে আটকায়]

ভিলাজ: আরে হতভাগা, ওদিক দিয়ে নয়। তোমায় আর আসতে মানা করা হয়েছিল, তুমি সব পণ্ড কর।

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার: কু···

আরশিবাল্দ: [তাকে থামিয়ে] পরে, এখন বেরোও।

[ভিল দ্য-স্যাঁ-নাজার বাঁ-দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়]

নেজ: [ইরিশটা থুথু করে ফেলে দিয়ে] আমার ওপর দিয়েই প্রত্যেকবার শুরু হয়।

বোবো: আপনি আপনার মনোভাব, রাগ, মেজাজ, অস্বস্তি সব কিছুকেই কাজে লাগান; আপনার তা করবার অধিকার নেই।

নেজ: এ ব্যাপারে আমার একটা বিশেষ অধিকার আছে কারণ আমি ছাড়া···

আরশিবাল্দ: আপনি অন্যদের চেয়ে কম বা বেশি কিছু করেননি।

নেজ: আমার মনোভাব, রাগ, মেজাজ অস্বস্তি ইত্যাদিও অসাধারণ। আর ভিলাজ, তোমার ওপর আমার হিংসেটা ছাড়া··

ভিলাজ: [তাকে থামিয়ে] সবাই তা জানতে পারবে, তুমি যথেষ্ট বলেছ। [হাত দিয়ে শবাধারটা দেখিয়ে] ওর মৃত্যুর অনেক আগেই ওর প্রতি তোমার প্রচণ্ড ঘৃণা ছিল। বা, ওর মৃত্যুর মানে শুধু এই নয় যে, ও জীবনটা খুইয়েছে, খুব কোমলভাবে আমরা ওকে তাপ দিয়েছি, তার তা প্রেমে নয়। [রাজসভা ডুকরে কেঁদে ওঠে]

নেজ: সত্যি? তা হলে, তোমাদের সবাইকে বলি: আজ সন্ধ্যায় আমি এতক্ষণ ধরে এমন প্রচণ্ড ঘৃণায় জ্বলেছি যে ছাই হয়ে গেছি।

দিউফ: আর আমরা কি দিয়ে তৈরি?

নেজ: মশায়রা, মোটেই এক নয়। আপনাদের ঘৃণায় একফোঁটা কাম ঢুকে পড়েছিল, অর্থাৎ প্রেম। কিন্তু ওরা (হাত দিয়ে নিগ্রো মেয়েদের দেখায়) আমরা নিগ্রো মেয়েরা, আমাদের রাগ আর ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ও যখন মারা পড়ল তখন আমাদের মধ্যে কোনো ভয়, সন্দেহ, কোমলতা,

কিছুই ছিল না। আমরা শুকনো ছিলাম। মশায়রা। শুকনো, বুড়ী বান্ধারা মেয়েদের শুকনো মাইয়ের মতো। [রাণী হাসিতে ফেটে পড়ে, যাজক তাকে চুপ করবার ইঙ্গিত করে, রাণী মুখে রুমাল দিয়ে আস্তে আস্তে শান্ত হয়]

আরশিবাল্দ: [গম্ভীর ভাবে] ট্রাজেডীটা হবে কালোর মধ্যে। তাকেই আপনাদের খুঁজতে হবে, লেগে পড়ুন, যোগ্য হন। তাকে পেতেই হবে।

নেজ: [উত্তেজিত ভাবে] আমার রং! আপনারা আর আমি এক। কিন্তু ভিলাজ, আপনি ওর দিকে এগোতে এগোতে কোথায় যাচ্ছেন? [সে শবাধারটা দেখায়]

ভিলাজ: আবার আপনারা আপনাদের বোকা বোকা সন্দেহ দিয়ে শুরু করলেন। ওর সামনে আমার অপমানের প্রত্যেকটি কথা শুনতে চান? আপনারা তা চান? বলুন আপনারা তা চান?

সবাই। [বিকট চিৎকার করে] হ্যাঁ!

ভিলাজ: নিগ্রোরা, তোমরা বড্ড জোরে আর বড্ড তাড়াতাড়ি চেঁচিয়েছ। [সে গভীর নিঃশ্বাস টানে] আজ সন্ধ্যায় তা আবার ঘটবে।

আরশিবাল্দ: অনুষ্ঠানে কোনো পরিবর্তন করবার অধিকার আপনার নেই, তবে যদি কোনোও নিষ্ঠুর অংশ খুঁজে বার করতে পারেন যা নির্ধারিতকে তীক্ষ্ণতর করবে, তাহলে তা করতে পারেন।

ভিলাজ: যাই হোক। আমি আপনাদের কষ্ট দিতে পারি আর খুনটার জন্য অপেক্ষা করাতে পারি।

আরশিবাল্দ: সবাই মিলে যেটা স্থির করেছি সেটাকে আর আমাকে মানতেই হবে।

ভিলাজ: [ব্যঙ্গের সুরে] কিন্তু আমার সংলাপে ও অভিনয়ে তাড়াতাড়ি বা আস্তে চলবার ব্যাপারে আমি স্বাধীন। নিজেকে দ্রুত বা আস্তে চালাতে পারি? দীর্ঘনিঃশ্বাসের সংখ্যা বাড়াতে বা সেটাকে টেনে রাখতে পারি?

রাণী: [মজা পেয়ে] অপূর্ব! যুবক, চালিয়ে যাও!

জজ: মহারাণীর কাণ্ডজ্ঞানের এত অভাব!

ভ্যালেট: আমার মোটেই খারাপ লাগছে না। [ভিলাজকে] সুন্দর নিগ্রোর বাচ্চা! দীর্ঘনিঃশ্বাসের সংখ্যা বাড়াও বা তাকে টেনে রাখ।

গভর্ণর : [ভ্যালেটকে] অনেক হয়েছে, তার চেয়ে বলো ববার কোথায় পাওয়া যায় ?

ভ্যালেট : [এ্যাটেনশানে ও এক নিঃশ্বাসে] এভেয়াস 4.500 [রাজসভার সবাই মুখ বিকৃত করে]

গভর্ণর : সোনা ?

ভ্যালেট : পূর্ব উবাঙ্গি 1.580, স্যা-এলি-দি ও-ভাট 1.050। মাকুপিয়া 20.02। মাজাইতা 20.000।

ভিলাজ : [বলে চলে]...দীর্ঘশ্বাসের সংখ্যা বাড়াতে বা তাকে টেনে রাখতে, একটা বাক্য বা শব্দের মাঝখানে বিশ্রাম নিতে ? তা ছাড়া আমি ক্লান্ত। আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে, যেহেতু প্রত্যেক অভিনয়ের জন্য আমাদের একটা টাটকা শব্দের দরকার হয়, তাই একটা খুন করবার জন্য ইতিমধ্যেই আমাকে ছোটাছুটি করতে হয়েছে।

রাণী : [চিৎকার করে] আহা !

জজ : [হিংস্রভাবে] আগেই বলেছিলাম।

ভ্যালেট : [মংগার মতো] ওদের কথাটা যেন শোনা হয়, গোড়াতেই যেন ওদের দণ্ড না দেওয়া হয়। ওদের এমন একটা স্বাভাবিকতা আছে, অদ্ভুত ওদের রূপ, ওদের মাংসের ওজন—সবচেয়ে বেশি...

গভর্ণর : অজানা জিনিসের প্রেমে বখে যাওয়া ছোঁড়া, চুপ করো।

দিউফ : [আরশিবালদকে] একটা শবই ত' অনেকবার ব্যবহার করা যায়। যেটা দরকার সেটা হলো আমাদের মধ্যে ওটার উপস্থিতি।

আরশিবালদ : দুর্গন্ধ ? মহাশয় ভিকার জেনেরাল ?

বোবো : [আরশিবালদকে] এখন দুর্গন্ধে আপনি ভয় পাচ্ছেন ? যেটা আমার আফ্রিকার মাটি থেকে উঠছে। আমি বোবো—তার ঘন ঢেউয়ের ওপর আমার পোশাকের ট্রেনটা লোটাতে চাই যাতে পচা মড়ার গন্ধ আমার গায়ে থাকে ! আর আমায় উড়িয়ে নেয়। [রাজসভাকে] আর তুমি ফ্যাকাসে, গন্ধহীন জাতি, জন্তুর শরীরের গন্ধে বঞ্চিত, আমাদের জলার দুর্গন্ধে বঞ্চিত...

আরশিবালদ : [বোবোকে] ভ্যার্তুকে কথা বলতে দাও।

ভ্যার্তু : [জ্ঞানীর মতো] তা হলেও সাবধান হতে হবে। প্রতিদিন বিপদটা বাড়ছে। শুধু ভিলাজেরই নয়, যে কোনো শিকারীর পক্ষেই।

নেজ : আরও ভালো। আমাদের জন্য বিশেষ ভাবে অধিষ্ঠিত রাজসভাকেই আমরা আমাদের পাগলামী উৎসর্গ করব, কারণ তাদের জন্যই আজ সন্ধ্যায় আমরা খাটছি।

আরশিবাল্‌দ : যথেষ্ট হয়েছে। [ভিলাজকে] এবারেও পাগলা ঘণ্টি বাজেনি? ভালো ভাবে কাজটা হয়েছে? ওকে পেলে কোথায়?

ভিলাজ : আসবার পথে, আপনাকে ত বলেছি। খাবার ঠিক পরেই শ্রীএরদ আভ'তুর আর আমি জেটিতে গিয়েছিলাম। আবহাওয়াটা ভালোই ছিল। ঠিক ব্রিজের মুখে একটা বুড়ি ভিকিরী মাগী একগাদা ন্যাকড়ার ওপর বসে—বা শুয়ে ছিল; কিন্তু আপনাকে ত সবই বলেছি ...

বোবো : ভিকিরী মাগীটার নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করা উচিত। ওর শ্রাদ্ধে ঘটা হবে।

আরশিবাল্‌দ : বলো, ও চেঁচিয়েছিল?

ভিলাজ : মোটেই না। সময় পায়নি। শ্রীএরদ আভ'তুর আর আমি সোজাসুজি এগিয়ে গেলাম। ও ঘুমোচ্ছিল। আধজাগা হয়েছিল। অন্ধকারে... ..

বোবো ও নেজ : [হেসে] হা, হা! অন্ধকারে?

ভিলাজ : অন্ধকারে নিশ্চয়ই আমাদের পুলিশ ভেবেছিল। ওরা যাদের জেটিতে ফেলে দেয় তাদের সবায়ের মতোই ওর গা মদের গন্ধে ভুরভুর করছিল। ও বলছিল, "আমি কোনো দোষ করিনি"...

আরশিবাল্‌দ : তারপর?

ভিলাজ : রোজ যেমন হয়। আমি হেঁট হলাম। হাত দিয়ে তার গলা টিপে ধরলাম আর শ্রীএরদ আভ'তুর তার হাত দুটো চেপে ধরলেন। ও একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল · ঐ যেটাকে শ্বাস ওঠা বলে তাই আর কি. তারপর খতম। বুড়িটার মুখ, মদ আর পেচ্ছাপের গন্ধে আর নোংরা দেখে শ্রীএরদ আভ'তুর ত প্রায় বমিই করে ফেলেছিলেন। কিন্তু উনি চট করে বমিটা চেপে ফেলেছিলেন। তাকে আমাদের ক্যাডিলাক পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেলাম. তারপর বাক্স করে এখানে নিয়ে এলাম। [নিস্তব্ধতা]

নেজ : কিন্তু এই দুর্গন্ধটা আমাদের নয় ··

[ভিলাজ পকেট থেকে সিগারেট বার করে]

বোবো : ঠিক করেছ. সিগারেট খাওয়া যাক। [নিগ্রোরা যেন প্রশ্ন করে]

আরশিবাল্‌দ : সবাই মিলে সিগারেট ধ্বংস করা যাক। ওটাতে ধোঁয়া দেওয়া

যাক। [প্রত্যেকে পকেট থেকে সিগারেট বার করে, সেলাম ক'রে একে অপরকে আগুন দেয়, তারপর শবাধারের চারপাশে গোল হয়ে তাতে ধোঁয়া দিতে শুরু করে। তারা মুখ বন্ধ করে একটা গান গুনগুন করে গায়, যেটার শুরু—

··আমি তাদের ভালোবাসতাম, আমার সাদা ভেড়াগুলোকে ·····। গানের মধ্যে রাজসভা চঞ্চল হয়ে ওঠে]

গভর্ণর : ঐ দেখ, ওরা ওটাতে ধোঁয়া দিচ্ছে। এটা একটা মৌচাক, ভিমরুলের বাসা, ছারপোকায় ভরা বাজে খাট, হিংস্র জন্তুর গুহা, এটা বিদ্রোহের শুরু ···আমাদের মৃত্যু। ওরা ওকে পুড়িয়ে খাবে। ওদের কাছ থেকে দেশলাই কেড়ে নেওয়া হোক।

[রাজসভা রাণীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আর ভ্যালেট ঐ বড় রুমালটা দিয়ে রাণীর চোখ মুছিয়ে দেয়]

যাজক : মহাশয়া, প্রার্থনা করুন। [অন্যদের] এই গভীর দুঃখের সামনে সবাই নতজানু হও।

রাণী : আহা।

যাজক : মহারাণী, ভরসা রাখুন, ঈশ্বর সাদা।

ভ্যালেট : মনে হচ্ছে আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত······

যাজক : না হলে কি তিনি গ্রীক অলৌকিককে অনুমোদন করতেন, মওগা ছোঁড়া? দু হাজার বছর ধরে তিনি সাদা, সাদা টেবিল ক্লথের ওপরে খান, সাদা তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছেন, সাদা কাঁটা দিয়ে সাদা মাংস খান। [একটু সময় যায়] তিনি সাদা বরফ পড়তে দেখেন।

আরশিবান্দে : ওদের বাকিটা বলো। আসবার পথে গোলমাল হয়নি ত?

ভিলাজ : না, তা ছাড়া এটা ছিল। [সেফটি ক্যাচটা খুলে আবার বন্ধ করে একটা রিভলবার দেখায়, তারপর সেটা কালির কৌটোটার ওপর রাখে। ওটা ওখানেই থাকবে।]

ভ্যাতুঁ : [খুব শান্ত] কিন্তু তাও, বুঝতে পারছ যে এটা অনেকদিন চলবে· এই সব মড়াগুলো যেখানে সেখানে কদর্য অবস্থায় ভোরে- এমনকি দিনের বেলাতেও পাওয়া যায় ত? যে কোনো দিন ফাটবে। সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতকতা থেকেও সাবধান হতে হবে।

নেজ : কি বলতে চাও?

ভ্যার্তু : একজন নিগ্রো আরেকটা নিগ্রোকে বেচতে পারে।

নেজ : মহাশয়া, নিজের মনের কথা বলছেন।

ভ্যার্তু : কারণ আমার মনের মধ্যে যা ঘটছে সেটাকে দেখতে পাচ্ছি, যেটাকে বলি সাদার লালসা .....

গভর্ণর : [বিজয়ীর ভঙ্গিতে] নিশ্চিত জানতাম। এখন বা পরে ওরা ওটাই করবে। শুধু দামটা ঠিক করতে হবে।

রাণী : আমার মণি-মাণিক্যগুলো দিয়ে দেবো। আমার ভাঁড়ার ভর্তি, ওদের অদ্ভুত সমুদ্র থেকে ওদেরই তোলা ঘড়া ঘড়া মুক্তো, ওদেরই গভীর খনি থেকে তোলা সোনা, হীরে, মোহর, আমি সব দিয়ে দেবো, ওগুলো ছাড়িয়ে দেবা ...

ভ্যালেট : আর আমি ?

রাণী : তোমার রাণী রইল, দুষ্টু...বুড়ো, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা, কিন্তু দৃপ্ত। মহান।

আরশিবাল্দ : [রাণীকে] আমাদের চালিয়ে যেতে দিন।

জজ : [আরশিবাল্দকে] তোমরাইত দেরি করছ। তোমরা কথা দিয়েছিলে যে যাতে তোমরা সাজা পাওয়ার যোগ্য হও তার জন্য তোমরা এই অভিনয়টা করবে। রাণী অপেক্ষা করছেন, তাড়াতাড়ি কর।

আরশিবাল্দ : [জজকে] ভ্যার্তু ছাড়া কেউই মন দিচ্ছে না।

জজ : ঠিক আছে। ভ্যার্তুকে মন দেওয়াও, ভিলাজকে মন দেওয়াও।

ভিলাজ : [ক্ষেপে গিয়ে] নিগ্রোরা, ঘটনাটা পুরোপুরি বলার সময় এখনও আসেনি। শুধুমাত্র তোমাদের বলব যে, এই মেয়েটা ছিল সাদা আর আমার হাত এড়াবার জন্য আমাদের গন্ধ দিয়ে সেজেছিল। আমার হাত এড়াবার জন্য কারণ, সে আমাকে শিকার করতে সাহস করত না। ওঃ, সেই সুন্দর দিনগুলো, যখন লোকে হরিণ আর নিগ্রো শিকার করত! আমার বাবা আমায় সে গপ্পো বলেছিলেন.....

আরশিবাল্দ : [তাকে বাধা দিয়ে] 'বাবা' ? শব্দটা ব্যবহার করবেন না। ওটা বলতে গিয়ে আপনার গলা দিয়ে কোমল রসের একটা আভাস বেরোল...

ভিলাজ : বেশ, তাহলে কি বলতে বলেন, আমি যার থেকে জন্ম নিয়েছি সেই নিগ্রোনীটার যে পুরুষটা পেট করেছিল ?

আরশিবাল্দ : তাতে আমার বয়ে গেল। যা পারেন তাই করুন। শব্দ না

হয় বাক্য তৈরি করুন যা জোড়া দেওয়ার বদলে কাটে। আবিষ্কার করুন: প্রেমের বদলে ঘৃণা আর তার থেকে কবিতা, কারণ ওটাই একমাত্র জগৎ যেটাকে কাজে লাগাবার অধিকার আমরা পেতে পারি। ও'দের সেবার জন্য? [দর্শকের দিকে ইঙ্গিত করে] দেখা যাবে। খুব সুন্দরভাবে আপনি আমাদের গন্ধটাকে এনেছেন—আমাদের সুবাস, যার দয়ায় ওদের কুকুরগুলো ঝোপের মধ্যে আমাদের খুঁজে বার করত—আপনি ভালো পথই নিয়েছিলেন। ঝেড়ে কাশুন। বলুন যে ও [শবাধারটাকে দেখায়] জানত যে, আমাদের গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। সূক্ষ্মভাবে এগোন। কেবলমাত্র ঘৃণা করবার কারণগুলো বেছে নেবার কায়দাটা আয়ত্ত করুন। আমাদের বর্বরতাকে বেশি বাড়িয়ে তোলার থেকে বিরত থাকুন। হিংস্র জন্তু হয়ে দাঁড়ানো থেকে সাবধান হ'ন: তাহলে শ্রদ্ধার বদলে ওদের কামনাকে লুব্ধ করবেন।

তাহলে আপনি ওকে খুন করলেন। আমরা শুরু করতে যাচ্ছি…

ভিলাজ: এক মিনিট। বাবা শব্দটার বদলে কী বলতে পারি?

আরশিবাল্দ: আপনার বাক্যাংশটা ভালোই হবে।

ভিলাজ: ওটা বেশ লম্বা।

আরশিবাল্দ: ওটা দিয়ে আমাদের ঢাকবার আর তার মধ্যে লুকোবার জন্য একমাত্র টেনে বাড়িয়েই ভাষাকে যথেষ্ট বিকৃত করতে পারব: পূর্বসূরীরা করেছে সংকোচনের দ্বারা।

বোবো: সাধারণত আমি অল্পে সারি।

আরশিবাল্দ: সাধারণত, কথার আড়ালে অন্যদের আত্মগোপনটা দেখবার জনাই আপনি ব্যস্ত কিন্তু আদরের বোবো, যে সব আইভিলতা পৃথিবীর থামগুলোকে জড়িয়ে আছে সেগুলো দিয়ে কানের ভোগটা আমাদের মতোই আপনিও ভালোবাসেন। ওদের ফুসলাতে হবে—ঐ লতাটার পা থেকে ওদের কান পর্যন্ত, আমাদের গোলাপী জিভ, আমাদের দেহের একমাত্র অংশ যা ফুলের অনুষঙ্গ আনে, যা জ্ঞান ও নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে আমাদের সুন্দর তাচ্ছিল্যের চারিদিকে বেড়িয়ে বেড়ায়। বাক্যটা চলবে ত?

ভিলাজ: আপনারটা?

আরশিবাল্দ: গাড়োল, আপনারটা…"সেই নিগ্রোনীটার যে পুরুষটা পেট করেছিল, ইত্যাদি" সবাই মানছেন? নেজ ছাড়া, এখনও আপত্তি?

নেজ: [ভীষণ ক্ষেপে] যদি জানতাম যে, ঐ নিগ্রোনীটার থেকে ভিলাজ জন্ম

নিয়েছে আরও উৎকটভাবে কুৎসিত, পূতিগন্ধময়, মোটা ঠোঁটওয়ালা, খ্যাঁদা, সাদা আর সব রংখেকো লোভী খাইকুড়ে নিগ্রো হবার জন্য ; জন্মে মুখ থেকে লালা ঝরায়, ঘেমো, ঢেঁকুর তোলে, থুথু ছিটোয়, ছাগল চোদে, কেশো, পেদো, সাদা পা-চাটা খুঁতখুঁতে, অসুস্থ, ঘাম আর তেল চপচপে, চরিত্রহীন আর অধীন হয়েছে ; যদি জানতাম যে নিজেকে অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার জন্য খুন করেছে…কিন্তু আমি জানি যে ও ওকে ভালোবাসত।

ভ্যার্তু : না !

ভিলাজ : না !

নেজ : [ভ্যার্তুকে] আপনি তাহলে চান যে ও আপনাকে ভালোবাসুক, অধীন নিগ্রোনী ?

আরশিবাল্দ : [কঠোর স্বরে] নেজ !

নেজ : উত্তেজনায় বা লজ্জায় লাল বা গোলাপী হয়ে যাওয়ার মতো কোমল শব্দ আমাদের ব্যবহার করা চলবে না, তা করলে দেখবেন ভ্যার্তুর গালে রং চড়েছে।

বোবো : কেউ আসছে।

[সমস্ত নিগ্রোরা মঞ্চে ডান দিকে দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় ; তারা চুপ করে যায়। ভিল দ্য-স্যাঁ-নাজারকে আসতে দেখা যায়। সে ধীরে ধীরে এগোয়]

আরশিবাল্দ : কি হল ? ইতিমধ্যেই কিছু ঘটল নাকি ?

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : ও এসেছে। হাতে হাতকড়া দিয়ে ওকে আনা হয়েছে।

[নিগ্রোরা তাকে ঘিরে দাঁড়ায়]

নেজ : আপনারা কি করবেন ?

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : [নিচু হয়ে কালির বাক্সটার ওপর থেকে রিভলবারটা তুলে নেয়] গোড়ায় ওকে প্রশ্ন করা…

আরশিবাল্দ : [তাকে থামিয়ে] যা বলা উচিত তা যেন বলবেন না। আমাদের পেছনে চর আছে। [সবাই মাথা তুলে রাজসভার দিকে তাকায়]

জজ : [চেঁচিয়ে] তোমরা শিক্ষিত কুকুরের সাজে সেজেছ বলে ভাবছ যে, তোমরা কথা বলতে পার অথচ ইতিমধ্যেই তোমরা ধাঁধা তৈরি করছ…

ভিলাজ : [জজকে] একদিন…

আরশিবাল্দ : [তাকে থামিয়ে] বাদ দাও। রাগের মাথায় নিজেকে আর আমাদের ধরিয়ে দেবে। [ভিল দ্য-স্যাঁ-নাজারকে] ওঁকে নিজের স্বপক্ষে কিছু

বলেছে ? কিছু না ? ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার কিছু না । তাহলে চলি ?

আরশিবাল্দ : বিচার শুরু হলে আমাদের জানিয়ে যেও ।

[ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার দল থেকে সরে বেরিয়ে যেতে চায়]

দিউফ : [ভয়ে ভয়ে] সত্যিই কি আপনি ওটা নিয়ে যেতে চান ?

[সে ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজারের হাতে ধরা রিভলবারটা দেখায়]

আরশিবাল্দ : [রেগে দিউফকে] আরও একবার আমি চাই যে, আপনি বুঝুন, আপনি আপনার সময় নষ্ট করছেন । আপনার যুক্তিগুলো আমার মুখস্ত হয়ে গেছে । আপনি আমাদের কাছে ন্যায়, মীমাংসা ইত্যাদির কথা বলবেন । আমরা অন্যায় অমীমাংসার মধ্যেই থাকব । আপনি প্রেমের কথা বলবেন । প্রেম-কেলি করুন, কারণ সেটা করবার কথা লিখিত ভাবেই ঠিক করা আছে ।

[দিউফ ছাড়া আর সবাই সুরে-বাঁধা হাসি হাসে]

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : ওর কথা না শুনে আপনারা ভুল করছেন ।

আরশিবাল্দ : [রাজার মতো] যান ! উইংসের মধ্যে ফিরে যান । রিভল-বারটা নিয়ে যান, আপনার কর্তব্যটা করুন ।

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : কিন্তু · ···

ভিলাজ : [তাকে থামিয়ে] কিন্তু নয় । শ্রীওয়েলিংটনকে মেনে নিন । [হতাশ হয়ে ভিল দ্য-স্যাঁ-নাজার ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায় । ভিলাজ তাকে থামিয়ে] ওদিক দিয়ে নয়, হতভাগা । [ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়]

বোবো : [দিউফকে] সন্ন্যাসী মহাশয়, আপনি কথা বলতে চাইছিলেন ! বলুন ।

দিউফ : আমার সবকিছুই আপনাদের অযৌক্তিক বলে মনে হয় । আমি তা জানি··· ·

আরশিবাল্দ : এটা যেন ভুলবেন না যে, আমাদের নিন্দনীয় হতে হবে আর ওদের দিয়ে রায় দেওয়াতে হবে, আমাদের দোষী সাব্যস্ত করবে । আমি আবার বলছি, ওরা আমাদের অপরাধটা জানে······

দিউফ : তাও ওদের কাছে একটা সমঝোতা, একটা বোঝাপড়ার কথা তুলতে দাও······

আরশিবাল্দ : [বিরক্ত] যদি ইচ্ছা হয় ত বলুন, কিন্তু আমরা চোখ বন্ধ করে

মুখে চাবি দিয়ে মুখকে ভাবলেশহীন করে মরুভূমি হয়ে যাই। নিজেদের বন্ধ করে ফেলা যাক ...

দিউফ : মহাশয়রা, মহাশয়ারা চলে যাবেন না !

আরশিবাল্দ : [অনম্য] নিজেদের বন্ধ করা যাক, মুছে ফেলা যাক, আর আপনি কথা বলুন।

দিউফ : কিন্তু তাহলে আমার কথা কে শুনবে ? [রাজসভা হাসিতে ফেটে পড়ে] আপনারা ? তা সম্ভব নয়। [সে নিগ্রোদের বলতে চায় কিন্তু তারা চোখ মুখ বন্ধ করে কানে আঙুল দিয়ে আছে] মহাশয়রা, বন্ধুরা শুনুন, একটা টাটকা মড়ার ত' দরকার নেই। আমি চাই যে উৎসবটা আমাদের আলোড়িত করুক, ঘৃণায় নয়.....

নিগ্রোরা : [ব্যঙ্গাত্মক ও ক্ষুন্ন গলায়]·· বরং প্রেমে !

দিউফ : মহাশয় মহাশয়ারা, তা যদি সম্ভব হয় —

যাজক : তোমরা আমাদের প্রেমেই সবচেয়ে বেশি আলোড়িত হয়েছ।

ভ্যালেট : মশায়, আপনি ঠাট্টা করছেন না তো ?

জজ : আপনার কথা শুনতে আমরা রাজী।

গভর্ণর : যদিও এই উন্মত্ততার পরে ··

দিউফ : [হাত দিয়ে শান্ত হতে বলার ভঙ্গি করে] নিজের কথা বুঝিয়ে বলতে পারি ? আমি বলতে চাই যে, মায়াটা আসলে আমাদের হৃদয়ে এমন একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করেছে যে, তার ফল আমাদের দৈন্যটা থেকেই গেছে, কিন্তু তা এমন সুরেলা ছন্দে বহে চলেছে যে ওরা [দর্শকদের দিকে ইঙ্গিত করে] তাতে সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না এবং তা ওদের প্রেমে অধিষ্ঠিত করে, এবং তারই মধ্যে আমাদের চিনতে পারে। [অনেকক্ষণ নীরবতা]

বোবো : [আস্তে আস্তে চোখ খুলে] মরুভূমি পার হওয়াটা দীর্ঘ ও কষ্ট-দায়ক হয়েছিল। কোনো মরূদ্যান না পেয়ে বেচারা দিউফ—আপনি নিশ্চয়ই নিজের শিরা কেটে রক্ত পান করেছেন।

যাজক : [একটু কেশে] প্রিয় ভাইকার, বলুন, খৃষ্ট-প্রসাদের রুটি ? হ্যাঁ প্রসাদের রুটি ? আপনারা কি কালো রুটি আবিষ্কার করবেন ? তা কী দিয়ে হবে ? বলবেন, মশলা-রুটি ? তা কিন্তু মেরুন।

দিউফ : কিন্তু মালিক, আমাদের হাজার হাজার জিনিস আছে ; আমরা তা

করবই। ছাই রংয়ের…

গভর্ণর : [তাকে থামিয়ে] মেনে নিলাম ছাই-রংয়ের খুঁট-প্রসাদের রুটি, আপনি হেরে গেছেন, দেখবেন তার থেকে নতুন বোঝাপড়া, নতুন অস্বাভাবিকতা গজাবে।

দিউফ : [অন্যমনস্কভাবে] একপিঠ সাদা অন্য পিঠ কালো ?

ভ্যালেট : [দিউফকে]। আমাকে জানাবার মতো বদান্যতা কি আপনার আছে? কারণ, আমি বুঝব বলে ঠিক করেছি। একটু আগে ঐ নিগ্রোটা রিভলবার নিয়ে কোথায় গেল ?

আরশিবাল্দ : [উইংসে দিউফকে] আপনি চুপ করুন। মাইরি বলছি, লোকে বলবে যে আপনি আমাদের নিয়ে মস্করা করতে চান।

দিউফ : [আরশিবাল্দকে] ক্ষমা চাইছি। আপনাদের মতো আমিও আমার রংটাকে তীব্র করে তুলতে চাই। আপনাদের মতোই আমারও মাথায় সাদাদের অসহ্য বদান্যতা হাল্কা ভাবে নেমে এসেছে। আমার ডান কাঁধে তাদের বুদ্ধি, বাঁয়ে ওদের গুণের ছিটে-ফোঁটা আর মুঠিটা খুলে দেখি, ওদের দেওয়া ভিক্ষা। আমার নিগ্রো নিঃসঙ্গতার, আপনাদের মতোই আমারও, বর্বরতার চেষ্টাকে তীব্র করে তোলার প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমি বুড়ো আর ভাবি…

বোবো : তা কে বলেছে ? যেটার দরকার সেটা হলো ঘৃণা। তার থেকেই ভাবনাগুলো জন্ম নেবে।

দিউফ : [ব্যঙ্গাত্মক] বোবো, আপনি কারিগর, কিন্তু হৃদয় যে দোষী কোমলতাকে চায় সেটা তাড়ানো অত সোজা নয়। ওদের ভোগী আত্মাকে পচিয়ে না দিতে চাওয়ার জন্য অনেক লজ্জা পেয়েছি, কিন্তু

আরশিবাল্দ : কিন্তু না, তাহলে বেরিয়ে যান ! আমার রাগটা এখনও খেলেনি।

দিউফ : তোকে জোড়হাত করে…

আরশিবাল্দ : তুই-তোকারী করবেন না। এখানে নয়। ভদ্রতাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হোক যাতে তা একটা অসহনীয় ভার হয়ে দাঁড়ায়। এটাকেও আতঙ্কজনক হতে হবে। দর্শকরা আমাদের লক্ষ্য করছে। আমাদের মধ্য মহাশয় যদি ওদের কোনো ক্ষুদ্র, সবচেয়ে তুচ্ছ চিন্তাকেও আনেন যেটা ক্যারিকেচার বলে মনে হবে না, তাহলে চলে যান।

বিদেয় হোন।

বোবো : তাতে ও'র ভালোই হবে, আজ ও'র দিন।

ভিলাজ : উনি আরও কথা বলুন। ও'র গলার সুর আমাকে ছুঁচ্ছে।

নেজ : ব্রাভো ! আপনার অনুপ্রবেশটাই আশা করছিলাম। কারণ এই মুহূর্তটাকে আপনিও সন্দেহ করছিলেন। কারণ, হয়ত বা কিছুক্ষণের জন্য ঘটনা ভ্যাতুর্ থেকে আপনাকে সরিয়ে নেবে।

গভর্ণর : আপনাদের বলা হয়েছে ; ভিলাজ ও ভ্যাতুর্‌কে বলতে দিন।

[নিগ্রোরা ব্যাহত হয়ে একে অপরের দিকে তাকায়. তারপর মেনে নেয়]

ভিলাজ : [ভ্যাতুর্‌র দিকে ঝুঁকে এক বিরাট দীর্ঘশ্বাস মোচন করে] মহাশয়া, যাকে প্রেম বলা হয় তার তুলনীয় কিছুই আপনার কাছে নিয়ে আসিনি, আমার মধ্যে যা ঘটছে তা খুবই বিস্ময়কর এবং আমার রং তা বুঝতে অক্ষম। যখন আপনাকে দেখেছিলাম……

আরশিবালুদ : সাবধান ভিলাজ ! এখানকার বাইরের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করবেন না।

ভিলাজ : যখন আপনাকে দেখেছিলাম, হিলতোলা জুতো পরে আপনি তখন বৃষ্টির মধ্যে হাঁটছিলেন। পোশাকটা ছিল কালো সিল্কের, কালো মোজা, কালো ছাতা আর চকচকে জুতো। উঃ যদি না দাসত্বের মধ্যে জন্ম নিতাম, একটা অদ্ভুত প্রক্ষোভ আমায় নাড়া দিত। কিন্তু আমরা যাচ্ছিলাম। আপনি আর আমি, পৃথিবীর কিনারায়, তার সীমায়। আমরা ছিলাম ছায়া বা উজ্জ্বল জীবদের বিপরীত। আপনাকে যখন দেখেছিলাম, হঠাৎ মনে এক মুহূর্তের জন্য, যা কিছু আপনি নয় তাকে অস্বীকার করবার আর মায়াটার মুখের ওপর হাসবার জোর আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু আমার কাঁধ পলকা। পৃথিবীকে ত্যাগ করা আমি সহ্য করতে পারিনি। আর তখনই আপনাকে ঘৃণা করলাম যখন আপনার মধ্যের সব কিছুই আমার প্রেমের দিকে ইঙ্গিত করছ, আর প্রেম লোকেদের প্রতি ঘৃণাকে আমার কাছে অসহ্য করে তুলেছিল, আর এই অসহ্য ঘৃণাই আপনার প্রতি আমার প্রেম। হ্যাঁ ঠিক, আমি—আমি আপনাকে ঘেন্না করি। [কিন্তু কিছুক্ষণ ধরেই রাজসভাকে উশখুস করতে দেখা যাবে। যেন ভ্যালেট গভর্ণরের কানের কাছে কিছু চেঁচিয়ে বলছে আর গভর্ণর কানে হাত দিয়ে তার কথা শোনবার চেষ্টা করছে !]

আরশিবাল্দ : [রাজসভাকে] আপনাদের মিনতি করছি !

ভ্যালেট : [চিৎকার করে] ম'জাই ৩1 20.010

গভর্ণর : কফি ?

ভ্যালেট : [এখন সমস্ত রাজসভা মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছে] আরাবিকা এক্সট্রা প্রিমা 608627 । রুবুস্তা 327-327 । কুইলু 315-317 ।

ভিলাজ : [এতক্ষণ মাথা নিচু করে ছিল, আবার মাথা তুলে শুরু করে]··· জানি না আপনি সুন্দরী কি না—ভয় হয় যে আপনি হয়ত বা তাই । যে স্পন্দিত ঝলমলানীর অন্ধকারে আমি ভয় পাই, আপনি কি তাই ? অন্ধকার আমার জাতির শ্রদ্ধেয় মাতা; ছায়া, যে যোগ্য পোশাকটা আমায় আপাদমস্তক ঢেকে রেখেছে ; দীর্ঘ নিদ্রা যেখানে আপনার সবচেয়ে পলকা সন্তান গড়াগড়ি দিতে চায় ; জানি না আপনি সুন্দরী কি না, কিন্ত হে বিরাট রাত্রি—আপনি আফ্রিকা এবং আপনাকে ঘৃণা করি । আমার কালো চোখ কোমলতা দিয়ে ভরে দেবার জন্য আপনাকে ঘৃণা করি এই কঠিন কাজ আমায় বাধ্য করে আমাকে আপনার থেকে সরিয়ে দিয়ে আপনাকে ঘৃণা করবার জন্য । আপনাকে ঘৃণা করি । আমাকে সুখ দেবার জন্য অতি অল্প বস্তুরই প্রয়োজন, আপনার মুখ, দেহ, ছন্দ, আপনার হৃদয়···

আরশিবাল্দ : সাবধান ভিলাজ ।

ভিলাজ : [ভ্যার্তুকে] কিন্তু আপানাকে ঘৃণা করি । [অন্যদের] উনি আর আপনারা সবাই জানুন যে, আমি কী যন্ত্রণা পাচ্ছি । প্রেমে যদি আমাদের অধিকার না থাকে তাহলে সবাই যেন জেনে রাখে···

বোবো : আমরা সবাই জানি । আমরাও কালো । কিন্তু নিজেদের চিহ্নিত করবার জন্য আমরা রাত্রির অন্ধকারের গভীরতাকে উপমা হিসাবে ব্যবহার করি না । আকাশের তারাও নয় । ঝুল, জুতোর কালি, কয়লা আর আলকাতরাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ।

দিউফ : একটু স্বস্তির নিশ্বাস থেকে ওকে বঞ্চিত কর না । ওর যন্ত্রণা যদি বড্ডো বেশি হয় তাহলে ও যেন কথার মধ্যে একটু বিশ্রাম নিতে পারে ।

ভিলাজ : বিশ্রাম করা ? এই জ্বলজ্বলে বিরাট দেহটাকে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে দেখার যন্ত্রণাটা মনে পড়ে । ওর পায়ের পাতায় জল পড়ছিল······

বোবো : কালো । তার······কালো পায়ের ওপর ।

ভিলাজ : বৃষ্টিতে । ভ্যার্তু সাদাদের খোঁজে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটে, আপনারা তা,

জানেন ! না না আমাদের ভাগ্যে প্রেম নেই ··[ইতস্তত করে]

ভ্যাতুর্ : তুমি বলতে পারো। প্রত্যেক বেশ্যাবাড়িতেই একটা করে নিগ্রো মাগী আছে।

গভর্ণর : [গলা খাঁকারি দিয়ে] ঈশ্বরের নামে রচিত প্রার্থনা বিদ্যায় মন দাও ! বিশজন মহাত্মা-রচিত প্রার্থনা বিদ্যায় মন দাও ! প্রতি শনিবার আমার সৈন্যদের তা করতে বাধ্য করি। ক্ষতবিক্ষত আর যৌনরোগগ্রস্থদের নিয়ে আমার লাভ কি ? সৈন্যরা অষ্টবক্র হলে শেষ হয়ে যাবে। ঈশ্বরের নামে রচিত প্রার্থনা বিদ্যায় মন দাও।

ভ্যাতুর্ : জেনে রাখো যে, দিনে দশবার যা করি তার তুলনায় আজ সন্ধ্যার এই উৎসবের আঘাতটা আমার উপর অনেক কম হবে। একমাত্র আমিই ঘৃণার চরম সীমায় যেতে পারি।

আরশিবাল্দ : তোমার জীবনকে প্রবন্ধ কর না।

ভ্যাতুর্ : [ব্যঙ্গের সুরে] এর মধ্যেই সাদাদের দেওয়া ভদ্রতা আপনাকে পেয়ে বসেছে। বেশ্যা-মাগী আপনার কাছে অস্বস্তিকর।

বোবো : হ্যাঁ, যদি জীবনে সে তাই হয়। আপনার দুঃখ, আপনার নিজস্ব গা-গুলোনী আমাদের জানাবার নয়, ওটা আপনার ব্যাপার ·আপনার ঘরে।

ভিলাজ : এই উৎসব আমায় কষ্ট দিচ্ছে।

আরশিবাল্দ : আমাদেরও। আমাদের বলা হয় বুড়ো খোকা। তাহলে, কোন্ জগতটা আমাদের থাকে। নাটক ! এই কথা ভাবতে ভাবতে আমরা আমাদের কাছে অভিনয় করব আর আস্তে আস্তে দেখব, কালো-নারসিসাস নিজের জলেই মিলিয়ে যাবে।

ভিলাজ : আমি মিলিয়ে যেতে চাই না।

আরশিবাল্দ : সবার মতোই ! তোমারও রাগের ফেনাটা ছাড়া তোমার আর কিছুই থাকবে না। যেহেতু লোকে আমাদের ছবিতেই ফেরত পাঠায় আর তার মধ্যেই আমাদের ডুবিয়ে দেয়, এই ছবিটা যতই ওদের রাগে দাঁত কড়মড় করাক না কেন !

ভিলাজ : আমার দেহ বাঁচতে চায়।

আরশিবাল্দ : ওদের চোখের সামনেই তুমি ভূতে পর্যবসিত হয়ে ওদের ঘাড়ে চাপো।

ভিলাজ : আমি ভ্যাতুর্কে ভালোবাসি। ও আমায় ভালোবাসে।

আরশিবাল্দ : ও, হয়ত পারে। তোমার চেয়ে ওর ক্ষমতা বেশি, মাঝে মাঝে ও সাদাদের বশ করে—হ্যাঁ জানি, ওর ম্যাজিক-শিরদাঁড়ার গুঁতোয় ? কিন্তু সেটাও ওদের বশ করাই হ'ল। এর ফলে যেটার সঙ্গে প্রেমের সবচেয়ে বেশী আদল সেটা ও তোমায় দিতে পারে : সেটা হল স্নেহ। ওর কাছে তুমি ওর ছেলে হবে, প্রেমিক নয়।

ভিলাজ : [কুঁকড়ে গিয়ে] ওকে ভালোবাসি।

আরশিবাল্দ : তুমি মনে করছ যে, তুমি ওকে ভালোবাসো। তুমি নিগ্রো ও অভিনেতা। এদের একজনেরও প্রেমের সঙ্গে পরিচয় হবে না। বা এই সন্ধ্যায়—শুধু এই সন্ধ্যায়—আমরা নিগ্রো বলে আমাদের অভিনেতা হওয়া বন্ধ। এই মঞ্চে আমরা জেলের কয়েদির মতো—যারা কয়েদি হবার জন্য অভিনয় করছে।

ভিলাজ : আমরা কিছুর জন্য দোষী হতে চাই না। ভ্যাতু আমার বউ হবে।

আরশিবাল্দ : তাহলে কেটে পড়ো! বেরোও! ভাগো! ওকে নিয়ে ওদের দলে যাও [দর্শকদের দেখায়]...যদি ওরা তোমায় গ্রহণ করে আর যদি ওদের ভালোবাসা পাও, তাহলে ফিরে এসে আমায় জানিও। কিন্তু গোড়ায় রংটা তুলে ফেলে কেটে পড়ো, নেবে যাও, ওদের সঙ্গে গিয়ে দর্শক হও। আমরা ঐটার সাহায্যে বেঁচে যাব। [শবাধারটা দেখায়]

ভ্যালেট : [মিষ্টি গলায়] মহাশয়রা, যদি গ্রীষ্মের এক সুন্দর সন্ধ্যায় আপনাদের জালে একজন পুরুষ ধরেন, তা হলে ফুসলানোর দৃশ্যটা কি দিয়ে বদলাবেন? আপনারা কি ইতিমধ্যেই র‍্যাঁদা সমেত একজন ছুতোরকে ধরেছেন? নৌকো, সেউতি আর ছড়ানো জাল সমেত একজন মাঝি?

বোবো : [উদ্ধত ভাবে] হ্যাঁ সেটা হয়েছে। এক গরীব হয়ে যাওয়া আর বিস্মৃত পুরনো কালের গায়ক ধরেছি, মুড়েটুড়ে খাপে ভরেছি। ঐখানে [শবাধারটা দেখায়] উৎসবের জন্য ও যখন খুন হল তখন ওকে গভর্ণর জেনারেলের উর্দি পরাতে পেরে আমরা ভীষণ খুশি। ওকে আমরা চিলে-কোঠায় পাঠিয়ে দিয়েছি। এখনও ও সেখানেই আছে। [সে রাজসভাকে দেখায়] এমনিভাবে আমাদের আঘাতে পড়েছে একজন ভালো বিকলাঙ্গ মহিলা, একজন ডাক পিওন, মোজা সারানোওয়ালী, একজন নোটারী...

[ভীতভাবে রাজসভা পিছিয়ে যায়]

ভ্যালেট : [ছুটে এগিয়ে এসে] আজ রাতে যদি একটা চার বছরের বাচ্চা,

যে শুধু দুধের জন্য ফিরে এসেছে, শুধুমাত্র তাকেই পাওয়া যেত ? সাবধান ! উত্তর দেয়ার আগে ভেবে দেখ যে, তোমাদের মানুষ বলে গণ্য করবার জন্য আমি কত চেষ্টা করছি······

বোবো : সবাই খুব ভালো করেই জানে যে, বেশি দুধ খেলে তার কি হ'ত। আর যদি আমরা বাচ্চা না পাই তাহলে, একটা বুড়ো ঘোড়া, একটা কুকুর, একটা পুতুল হলেও চলবে।

ভিলাজ : তার মানে সর্বদাই আমরা খুনের স্বপ্ন দেখি ?

আরশিবাল্দ : সর্বদাই, আর বিদায় হও !

ভিলাজ : [ভ্যার্তকে, কিন্তু এখনও ইতস্তত করছে] এস আমায় অনুসরণ কর। [সে দর্শকের মধ্যে নেমে যাবার ভঙ্গি করে]

আরশিবাল্দ : [তাদের আটকে] না, না, দরকার নেই। আমরা মঞ্চে, এখানে সবই আপেক্ষিক, আমি পিছু হটে গিয়ে আমার থেকে তোমাদের সরে যাওয়াকে সার্থক নাটকীয় মায়ায় পরিণত করলেই চলবে। চালাক মহাশয়, আপনাকে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে একা ছেড়ে দিয়ে আপনার প্রতি ভদ্রতা করলাম। আপনি বুঝুন, আমরা চললাম।

[আরশিবাল্দ, বোবো, নেজ, দিউফ, ফেলিসিতে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে পিছন ফিরে দূরে চলে যায়, ইতিমধ্যে রাজসভার চতুর্দিকে গোটা বারো সাদা মুখোশ হঠাৎ আবিভূর্ত হয়।]

ভিলাজ : [ভ্যার্তকে] ভ্যার্ত, তোমায় ভালোবাসি।

ভ্যার্ত : ভিলাজ, ধীরে ধীরে শুরু করা যাক।

ভিলাজ : তোমায় ভালবাসি।

ভ্যার্ত : কথাটা বলা খুব সোজা। মনের এই অবস্থার অভিনয়টা সহজেই করা যায়, বিশেষভাবে তার সীমাটা যদি বমান হয়। কিন্তু তুমি প্রেমের কথা বলছ আর ভাবছ যে, আমরা একা ? দ্যাখো। [সে রাজসভাটাকে দেখায়]

ভিলাজ : [ভীত] এত !

ভ্যার্ত : নিজেকে স্বাধীন করতে চাইছিলে।

ভিলাজ : [সচকিত] কিন্তু ওদের ছাড়া। আরশিবাল্দ। [সে চ্যাঁচায়] আরশিবাল্দ। বোবো ! [সবাই অনড় থাকে] নেজ ! [ও তাদের দিকে ছুটে যায়, কিন্তু তারা অনড় থাকে। ও ভ্যার্তর কাছে ফিরে আসে]

ভ্যার্তদ্‌ ? ওরা চলে যাবে না ?

ভ্যার্তদ্‌ : কোনো ভয় নেই, তুমি আমায় আদর করতে চাইছিলে, তুমি বলছিলে সব ত্যাগ করবার…

ভিলাজ : জানি না ক্ষমতা হবে কিনা, এখন ওখানে ওরা যখন…

ভ্যার্তদ্‌ : [তার মুখে হাত চাপা দিয়ে] যদি তোমার ক্ষমতা হয় তাহলে এস আগে আমরা ভালোবাসি।

[কিন্তু রাজসভা যেন ছটফট করছে, কেবল রাণী ঘুমোচ্ছে। রাজসভা পা ঠোকে, হাতের আঙুল মটকায়]

গভর্ণর : ওরা সমস্ত মাটিতে ছড়িয়ে দেবে, ঈশ্বরের দোহাই, আর এগোতে যেন না দেওয়া হয়। [রাণীকে] মহাশয়া মহাশয়া জেগে উঠুন !

জজ : রাণী ঘুমিয়ে পড়েছেন। [নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে] উনি তা দিচ্ছেন। কি তা দিচ্ছেন ? শার্তের কাচের কারিগর, সেল্টিক ধ্বংসাবশেষ।

গভর্ণর : ওঁকে জাগানো হ'ক, ঈশ্বরের ব্যারাকের নিয়মে খাবার থালার ধাক্কা…

জজ : আপনি পাগল ! কে তা দেবে, শুনি ? আপনি ?

গভর্ণর : [লজ্জা পেয়ে] কখনই জানি নি।

ভ্যালেট : আমিও না, বিশেষ করে দাঁড়িয়ে, কারণ কেউই আমার চেয়ারটা দেখেনি, তাছাড়া একটা সাধারণ খড়ের চেয়ার।

যাজক : [উৎকণ্ঠিত] আমারটাও না। আমি বিদেশে বিশপ হয়েও এটা মেনে নিয়েছি, কিন্তু ওদের আটকাতে হবে। শুনুন…

[নিচে ভিলাজ ও ভ্যার্তদ্‌ মূকাভিনয় করছিল যার কথাগুলো শোনা যেতে লাগল]

ভিলাজ : আমাদের রঙটা বাজে মদের দাগ নয় যা একটা মুখকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে, আমাদের মুখটা হায়না নয় যে সেটাকে যারা দেখে তাদের খেয়ে ফেলে… [চিৎকার করে] আমি সুন্দর, তুমি সুন্দরী, আমরা একে অপরকে ভালোবাসি ! আমার গায়ে জোর আছে ! কেউ যদি তোমায় ছোঁয় …

ভ্যার্তদ্‌ : [মুগ্ধ] তাতে আমি সুখী হব।

[ভিলাজ হতভম্ব হয়ে পড়ে]

গভর্ণর : [রাজসভাকে] ওদের কথা শুনছেন ? বন্ধ করতে হবে। রাণীকে

কথা বলতে হবে। মহাশয়া, বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠুন।

[মুখ দিয়ে সকালের বিউগলের আওয়াজ নকল করে, জজ, যাজক ও ভ্যালেট রাণীর ওপর ঝুঁকে থাকে। অক্ষম হয়ে হাল ছেড়ে দেয়।]

যাজক : কোনো লাভ নেই, ওঁর নাক ডাকছে।

গভর্ণর : তাহলেই বিরাট গলা ? আমিই শুনি। [কিছুক্ষণের নীরবতা]

ভ্যাতু : [কোমল যেন স্বপ্নে কথা বলছে] লিলির মতো সাদা আমি পশ্চিমী রাণী ! এত শতাব্দী ধরে কর্মের মহার্ঘ ফল হল এই অলৌকিক। হৃদয়ে ও চোখে নিখুঁতভাবে কোমল। ··

[রাজসভা মন দিয়ে শুনছে]

আমি স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল ও গোলাপী হই, বা বেদনা আমার মুখকে সাজাক, আমি সাদা মৃত্যু। যদি আমায় নির্ধারিত করে থাকে, তা সে করেছে জয়ের রংয়ে। হে মহান সাদা, আমার কপাল, আঙুলে ও পেটে রঙ কর। হাল্কা সুরের ইরিশ, ·ীলাভ ইরিশ, হিমবাহের ইরিশ প্যারভ'স ইরিশ, ভায়োলেট, রেসেদা, তারা, ইংরাজী ঘাস, নরমান ঘাস, তোমাদের দ্বারা আমার চোখে রং তৈরি হোক, কিন্তু কি দেখা যাচ্ছে ?··· রাণী জেগে উঠে হতবাক হয়ে ভ্যাতুর কবিতা শোনে, তারপর ভ্যাতুর সঙ্গে আবৃত্তি করে] আমি সাদা, এই দুধ যার প্রতি ইঙ্গিত করে, তা হল লিলি, পায়রা, উজ্জ্বল চূর্ণ আর পরিষ্কার মন, তা হচ্ছে পোল্যাণ্ড ও তার ঈগল ও নেজ (তুষার)। নেজ ··

ভিলাজ : [হঠাৎ কাব্য করে] নেজ ? বেশ। বর্শাধারী আমাতে ভর কর। আমার দীর্ঘ পথে আমি পৃথিবী পরিক্রমা করছিলাম। এই চলমান রাত্রির স্তূপের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ কিন্তু শ্রদ্ধাবান সূর্য আলো বর্ষণ করছিল। আলো, তুমি আমার অন্ধকার সংহতিকে ভেদ করতে পারছিলে না, আমি ছিলাম উলঙ্গ।

ভ্যাতু ও রাণী : [এক সঙ্গে]·· তা হল পবিত্রতা ও ভোর।

ভিলাজ : উত্তাল, আমার দেহের প্রতিটি অংশ ছিল একটা আয়না আর তাতে সব কিছুই প্রতিফলিত হচ্ছিল : মাছ, মিথুন, বাঘের হাসি, শরের বন। উলঙ্গ ? বা একটা পাতা দিয়ে ঢাকা কাঁধ ? আমার লিঙ্গ শ্যাওলা দিয়ে সাজানো······

ভ্যাতু ও রাণী : [এক সঙ্গে]···কেবল আমার আকাশের নিচে এক টুকরো ছায়া থেকে গেছে···

ভিলাজ : [আরও উন্মত্তের মতো]…শ্যাওলা দিয়ে না জলের ঝাঁঝি দিয়ে? আমি গান করছিলাম না, নাচছিলাম না। খাড়া, এক কথায় রাজকীয়, কোমরে একটা হাত দিয়ে উদ্ধত, আমি পেচ্ছাব করছিলাম। আই! আই! আই। আমি তুলোর ক্ষেতে দাপিয়ে বেড়িয়েছি। কুকুরগুলো আমার গন্ধ শুঁকেছে, আমার কুকুরগুলোকে আর আমার হাতের কব্জি দুটোকে আমি কামড়েছি। দাসত্ব আমাকে নাচ ও গান শিখিয়েছে।

ভ্যার্তু : একটা রংয়ের ছোপ, প্রায় কালো আমার গালে ছড়িয়ে পড়েছে। রাত্রি…

ভিলাজ : দাস ব্যবসায়ীদের খুপরীতে আমি মারা গেছি…

[ভ্যার্তু তার দিকে এগিয়ে যায়।]

ভ্যার্তু ও রাণী : তোমায় ভালোবাসি।

ভিলাজ : শেষ না করবার জন্য মরছি।

রাণী : [যেন হঠাৎ জেগে ওঠে] যথেষ্ট। ওদের চুপ করাও, ওরা আমার স্বর চুরি করেছে। বাঁচাও……

[হঠাৎ ফেলিসিতে দাঁড়িয়ে ওঠে, সবাই তার দিকে তাকায়, চুপ করে যায়, ও তার কথা শোনে।]

ফেলিসিতে : দাওমে!…দাওমে!…আমায় বাঁচাও। পৃথিবীর সমগ্র নিগ্রোরা, এস! প্রবেশ কর! কিন্তু আমার মধ্যে ছাড়া অন্যত্র নয়। যেন তোমাদের অস্থিরতা আমায় ফাঁপিয়ে তোলে। এস। তাড়াতাড়ি কর। যেখান দিয়ে ইচ্ছে ঢোকো: মুখ, কান বা আমার নাকের ফুটো দিয়ে। নাকের ফুটো, আমার জাতের গর্ব, বিরাট শাঁখ, অন্ধকার তাঁবু, টানেল, বিরাট গুহা, যেখানে সর্দির ব্যাটেলিয়ান স্বস্তিতে থাকে। হেঁট-মুণ্ড রাক্ষসী, তোমাদের অপেক্ষায় আছি, অগণন তোমরা আমার মধ্যে এস আর শুধু আজ সন্ধ্যার জন্য আমার শক্তি ও আমার বুদ্ধি হও। [সে আবার এসে পড়ে।]

রাণী : [অত্যন্ত গম্ভীর ও প্রায় পরাজিত] বোন মারিয়াম আমি কিসের প্রেমে মরছি…

ভ্যালেট : মহাশয়া আপনি নিজে নিজেই মরছেন।

রাণী : এখন নয়। আমার আছে পার্থেননের কুমারী, র‍্যাঁসের দরজার দেবদূত, ভালেরির কলাম, মুসে, শপ্যাঁ, ভ্যাঁস দ্যাঁদি, ফরাসী রান্না, ত্রিয়োলিয় গান,

অজ্ঞাত সৈন্য, কার্তেজির মতবাদ, ল্যানোত্রের ফরমান, কর্কালিকো, ব্রোয়ে, একটু ন্যাকামীর ছোঁয়া, জারদ্যাঁ দ্যকুরে……

রাজসভার সবাই : মহাশয়া, আমরা এখানে।

রাণী : আঃ আপনারা আমায় শান্তি দিলেন। ভাবছিলাম যে আমি পরিত্যক্ত, তাতেই আমার কষ্ট হচ্ছিল।

জজ : মোটেই ভয় করবেন না, আমাদের আইন আছে।

যাজক : [রাণীর দিকে ঘুরে] ধৈর্য ধরুন, ওরা যাতে আনন্দ পাচ্ছে সেই যন্ত্রণার মধ্যে আমরা মোটে কয়েক মিনিট হল প্রবেশ করেছি। ওদের কাছে গম্ভীর ভাব দেখান। ওদের খুশি করবার জন্য আমরা মরতে যাচ্ছি।

রাণী : একটু তাড়াতাড়ি করা যায় না ? আমি ক্লান্ত আর ওদের গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

যাজক : অসম্ভব, ওরা প্রতিটি ডিটেল ভেবে রেখেছে, ক্ষমতা অনুযায়ী নয় বরং আমাদের অক্ষমতা অনুযায়ী।

রাণী : [মরণাপন্ন গলায়] আমরা এখনও বড্ডো জীবন্ত, তাই না ? অথচ আমার সমস্ত রক্ত চলে যাচ্ছে।

[এই সময় আরশিবাল্দ, দিউফ, নেজ ও বোবো আবার ফিরে এসে ভিলাজের কাছে যায়।]

আরশিবাল্দ : ভিলাজ, শেষ বারের মতো আপনাকে মিনতি করছি……

ভিলাজ : শেষ বারের মতো ? আজ সন্ধ্যায় ? [হঠাৎ স্থির করে ফেলে] আমি রাজী। আজ সন্ধ্যায়, শেষ বারের মতো। কিন্তু আমায় সাহায্য করতে হবে। তোমরা আমায় সাহায্য করবে ত' ? আমায় উত্তেজিত হতে, আমায় উত্তেজিত করবে ত' ?

নেজ : প্রথমে আমি, কারণ আপনার ভীরুতায় আমি ক্লান্ত।

ভিলাজ : [শবাধারটা দেখিয়ে] আমিই ওকে মেরেছি আর আপনারা আমায় ভীরু বলছেন ?

নেজ : তার জন্য আপনাকে দাম দিতে হয়েছে।

ভিলাজ : আপনি তার কি জানেন ? আপনি বাগানে লুকিয়ে ছিলেন, ঝোপের নিচ থেকে আপনি আমার আওয়াজ শুনছিলেন। আপনি, আপনি আমার দ্বিধাটা কি দেখতে পাচ্ছিলেন ? সন্ধ্যায় আলোছায়ার মধ্যে আপনি যখন ফুল চিবোচ্ছিলেন, তখন আমি নিষ্কম্প হাতে ওকে জবাই করছিলাম।

নেজ : হ্যাঁ, কিন্তু তারপর থেকে ওর সম্পর্কে কথা বলছেন কোমল ভাবে।

ভিলাজ : ওর সম্পর্কে নয়, আমার আচরণ সম্পর্কে।

নেজ : মিথ্যা কথা বলছেন।

ভিলাজ : আপনি আমায় ভালোবাসেন!

[এরপর থেকে সবাই এক ধরণের ছটফট শুরু করবে যেটা ক্রমশ বিকার-গ্রস্তের মতো হয়ে উঠবে।]

নেজ : আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। আপনি যখন ওর সম্পর্কে কথা বলেন তখন আপনার মোটা ঠোঁটে, আপনার অসুস্থ চোখে এমন কোমলতা এমন এক তীব্র বেদনা দেখি যে, তাদের মধ্যে মূর্তিমান করুণ বিপদকে দেখতে পাই। তার খাটো নীল পোশাকটার বিবরণ আমাকে দেবার সময় যে ভঙ্গি সেটা নয়, তার মুখ ও দাঁতের বিবরণ দেবার সময় আপনার যে রাগ সেটাও নয়, তার রং করা চোখের পাতার কথা বলবার সময় ছুরিটার বিরুদ্ধে মাংসের প্রতিরোধের, কার্পেটের ওপর তার দেহের পতনটা দেখাবার সময় আপনার গা গুলোনো……

ভিলাজ : মিথ্যাবাদী!

নেজ : তার ফ্যাকাশে রংয়ের কথা ভেবে আমাদের দৈন্য, আপনার পুলিশের ভয়টাও নয়, তার পায়ের গোছটা আঁকতে আঁকতে আপনি গভীর প্রেমের আবৃত্তি করতেন। উবাঙ্গি না ট্যাঙ্গানাইকা, দূরের কোনো এক দেশ থেকে এসেছেন, একটা বিরাট প্রেম সবে এখানে মরেছে, সাদা পায়ের গোছ চাটবার জন্য। আপনি ছিলেন প্রেমিক নিগ্রো। ঔপনিবেশিকদের সার্জেণ্টের মতো।

[সে ক্লান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, বোবো ও আরশিবাল্‌দ তাকে তোলে। বোবো তার গালে চড় মারে।]

বোবো : [যেন নেজ বমি করছে এই ভাবে তার মাথাটা ধ'রে] ব'লে চলুন। নিজেকে খালি করুন! নিজেকে খালি করুন!

[ভিলাজ ক্রমশ রেগে উঠছে।]

নেজ : [যেন অন্যান্য অপমানের কথা ভেবে হেঁচকি তুলে সেগুলোকে বমি করছে] দিব্যি করুন! অন্যেরা পরিবার, শহর, দেশের নাম বদলে দেবতা বদলায়, তেমনি আপনিও গায়ের রং বদলে ঐ সব পেতে যে চেষ্টা করেননি, তা দিব্যি করে বলুন। কিন্তু রাজকীয় সাদার কথা ভাবতে না পেরে আপনি গায়ের রং চেয়েছেন সবুজ : আপনার সেটা রয়ে গেছে।

ভিলাজ : [যেন খোঁচা খেয়ে] আপনি তার কিছুই বোঝেন না। তাকে আমার প্রেমে পড়াবার জন্য, তাকে আকর্ষণ করবার জন্য আমায় 'বিয়ের রাতে ওড়া' নাচটা নাচতে হয়েছিল। আমার পতঙ্গের ডানা তাল রাখছিল। শেষে ক্লান্ত হয়ে আমি মরে গেছি। আমার পরিত্যক্ত দেহ হয়ত বা কবরস্থ হয়েছে যখন নাচের ফাঁকে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম—বা যখন নাচছিলাম, তার আমি কিছুই জানি না!

নেজ : তার মানে স্বীকার করছ!

ভিলাজ : কিছুই না। শুধু জানি যে তাকে খুন করেছি, কারণ সে ওখানে [শবাধারটা দেখায়]। শুধু এটুকুই জানি যে, একদিন সন্ধ্যায় সাদা শিকার করবার জন্য রাস্তায় নেমে আমি তাকে মেরেছি, যাকে তোমাদের কাছে এনে দিয়েছি।

[সবাই মাথা ঘোরায় : রাণীর মতো মাদাম ফেলিসিতে তার সিংহাসন থেকে নেমে আসে। শবাধারটার কাছে গিয়ে নিচু হয়ে সেটার চাদরের তলায় কিছু শস্য দিয়ে দেয়।]

বোবো : এর মধ্যেই!

ফেলিসিতে : ওকে জোর করে খাওয়াচ্ছি না। কিন্তু ও শুকিয়ে মারা না গেলেই ভালো।

দিউফ : ও কি খায় ? চাল ?

ফেলিসিতে : গম।

[নিস্তব্ধতা, ফেলিসিতে নিজের জায়গায় ফিরে যায়।]

বোবো : আরে, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, শ্রী দিউফকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। দেখুন ও কেমন স্বস্তি ফিরে পেয়েছে, দিব্যি গেলে বলছি, ও স্বস্তিতে অধিষ্ঠিত হচ্ছে।

দিউফ : [ভয় পেয়ে] মাদাম……

বোবো : কি, মাদাম ? আপনি, মাদাম। ওর চোখ চকচক করছে : ও কি ইতিমধ্যেই ওর দামী কলার কাটা পোশাকটা দেখেছে, যেটা এই নিগ্রোটা চায় ?

দিউফ : [ভয় পেয়ে] মাদাম! বোবো! আজ সন্ধ্যায় আমার আসাটাই ভুল হয়েছে। আমায় চলে যেতে দিন। ভিলাজকে নিয়েই ব্যস্ত থাকা উচিত। ওকেই রাগে লাল করতে হবে!

আরশিবাল্‌দ : ভিলাজ তার অংশটা পাবে। ওর অপরাধ ওকে ত্রাণ করবে। তা যদি ও ঘৃণায় করে থাকে···

ভিলাজ : [চিৎকার করে] তা ঘৃণাতেই। আপনাদের সন্দেহ আছে? এখানে সবাই কি পাগল হলেন? মহাশয় ও মহাশয়াগণ, বলুন, আপনারা কি পাগল? সে তার কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়েছিল।

[অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতা। সবাই যেন ভিলাজের কথা গিলছে বলে মনে হয়।]

নেজ : আপনি গোড়ায় বলেছিলেন যে সে তার সেলাই-এর কলে বসেছিল।

ভিলাজ : [বেঁকে গিয়ে] সে তার কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়েছিল।

[সবাই মন দিয়ে শোনে]

বোবো : ঠিক আছে, সে কি করছিল?

ভিলাজ : নিগ্রোরা, তোমাদের মিনতি করছি! সে দাঁড়িয়েছিল ·····

আরশিবাল্‌দ : [গম্ভীরভাবে] আমার হুকুম যে, আপনাকে শিরা পর্যন্ত কালো হতে হবে ও কালো রক্ত বহাতে হবে। যেন তাতে আফ্রিকা বয়। যেন নিগ্রোরা নিজেদের কালো করে। তারা যা হতে বাধ্য—সেই কালো রং, হলদে চোখ, গায়ের গন্ধ, নরমাংস ভক্ষণের অভ্যাসের জন্য তারা যেন পাগলামীর পর্যায়ে গোঁয়ার হয়। তারা যেন শুধু সাদাদের খেয়েই খুশি না থাকে, বরং নিজেদের মধ্যেও তার চেষ্টা করে। তারা যেন জঙ্ঘাস্থি, মালাইচাকি, পায়ের গোছ, মোটা ঠোঁট ইত্যাদি রান্না করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে— কি বলি —অজ্ঞাত চাটনি, হেঁচকি, ঢেঁকুর, পাদ যা দম বন্ধ করা জ্যাজ, ছবি, একটা হিংস্র নাচকে ফাঁপিয়ে তুলবে। নিগ্রোরা, আমাদের সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন কারুর যদি হয়, তাহলে তা যেন ভয় থেকে হয়। [দিউফকে] আর আপনি, মহান ভাইকার, কার জন্য খৃষ্ট ক্রুশের ওপর মরেছেন সেটা আপনাকে ঠিক করতে হবে। [ভিলাজকে] আর আপনাকে আপনার ভ্যানতাড়া চালিয়ে যেতে হবে। তাহলে, সে তার কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। আর কি করছিল? সে কি বলেছিল? আর আপনি আমাদের জন্য কি করেছেন?

ভিলাজ : [আরশিবাল্‌দকে দেখিয়ে] ও ঐখানে ছিল, যেখানে আপনি।

আরশিবাল্‌দ : [পিছিয়ে গিয়ে] না না, আমি না।

ভিলাজ : [শবাধারের সামনে নাচতে নাচতে] তাহলে কে? [কেউ উত্তর দেয় না] তাহলে? আপনারা কি চান যে শবাধারটা খুলে ঐ মৃত মহিলার

সঙ্গে তাই করব যা তার জীবিত অবস্থায় তার সঙ্গে করেছি? আপনারা ভালো করেই জানেন যে, এর একটা অভিনয় আমায় করতে হবে। একজন মূক অভিনেতা আমার দরকার। আজ সন্ধ্যায় অভিনয়কে শেষ-সীমায় নিয়ে যাব। আমি সম-প্রাধান্যে অভিনয় করব। কে আমায় সাহায্য করবে? কে? যে কেউ হলেই হবে, কিছু আসবে যাবে না। সবাই জানে যে সাদারা দু'জন নিগ্রোর মধ্যে পার্থক্যটা ধরতে পারে না।

[সবাই ফেলিসিতের দিকে তাকায়—সে ইতস্তত করে, তারপর সোজা হয়ে শেষে বলে]

ফেলিসিতে : শ্রী···সাম্বা গ্রাহাম দিউফ। আপনি।

দিউফ : [ভীত] কিন্তু মাদাম ·····

ফেলিসিতে : আজ সন্ধ্যায় আপনি মৃত মহিলা। জায়গায় যান।

[গম্ভীরভাবে আস্তে আস্তে যে যার জায়গায় দাঁড়ায়। দিউফ শবাধারের সামনে দর্শকদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে।]

ফেলিসিতে : [বসতে বসতে] সামগ্রীগুলো নিয়ে এস।

[বোবো ডানদিকের উইংস থেকে টিপয় নিয়ে আসে, তার ওপর একটা সোনালী পরচুলা; পিচবোর্ডের তৈরি হাসিমুখো ভারি গালওয়ালা সাদা মুখোশ; আধবোনা গোলাপী সোয়েটার ও দুটো উলের বল; একটা বড় সেফটিপিন আর কয়েকটা সাদা দস্তানা নিয়ে আসে।]

ফেলিসিতে : শ্রী দিউফ, শপথটা বলুন। আশা করি পদ্ধতিটা আপনার জানা আছে।

দিউফ : [দর্শকদের দিকে মুখ করে] আমি সাম্বা গ্রাহাম দিউফ, ওবাঙ্গি-সারির জলায় জাত, দুঃখের সঙ্গে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমার ভয় করছে না। দরজাটা খুললেই আমি প্রবেশ করব, আমার জন্য যে মৃত্যু আপনারা রচনা করেছেন তার মধ্যে অবতরণ করব।

ফেলিসিতে : বেশ, বিদায়টা শুরু করা যাক।

[দিউফ শবাধারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, অন্যান্যেরা সারিবদ্ধ হয়ে বাঁদিকে দাঁড়ায় ও আস্তে পিছনে হাঁটতে থাকে এবং ছেলেরা পকেট থেকে ও মেয়েরা বুকের মধ্য থেকে রুমাল বার করে আস্তে আস্তে নাড়তে থাকে, তারা এই ভাবে পেছনে হেঁটে শবাধারের পেছনে চলে যাচ্ছে এবং দিউফ দর্শকদের দিকে মুখ করে তাদের ধন্যবাদ দেবার জন্য ক্রমাগত অভিবাদন করে যাচ্ছে। তারা

গুনগুন করে এক ধরনের ঘুমপাড়ানী গান গাইছে।]

সবাই গায় : শিস দাও মিষ্টি দোয়েল শিস দাও
নিগ্রোর সন্তান ক্ষুদ্রকায় ঈগলেরা ডুবে যাও
এবং সাঁতার কাটো জলে
পাখালির ছলে,
দ্বীপগুলোর পাখি।
কিন্তু, ওহে সুন্দর দুষ্টুরা, আছে হাঙরের ফাঁকি
ঢেউয়ে ঢেউয়ে—থেকো সাবধানে।
নীলের ওপর লাল ছোপ-ছোপ চুমো
আরো, আরো ডোবো ও ঘুমোও
দৃশ্যাতীত ঘাসের বাগানে
আমার সান্ত্বনা শুধু দীর্ঘশ্বাসে ডুবে যেতে জানে।*

দিউফ : আপনাদের গানটা খুব সুন্দর এবং আপনাদের দুঃখ আমায় গৌরবান্বিত করে। এক নতুন জগতে আমি প্রথম পদক্ষেপ করতে যাচ্ছি। যদি আবার উঠে আসি ত বলব সেখানে কি হচ্ছে। কালো মহান দেশ তোমায় বিদায় জানাই। [অভিবাদন করে।]

আরশিবাল্‌দ : হুঁ, এখন ঠিক করে মুখোশ পরো।

দিউফ : [খুঁতখুঁত করে] আপনি কি নিশ্চিত যে সাজ ছাড়া, হবে না? আপনার চারদিকে চেয়ে দেখুন। অনেক কিছু ছাড়াই চলে যায়—নুন, তামাক, পাতাল রেল, নারী, এমন কি বিনা বাতাসায় ব্যাপটিজম আর ডিম ছাড়া ওমলেট।

আরশিবাল্‌দ : আমি বলেছি : সেটা হবে। সামগ্রীগুলি ছাড়া চলবে না।

[সবাই সাবধানে দিউফকে পরচুলা, দস্তানা ও মুখোশ পরায়, দিউফ বোনাটা নেয়।—এর মধ্যে ভিলাজ ছটফট করে।]

আরশিবাল্‌দ : [ভিলাজকে] আপনার কথা শুনতে আমরা তৈরি……

ভিলাজ : [যেন ভালো করে দেখবার জন্য একটু পিছিয়ে যায়] আপনারা জানেন যে কাজের পর এক গেলাস পানের জন্য ঢুকেছিলাম……

বোবো : দাঁড়াও! তুমি বড্ডো ফ্যাকাশে।

---

* কবি শ্রীঅনন্ত রায় পদ্যরূপ দিয়েছেন।

[তাড়াতাড়ি কালির বাক্সটা এনে ভিলাজের হাতে ও মুখে কালি লাগিয়ে থুতু দিয়ে ঘসে।]

বোবো : যদি এখনও দাঁত কিড়মিড় না করে।

ভিলাজ : আচ্ছা, সে ওখানে ছিল…[হঠাৎ থেমে যায়, যেন ভাবছে] আপনারা নিশ্চিত যে শেষ পর্যন্ত গিয়ে লাভ হবে ?

নেজ : একটু আগেই আমায় অপমান করতে দ্বিধা করছিলেন, আর এখন একজন মৃতো সাদাকে মারতে ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না ?

বোবো : নেজ ঠিক বলেছে, আর সর্বদাই ও ঠিক কথা বলে। আপনার দ্বিধা আমাদের বিরক্ত করছে। আমরা অধীরতায় ছটফট করছি।

আরশিবাল্দ : [রেগে] কথাটা ফিরিয়ে নিন। এটা একটা অনুষ্ঠান, সমষ্টি-গত হিস্টিরিয়ার বৈঠক নয়।

বোবো : [দর্শকদের] ক্ষমা করবেন মহাশয়ারা। মহাশয়রা ক্ষমা করবেন।

ভিলাজ : আচ্ছা সে ওখানে ছিল · কিন্তু নিগ্রোরা, গালাগালগুলোর কথা ভুল হয়ে গেছে।

[সবাই সবার দিকে তাকায়]

আরশিবাল্দ : ঠিক, ও ঠিকই বলেছে। ভ্যার্তু, এটা আপনার কাজ। ওগুলোকে চড়া, পরিষ্কার ও সোজা করে বাজান।

[গির্জায় যেভাবে কুমারী মাতার স্তব করা হয় তেমনি ভাবে ভ্যার্তু একটি স্তব আবৃত্তি করে, দিউফের সামনে ঝুঁকে।]

ভ্যার্তু : শিঙ্গার আওয়াজের মতো ফ্যাকাশে,
ন্যাবা রোগীর পোঁদ দিয়ে যা বেরোয়
তার মতো ফ্যাকাশে।
গোখরোর পেটের মতো ফ্যাকাশে
ওদের ফাঁসির আসামির মতো ফ্যাকাশে
যে ঈশ্বরকে ওরা সকালে কড়মড় করে চিবোয়
তার মতো ফ্যাকাশে,
অন্ধকারে ছুরির মতো ফ্যাকাশে,
ফ্যাকাশে · বাদে : ইংরেজ, জর্মন আর বেলজ, যারা লাল…
ঈর্ষার মতো ফ্যাকাশে
আমি তোমায় সেলাম করি ফ্যাকাশে।

[ভ্যাতুর্ সরে যায়, নেজ তার জায়গাটা নেয় এবং দিউফকে সেলাম ক'রে শুরু করে।]

নেজ : আমিও তোমায় সেলাম করি, গজদন্তের মিনার স্বর্গের দরজা, শুধুমাত্র ঢোকার সুইংডোর, রাজকীয় ও দুর্গন্ধময় নিগ্রো। কিন্তু আপনি কি ফ্যাকাশে! কোন্ কুগ্রহ আপনাকে তছনছ করছে? ক্যামেলিয়ার কুমারীর নামে আজ সন্ধ্যায় কি আপনি দিব্য গালবেন? আশ্চর্যকর, যে কুগ্রহ আপনাকে ক্রমশ সাদা করে একেবারে সাদায় পরিণত করতে যাচ্ছে? [হাসিতে ফেটে পড়ে] কিন্তু আপনার কালো সুতির মোজার ওপর কি গড়িয়ে পড়ছে? প্রভু যীশু, তাহলে এটা সত্যি যে ফাঁদে পড়া সাদার মুখোশের আড়ালে একটা নিগ্রো ভয়ে কাঁপছে? [সে পিছিয়ে এসে বোবোকে বলে] তোমার পালা।

বোবো : আমাদের দুজনের। [সে স্কার্টটা তুলে অশ্লীল নাচ নাচে]

আরশিবাল্দ : বেশ ভিলাজ, তোমার পালা।

ভিলাজ : জানি না পারব কি না···

আরশিবাল্দ : [ভীষণ রেগে] কি? আবার সুর পাল্টাচ্ছেন? কার সঙ্গে কথা বলছেন? এটা নাট্যশালা, বাজার নয়, নাট্যশালা ও নাটক ও অপরাধ······

ভিলাজ : [হঠাৎ উন্মত্তের মতো, যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত দিয়ে সবাইকে সরিয়ে দেবার ভঙ্গি করে] আপনারা সরে যান। আমি ঢুকছি। [পিছিয়ে গিয়ে এগিয়ে যায়] আমি ঢুকছি, আর ফাটছি, কষ্ট করে কারুর রিভলবারের বেল্ট বইছি, নিজেকে নিয়ে যাচ্ছি। নিজের চারদিকে একটু দেখে নিচ্ছি···

বোবো : মিথ্যে কথা। ভণ্ড, আপনি খুবই সাবধানে ঢুকেছেন।

ভিলাজ : [আবার শুরু করে] ঢুকলাম, আস্তে আস্তে এগোলাম। একবার চট করে চোখ বুলিয়ে নিলাম। বাঁদিক, ডানদিক দেখলাম, "নমস্কার মাদাম।" [সে দিউফকে অভিবাদন করে, দিউফ হাতে বোনা নিয়ে প্রত্যাভিবাদন করে] নমস্কার, আজ গরম নেই। [মুখোশ কি বলছে তা শোনবার জন্য সবাই কান পাতে, সে চুপ করে থাকে কিন্তু মনে হয় যেন কিছু বলল, কারণ অভিনেতারা সুরে বাঁধা হাসি হাসতে হাসতে পিছিয়ে আসে।] গরম নেই। আমি একসময় ঢুকলাম। এ সাহস আমার হয়েছিল। অন্তত এখানে বেশ আরাম হচ্ছে। আপনি একটা বালাক্লাভা বুনছেন? গোলাপী?

আলোটা খুব নরম, আপনার সুন্দর মুখে এটা বেশ মানাচ্ছে। হ্যাঁ এক গেলাস রাম খাব। একটু খাব। [অন্য সুরে নিগ্রোদের] স্বরটা ঠিক আছে ত ?

সবাই রুদ্ধশ্বাসে : হ্যাঁ।

ভিলাজ : চাঁদ—কারণ প্রায় রাত হয়ে গিয়েছিল—উঠেছিল, চতুর ভাবে, কীট-পতঙ্গে ভরা একটা দৃশ্যের ওপর। সেটা একটা বহুদূরের দেশ কিন্তু আমার সমস্ত দেহ আপনার কাছে তা আবৃত্তি করতে পারে। আমার উরুর গান শুনুন! শুনুন! [হঠাৎ থেমে হাতে বোনা মুখোশটার দিকে দেখিয়ে বলে] আরে, ওর স্কার্ট নেই! এটা কি একটা সাজ হয়েছে ? ওকে স্কার্ট তৈরি না করে দিলে, আবৃত্তি থামিয়ে দেব।

আরশিবাল্দ : নেজ তোমার শালটা ··

নেজ : জর্জেটেরটা ? পায়ে জড়িয়ে গিয়ে ছিঁড়ে যাবে।

আরশিবাল্দ : তাহলে, ওকে দেবার মতো কারোর কিছু নেই ?

[হঠাৎ ফেলিসিতে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের স্কার্টটা খুলে দিউফের দিকে ছুঁড়ে দেয়।]

ফেলিসিতে : পরে ফেল। ওটাতে তোমার বুকটা ঢাকা পড়বে।

ভিলাজ : একটু আগে থেকে শুরু করছি · চাঁদ···

বোবো : মোটেই না, ওটা বলা হয়ে গেছে।

ভিলাজ : [মেনে নিয়ে] বেশ। বলে চলি। আমার উরুকে গান করতে শুনুন, কারণ···[যথেষ্ট সময় যায়, যেন ভিলাজ কোনো একটা গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করতে চলেছে এমন ভাব করে] কারণ আমার উরুগুলো ওকে মুগ্ধ করত। [চালিয়াতের ভঙ্গিতে] ওকে জিজ্ঞাসা কর। [নিগ্রোরা মুখোশের কাছে যায়, তার কানে কানে কিছু বলে; মুখোশ স্তব্ধ থাকে কিন্তু নিগ্রোরা সুরে বাঁধা হাসি হেসে ওঠে।] দেখলেন! এমনকি এ নিয়ে গর্ব করবার সাহস পর্যন্ত ওর আছে। [একটু সময় যায়] এতেই হবে না, মজাও চাই! মাচার ওপর ওর মাকে যেখানে শোয়ানো হয়েছিল সেখান থেকে সন্ধ্যাবেলার ওষুধের জন্য ওর মার ওকে ডাকাটা শুনছিলাম। [অল্প সময় যায়, ফেলিসিতেকে] বেশ, এবার তোমার পালা, মা হও।

ফেলিসিতে : [ওপর দিকে চোখ তুলে খিটখিটে রোগীর স্বর নকল করে] ম-া-রি! ম-া-রি! আমার বার্লি খাবার সময় হয়েছে! এখন ভগবানের

নাম করবার সময়।

[মুখোশটা যেন স্বরটার দিকে এগোবে বলে মনে হয়, সে ফেলিসিতের দিকে দু'এক পা এগোয়. কিন্তু ধীর ও কঠোরভাবে ভিলাজ তার পথ আটকায়।]

ভিলাজ : [মেয়েদের গলা নকল করে] হ্যাঁ মা, এই যাচ্ছি। জল চড়িয়েছি। আরও দু একটা চাদর ইস্তিরী করেই তোমার বার্লি নিয়ে যাচ্ছি। [মুখোশকে] মিষ্টি মেয়ে আস্তে। বুড়ি ডাইনীটাকে পাত্তা দিও না। যেমন আমি দিচ্ছি না। ওর জীবন হয়ে এসেছে। বার্লি খেতে না চায় তো মরুক। যদি তুমি জল গরম করে থাকো তো ভালো, মজা করবার পর কাজে লাগবে। কি, কি হলো……

ফেলিসিতে : ম-া-রি ·! ভালো মেয়ে, এখন বার্লি খাবার সময় হয়েছে। উনি যখন জজ ছিলেন তখন রোজ এই সময় আমায় বার্লি এনে দিতেন—এই গোধূলীর সময়। এই মাচায় আমায় একলা ফেলে রাখিসনি। [একটু সময় যায়] আর সা-ব-ধান ময়রাণী আসছে।

আরশিবান্দ : [উইংসের দিকে বোবাকে ঠেলে দেয়] এবার আপনার পালা, ঢুকুন।

[বোবো উইংস পর্যন্ত সরে গিয়েছিল, সে যেন শবযাত্রায় চলেছে এমন ভঙ্গীতে এগোয়।]

বোবো : [পড়ুশীনীর ভঙ্গীতে] মারি, ভালো। আপনি নেই? উফ কি অন্ধকার, আমাদের দরোয়ান যেমন খিস্তি করে বলে, নিগ্রোর পোঁদের গলির মতো অন্ধকার। আঃ! ক্ষমা করবেন, একজন কালোর ভদ্র হওয়া উচিত। [একটু সময় যায়] আরে, আপনি ক্যাশ মেলাচ্ছেন? আচ্ছা ঠিক আছে, কাল আসব'খন এ যে কি কাজ তা আমি বুঝি। ব্যাপারটা জানি। আচ্ছা চলি। গুড ইভিনিং শ্রীমতী মারি।

[সে চলে যাওয়ার ভান করে, কিন্তু মঞ্চে থাকবে, উইংসের কাছে, বাইরের দিকে তাকিয়ে চলে যাবার ভঙ্গিতে স্তব্ধ।]

ভিলাজ : [গম্ভীর বর্ণনার সুরটা আবার নেয়] আচ্ছা তার মানে আমি অন্ধকারের মধ্যে মিশে ছিলাম। আর তাকে ফিসফিস করে বলছিলাম : আমার উরুগুলোর গান শোনো। শোনো! [সে প্যান্টের নিচে উরু দুটোকে ফোলায়] এই শব্দ, এটা প্যান্থার আর বাঘের প্রেম-গুঞ্জন। ওরা বেঁকছে? আমার চিতা বাঘগুলো আড়মোড়া ভাঙছে। যদি বোতাম

খুলি তাহলে, এটা হয়ে যাবে বিশাল সম্রাজ্ঞাগুলোর একটা ঈগল যা আমাদের তুষার থেকে তোমাদের পিরেনিজের তুষার পর্যন্ত গলিয়ে দেবে। কিন্তু···বোতাম খুলতে চাই না। আগুন জ্বলে উঠছে। আমাদের শুকনো আঙুলের নিচে, জয়ঢাকগুলো······

[সবাই, এমনকি রাজসভা এবং বোবো উইংসের পাশে বাইরের দিকে তাকিয়ে নাচতে থাকে। সবাই আস্তে আস্তে হাততালি দিতে থাকে শুধু মুখোশ অনড় থাকে।] তারপর, পরিষ্কার করা জায়গাটায় নাচ হচ্ছিল। [নিগ্রোদের দিকে ফিরে] কারণ ওকে সম্মোহিত করাটায় প্রয়োজন ছিল, তাই না। অর্থাৎ আমার লক্ষ্যটা ছিল যে ওকে আস্তে আস্তে শোবার ঘরে টেনে আনা। দোকানের দরজাটা রাস্তার দিকে ছিল, ওপরে বুড়ি ডাইনীটা মরছিল······

ফেলিসিতে : [বুড়ির অনুকরণে বার্লি ! বা-র-লি ! প্রার্থনা ! প্রা-র-থ-না ! তোমার প্রার্থনার সময় হয়েছে ! ভুলো না !

ভিলাজ : [ভীষণ উত্যক্ত] মাগী ডোবাবে। [পরের সংলাপটা সে মেয়েলী গলায় বলে আর একটা মাত্র বাক্য গুছোনো বাকি আছে, সেটা শেষ করেই আসছি মা। [বর্ণনার গম্ভীর স্বরে] আমি দ্বিতীয় রামের গেলাস চাইলাম। এ্যালকোহল আমার প্রতিভাকে উজ্জ্বল করল। যেমন বলা হয়, ডানায় খোঁচা খেলাম। আমাদের যোদ্ধাদের সমস্ত জাঁকজমক, আমাদের রোগ, কুমীর, নারীযোদ্ধা, কুঁড়েঘর, শিকার, চরিত্র, তুলো, এমনকি আমাদের কুষ্ঠ-রোগী থেকে শুরু করে হাজার হাজার কিশোর যারা ধুলোর মধ্যে মরে তাদের পর্যন্ত আমার চোখে ভাসালাম, দাঁতের ওপরে আমাদের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ছিপগুলোকে ভাসাচ্ছিলাম ; যেন ট্যাঙ্গো নাচতে যাচ্ছি একটা হাত পকেটে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বললাম, "বাইরেটা বেশ ঠাণ্ডা।" সে উত্তর দিল। [ঠিক আগের মতোই মুখোশ কিছু বলল না। কিন্তু সবাই যেন কিছু শুনে সুরে বাঁধা হাসি হেসে পিছিয়ে এল]···হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। সাবধান হওয়া উচিত। এখানে সবাই বড্ডো বলাবলি করে···

বোবো : [ফিরে এসে দোকানে ঢোকার ভঙ্গি করে] এখনো আলো জ্বালেন নি ? অন্ধকারে কাজ করে চোখটা নষ্ট করবেন দেখছি। [একটু সময় যায়] রাস্তায় কার শিস শুনতে পাচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনার স্বামী। আচ্ছা মারি চলি। [আগের মতোই ভঙ্গি। ভিলাজ, ধরা পড়ে যাবার ভয়ে ভীত এমন ভাব করে।]

ভিলাজ : [বর্ণনার স্বরে] সাবধানতা কখনই ক্ষতি করে না : সূর্যরা পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে······

ফেলিসিতে : ম-া-রি । ব-া-র-লি । খুকী অন্ধকারে-সাবধান । রাতে কিছুই বোঝা যায় না, আর বুড়ি মাকে বার্লি দিতে ভুল হয়ে যায় । [একটু সময় যায়] তোমার বোন সুজানকে ঘরে আসতে বল ।

ভিলাজ : [মেয়েদের গলায়] সুজান ! সুজান ! তুমি কোথায় ?

নেজ : [ছুটে গিয়ে শবাধারের পেছনে লুকায়] এই যে, এইত আমি । বাগানে ।

ভিলাজ : [মনে হয় যেন মুখোশটা শবাধারের দিকে এগোতে যাচ্ছে, ভিলাজ তাকে আটকে মেয়েদের গলায় বলে] তুমি বাগানে একা নাকি ?

যাজক : [আরশিবাল্দকে] তোমার পালা । [আরশিবাল্দ ছুটে বাঁ দিকের উইংস পর্যন্ত ছুটে যায় । সেখান থেকে যেন শিস দিতে দিতে এগোচ্ছে বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে সে সেখানেই থাকে, হাঁটার ভঙ্গি করে ।]

নেজ : আমি একা । ঘুঁটি খেলছ ।

ভিলাজ : [মেয়েদের গলায়] বজ্জাত ছোঁড়াদের থেকে সাবধান । যবে থেকে গিনির পাইলটদের রিক্রুট করা হয়েছে তবে থেকে দেশে অশান্তি শুরু হয়েছে ।

নেজের গলা : পাইলট ! গিনিতে !

ভিলাজ : [বর্ণনার স্বরে] গিনিতে, খচ্চর !···সূর্যরা পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে ঈগলরা গলে যাচ্ছে·· জানলাটা বন্ধ করা যাক । যারা বুঝতে চায় না ও তাদের মতো ভাব করল। ভদ্রতা করে আমিই জানলাটা বন্ধ করলাম । শহরে তুষার পড়ছিল ।

ভ্যার্তু : [পাগলের মতো তার দিকে ছুটে গিয়ে] আর বোলো না ।

বোবো : [বেরিয়ে যাবার ভঙ্গিতে স্তব্ধ কিন্তু মুখটা ঘুরিয়ে] আরে দেখ, ও কেমন করছে । ফেনা বার করছে । ধোঁয়া ছাড়ছে ! এটা মরিচিকা !

ভ্যার্তু : ভিলাজ, তোমায় থামতে বলছি ।

ভিলাজ : [ভ্যার্তুর দিকে চেয়ে] তোমার নীল চোখের স্বচ্ছতা, চোখের কোণে ঝলমল করা এই অশ্রু, তোমার স্বর্গীয় বুক···

ভ্যার্তু : তুমি প্রলাপ বকছ, কাকে বলছ ?

ভিলাজ : [ভ্যার্তুর দিকে চেয়ে] তোমায় ভালোবাসি, আর সহ্য করতে পারছি না ।

ভ্যার্ত্‌ : [চিৎকার করে] ভিলাজ !

নেজ : [শুধু সংলাপটি বলতে যত সময় লাগে ততোটুকু সময়ের জন্য শবাধারের পেছন থেকে মাথাটা তুলে] কিন্তু সখি, আপনার সম্পর্কে বলা হচ্ছে না, আপনি তা বুঝেছেন আশা করি ?

ভিলাজ : [আস্তে আস্তে মুখোশের দিকে ফেরে, মুখোশ কিন্তু যান্ত্রিকভাবে বুনে চলেছে] আপনার পায়ের গোড়ালী যার রং রজনীগন্ধার মতো, রং করা পায়ের আঙুল সিমেন্টের ওপর বিচরণ করে · ···

ভ্যার্ত্‌ : তুমি ওটা আগেই বলেছ, চুপ কর।

আরশিবাল্‌দ : [তার শিস দেওয়ার ও হাঁটার ভঙ্গিটা থামিয়ে রাগত মুখে বলে] নিগ্রোরা, আমার রাগ হয়ে যাচ্ছে। হয় এই অভিনয় আমরা চালাব না হয় চলে যাব।

ভিলাজ : [অবিচলিত ভাবে, মুখোশের দিকে আরও ভালো ভাবে ঘুরে] আপনার সবচেয়ে কোমল নড়াচড়াগুলি আপনাকে এত সুন্দর মানায় যে, আমি যখন আপনার কাঁধে চড়ি তখন মনে হয় যে আপনি হাওয়ায় উড়ছেন। আপনার চোখের কাজল আমায় আহত করে। আপনি যখন চলে যাবেন, মাদাম···যান। [দর্শককে] কারণ উনি আসছিলেন না, উনি যাচ্ছিলেন, উনি ওঁর শোবার ঘরে যাচ্ছিলেন······

ফেলিসিতে : [বুড়ির গলায়] আমার বার্লি আর প্রার্থনা।

নেজের গলা : হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাগানে আমি একা, ফোয়ারার দুদিকে দুটো পা দিয়ে।

বোবো : [ফিরে আসার ভান করে] শুভ সন্ধ্যা মারি। ভালো করে দরজা বন্ধ করে রাখুন।

ভিলাজ : [বর্ণনার গলায়] ওর শোবার ঘরে, অনুসরণ করে সেখানে গিয়েছিলাম, ওকে গলা টিপে মারবার জন্য। [মুখোশকে] এগো, কুত্তী। পা ধুতে যা। [দর্শককে] তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছিল; ওর বিয়ে করা বর আসছিল কি না। [মুখোশ চলতে যাচ্ছিল] দাঁড়া ! [দর্শককে] তার আগে আপনাদের দেখাই যে বন্দী আর বশ মানানো ওর থেকে কী বার করতে পেরেছিলাম······

জজ : কিন্তু এই অপরাধে ভ্যার্ত্‌র কী ভূমিকা ?

[আরশিবাল্‌দ ও বোবো মুখ ঘুরিয়ে নেয়, নেজ যেন খুবই উৎসাহিত এমনভাবে নিজের ভূমিকাটির প্রতি ইঙ্গিত করে।]

ভিলাজ : [একটু ইতস্তত করে] কোনো ভূমিকাই নেই। ওর আমার মূর্তিতে, ও কখনই আমার স্বপক্ষে অনুপস্থিত ছিল না।

[দর্শকদের] বন্দী ও বশীভূত। ওর জাতের মধ্যে ওই ছিল পটু আর নাম করা! এস, ঘিরে দাঁড়াও। [ভান করে যেন যুগপৎ দর্শক ও অনুপস্থিত নিগ্রোদের সঙ্গে কথা বলছে] বেশি কাছে নয়। এখানে। আচ্ছা ওকে দিয়ে কাজ করানো যাক। [মুখোশকে] তুমি তৈরি ?

জজ : না না, আপনি বলাই ভালো।

ভিলাজ : আপনি জোর করছেন ?

জজ : হ্যাঁ, তাই ভালো। দূরত্ব সৃষ্টি করতে ভয় পেয়ো না।

ভিলাজ : বেশ, আপনার যা মর্জি। [দর্শকদের] ও পিয়ানো বাজাতে পারে ; খুউব ভালো। যদি কেউ দয়া করে বোনাটা ধরেন। [অপেক্ষা করে যতক্ষণ না কেউ উঠে এসে মুখোশের হাত থেকে বোনাটা নেয়] [দর্শকটিকে] ধন্যবাদ ! [মুখোশকে] শার্ল গুনোর একটা সুর বাজিয়ে শোনাও।

[মুখোশ, শান্তভাবে দর্শকদের দিকে মুখ করে অদৃশ্য টুলে বসে অদৃশ্য পিয়ানো বাজায়] থামো ! [মুখোশ বাজনা বন্ধ করে, রাজসভা হাততালি দেয়।]

রাণী : [ন্যাকার মতো হাত পা নাড়াতে নাড়াতে] ভালো, ভালো, প্রায় বড্ড-বেশি ভালো। দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আমাদের সুরগুলো গান গাইবে।

ভ্যালেট : [ভিলাজকে] ও আর কী করতে পারে ?

ভিলাজ : আপনারা দেখেছেন, ও বোনে। ড্রেন পরিষ্কার করবার জন্য যে সব খুদে জমাদার আছে তাদের জন্য মাংকি ক্যাপ বোনে। রবিবার ও হার-মোনিয়াম বাজিয়ে গান করে। প্রার্থনা করে। [মুখোশকে] নিলডাউন। [সে নিলডাউন হয়] হাত জোড়, আকাশের দিকে চোখ। ঠিক আছে, প্রার্থনা করুন। [রাজসভা পরিশীলিত ভঙ্গিতে প্রার্থনা করে] আরও অনেক কিছুই ও খুব ভালো ভাবে করতে পারে। জল-রং দিয়ে ছবি আঁকে. গেলাস ধোয়।

ফেলিসিতে : [বুড়ির গলায়] মারি ! মা-র-ই ! আমার বা-র-ল-ই ! সময় হয়েছে।

ভিলাজ : [মেয়েদের গলায়] এই যাই মা। এই গেলাসগুলো ধুয়েনি ! [বর্ণনার গলায়] এমনকি একদিন সে আগুনে পুড়িয়েছিল···

রাজসভা : [যাজক ছাড়া] তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি বল।

যাজক : আচ্ছা, এই বিশ্রী ব্যাপারটা কি মনে করতে সাহস করেন ?

ভ্যালেট : [যাজককে] তারপর থেকে ওটাকে আপনি স্বর্গে তুলে রেখেছেন, না ?

রাণী : কিন্তু ওরা কী বলতে চায় ?

ভিলাজ : রাজপতাকাগুলোর মধ্যে ও যখন ঘোড়ায় চড়ে টগবগিয়ে যাচ্ছিল, তখন একদিন ওকে ধরে বন্দী করে পোড়ানো হল।

নেজ : [নিজের মাথাটা দেখিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ে] তারপর ওর দেহে টুকরোগুলো খাওয়া হল।

রাণী : [বুকফাটা চিৎকার করে] মা রক্ষা করো ! [সে কিছুক্ষণের জন্য, হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায় ; ভ্যালেট তার সঙ্গে যায়।]

ভিলাজ : সাধারণত ও যা পারে তাই করে। সময় হলে দাইকে ডেকে পাঠায়··· [বোবোকে] তোমার পালা বোবো।

বোবো : [মুখোশের কাছে গিয়ে কোমল গলায় বলে] শুয়ে পড়াই ভালো, তত কষ্ট হবে না। [মুখোশ উত্তর দেয় না] আপনার গর্ব ?···বেশ, দাঁড়িয়েই থাকুন।

[বোবো হাঁটু গেড়ে বসে মুখোশের স্কার্টের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে প্রায় ৬০ সেণ্টিমিটারের একটা পুতুল বার করে, সেটা গভর্ণরের প্রতিকৃতি।]

গভর্ণর : [রাজসভাকে] পৃথিবীতে এলাম, জুতো পরা রাজসম্মানে সজ্জিত··· বোবো আবার হাত ঢোকায় ও আর একটা পুতুল বার করে · [ভ্যালেট।]

ভ্যালেট : আমার খোমাটা এল ! ··

[বোবো আবার হাত ঢোকায় এবং জজকে বার করে।]

জজ : [বিস্মিত] আমি ?

গভর্ণর : [জজকে] ছিটকে বেরোনোটা আপনিই।

[বোবো যাজককে বার করে।]

যাজক : ভাগ্যের গতি···

রাণী : [খুব উৎসুক] ওখান থেকে আমার বেরোনো দেখতে চাই।

[বোবো রাণীর মতো পুতুল বার করে।]

রাণী : [স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে] এই দেখ ! আমার মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই

আমায় বার করেছে।

[নিগ্রোরা মঞ্চের বাঁ দিকে, যে ব্যালকনিতে রাজসভা দাঁড়িয়ে আছে তার নিচে পুতুলগুলো সাজিয়ে এক মিনিট দেখে আবৃত্তি শুরু করে।]

[রাণী আবার চলে যায়।]

নেড় : [বেরোবার ভঙ্গিতে স্থানু যেন সে ডান দিকের উইংসের মধ্যে চলে যাচ্ছে মাথাটা ঘুরিয়ে] যাইহোক ঐ বাক্সটার মধ্যে যে পচছে যে এমন উৎসবে কোনো দিনই আসতে পারত না।

[গভর্ণর বেরিয়ে যায়।]

ভিলাজ : ওর কথা বাদ দেওয়া যাক। [যে দর্শক বোনাটা ধরেছিল তাকে] ওর বোনাটা ফিরিয়ে দিন। ধন্যবাদ, আপনি যেতে পারেন। [দর্শক তার আসনে ফিরে যায়]

[মুখোশকে] এখন আবার শুরু করা যাক। আসুন মাদাম ··

[মুখোশ খুব আস্তে আস্তে ডানদিকের উইংসের দিকে হাঁটতে শুরু করে।] হাঁটুন। আজ সন্ধ্যায় আপনি রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দর চলনের অধিকারী। [দর্শককে] আপনারা বুঝতেই পারছেন যে ওর স্বামী বড্ড দেরি করছিল। সে কেবল তার স্ত্রীর পেট ফাঁসানো কিন্তু তখনও উত্তপ্ত মড়াটা দেখতে পাবে। [মুখোশকে, সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু আবার হাঁটতে শুরু করেছে] এখন কিন্তু একটা নিগ্রোকে আপনার স্কার্টে বেঁধে টানছেন না, এখন একজন দাস ব্যবসায়ী জিভ ভেঙাচ্ছে। এগোন, এগোন। আমায় এক গেলাস রাম ঘুষ দিয়েছেন বলে ভাবছেন যে···অ্যাঁ কুত্তা! আমায় আপনার লেসগুলোর কাছে টানুন·· [তারা দুজনে এগোতে থাকে, মুখোশ ভিলাজের সামনে, অতি মন্থর গতিতে উইংসের দিকে এগোতে থাবে]···আপনার স্কার্টের নিচে নিশ্চয়ই আমার চাউনির চেয়েও কোমল একটা কালো সায়া আছে···

ভ্যার্তু : [হাঁটু গেড়ে] ভিলাজ!

ভিলাজ : [মুখোশকে] তাড়াতাড়ি চলুন, আমার তাড়া আছে। দালান ধরে চলুন। ডানদিকে ঘুরুন। বেশ। আপনার ঘরের দরজাটা চেনেন ত? খুলুন। আপনি কী সুন্দর হাঁটেন, পরিচিত ও অভিজাত পাছা!

[তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠে উইংসের পেছনে চলে যাচ্ছে। কিন্তু মুখোশকে অনুসরণ করে সেখানে চলে যাবার আগে ভিলাজ পেছন ফেরে] আমাকে অনুসরণ করা হচ্ছে? [নিগ্রোদের] তোমরা আমায় অনুসরণ করছ তো?

[আরশিবালুদ, বোবো ও নেজ—ভ্যাতুর্ যেখানে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে হাতে ও পায়ে আস্তে আস্তে তাল দেয়] যদি বেশিদূর চলে যাই তাহলে আমায় থামিও।

[গভর্ণর প্রবেশ করে]

জজ : রাণী কী করছেন ?

গভর্ণর : তিনি কাঁদছেন। চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে কিন্তু তাকে উর্বরা করতে পারছে না, কারণ তা গরম ও নোনা জল।

যাজক : ওঁর কি ধর্মের দরকার আছে ?

ভ্যালেট : আমি সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছি, যেটার দরকার সেটা আমার আছে।

সবাই : [ভিলাজকে] আমরা তোমায় সাহায্য করব। কিছুতেই ভয় পেয়ো না। এগিয়ে চল।

ভিলাজ : [অনুনয়ের ভঙ্গিতে] নিগ্রোরা বল, যদি না থামতে পারি।

সবাই : [ভ্যাতুর্ বাদে] এগিয়ে যাও !

বোবো : ওদের ভ্যালেট তোমায় উদাহরণটা দিয়েছে। সে এতক্ষণে রাণীর ঘরে।

ভিলাজ : [একটা হাঁটু মুড়ে] নিগ্রোরা, তোমাদের কাছে প্রার্থনা করছি···

বোবো : [হেসে] ঘরে ঢোকো, কুঁড়ে কোথাকার !

নেজ : [হাঁটু গেড়ে] বন্যা বহাও ! তোমার বীর্যের বন্যা, তারপর রক্তের। [জল খাবার ভঙ্গিতে হাত জড়ো করে] ভিলাজ, আমি তা পান করব, তা দিয়ে মুখ, কাঁধ, পেট ধোবো ··

ভিলাজ : [তার কাঁধে মুখোশের সাদা দস্তানা পরা হাত, মুখোশ ইতিমধ্যেই উইংসের মধ্যে চলে গেছে] বন্ধুরা, বন্ধুরা, তোমাদের কাছে সেটা চাইছি···

সবাই : [হাতে ও পায়ে তাল দিতে দিতে] ঘরে ঢোকো ! ইতিমধ্যেই ও শুয়ে পড়েছে। বোনাটা রেখে দিয়েছে। তোমার বিরাট আবলুসের দেহটাকে ডাকছে। ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়েছে। তোমায় সুস্থির করবার জন্য ও অন্ধকার করে দিয়েছে !

ভিলাজ : বন্ধুরা···

ফেলিসিতে : [হঠাৎ সোজা হয়ে] দাওমে !···দাওমে !···নিগ্রোরা আমায় বাঁচাও ! সবাই ! সাদা প্যারাসলের নিচে টিমবাকটুর ভদ্রলোকেরা আসুন। ঐখানে দাঁড়ান। সোনা আর কাদামাখা উপজাতিরা আমার দেহ থেকে·

বেরিয়ে আসুন, বেরোন। বৃষ্টি আর হাওয়ার উপজাতিরা যান। ওত-আঁপিরের রাজকুমারেরা, খালি পা আর কাঠের রেকাবের রাজকুমারেরা, তোমাদের সাজানো ঘোড়ায় চড়ে প্রবেশ কর। ঘোড়ায় চড়েই প্রবেশ কর। টগবগিয়ে। টগবগিয়ে। এইতো! এইতো! ব্যস! ঝিলের নিগ্রোরা তোমরা, যারা তীক্ষ্ম চঞ্চু দিয়ে মাছ ধর, প্রবেশ কর। ডকের, কারখানার, জ্যাজের নিগ্রোরা, রংগো কোম্পানীর নিগ্রোরা, সিগ্রোয়েন কোম্পানীর নিগ্রোরা, তোমরা অন্যরাও যারা গোলাপ ও গঙ্গাফড়িং রাখবার জন্য বেত বোনো, তোমরা সবাই প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে থাক। বিজিত ও বিজয়ী সৈন্যেরা প্রবেশ কর। ঘ্যাঁসাঘেঁসি করে দাঁড়াও। আরও। ঢালগুলো দেয়ালের গায়ে রাখ। তোমরা যারা মাথার ঘিলু চুসবার জন্য কবর থেকে মড়া তোল, তোমরাও বিনা লজ্জায় ঢোক। তোমরা, মিলিত ভাইবোনেরা, বিষাদময় অজাচারী এবং যারা চলমান, ঢোক। বর্বরেরা, বর্বরেরা এস। তোমাদের সবার বর্ণনা দিতে পারব না, এমনকি সবার নামও বলতে পারি না, না পারি তোমাদের মৃতদের, তোমাদের অস্ত্রের, তোমাদের লাঙলের নাম বলতে, কিন্তু প্রবেশ কর। আস্তে আস্তে তোমাদের সাদা পা দিয়ে হাঁট। সাদা? না, কালো, কালো বা সাদা? বা নীল? লাল, সবুজ, নীল, সাদা, লাল, সবুজ, হলদে, কী জানি, আমি কোথায়? রংগুলো আমায় নিঃশেষ করে দিচ্ছে! তুমি কি এখানে, বাঁকানো কোমর আর লম্বা থাইওয়ালা আফ্রিকা? ক্ষুব্ধা আফ্রিকা, আগুনে লোহায় পোড়ানো আফ্রিকা, লক্ষ রাজকীয় দাসের মধ্যে আফ্রিকা, উৎক্ষিপ্তা আফ্রিকা, বিপথগামিনী মহাদেশ, তুমি আছ তো? ধীরে ধীরে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছ, নিমজ্জিতদের বর্ণনা, কলোনীর যাদুঘরগুলো, পণ্ডিতদের গবেষণাগুলি, কিন্তু আজ আমি তোমাদের আবার ডাকছি এক গোপন উৎসবে অংশগ্রহণ করবার জন্য। [সে নিজের দিকে চায়] এ হল জমাট বাঁধা রাত, সংঘবদ্ধ ও মন্দ যে তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে আছে কিন্তু গন্ধ নয়। তোমরা আছ তো? আমার হুকুম ছাড়া মঞ্চ ত্যাগ ক'রো না। যেন দর্শকরা তোমাদের দেখে। প্রায় দৃশ্যমান এক তন্দ্রা তোমাদের থেকে বেরোচ্ছে, নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে ও ওদের সম্মোহিত করছে। এক্ষুনি আমরা ওদের মধ্যে অবতরণ করব। কিন্তু তার আগে···

ভিলাজ : মাদাম···

ফেলিসিতে : আগে নিগ্রোদের মধ্যে যে সবচেয়ে কাপুরুষ তাকে রাজকীয় পদ্ধতিতে আপনাদের কাছে উপস্থিত করব। তার নামটা কি বলতে হবে?

[ভিলাজকে] তাহলে চল।

ভিলাজ : [তার কাঁধে সাদা দস্তানা পরা হাতটা দেখা যাচ্ছে, কাঁপতে কাঁপতে] মাদাম...

ফেলিসিতে : এখনও যদি ও ইতস্তত করে তাহলে ও যেন মৃতের ভূমিকাটা নেয়। [ক্লান্ত হয়ে সে বসে পড়ে]

ভিলাজ ও ভ্যাতুর্ : [একসঙ্গে] না!

আরশিবাল্দ : [ভিলাজকে] ঘরে ঢুকুন!

ভিলাজ : ["ক্রুদ্ধ দিনগুলি" গানটির সুরে] মাদাম...মাদাম...

নেজ : ["ক্রুদ্ধ দিনগুলি"র সুরে] ভেতরে যান, ভেতরে যান...অমঙ্গল থেকে আমাদের মুক্তি দিন, আলেলুইয়া।

বোবো : [এখন থেকে সব সংলাপই ক্রুদ্ধ দিনগুলির সুরে গাওয়া হবে] আমার ঝর্ণারা অবতরণ কর!

নেজ : তোমাদের পল্লীতে এখনো আমি তুষার, তুষার ঝরে পড়ি
তোমাদের কবরে এখনো আমি ঝড়ে পড়ি তুষার, এবং শান্তি দিই।

ভ্যাতুর্ : এখনও উত্তরে হাওয়াসমূহকে করেছি সাবধান, যেন তারা
তাকে তাহাদের স্কন্ধে নেয়, দিশেহারা
বাতাসের অশ্বগুলি হয়েছে স্বাধীন

ভিলাজ : [তখনও হাঁটু গেড়ে এবং সাদা দস্তানা পরা হাতের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে ভেতরে চলে যেতে যেতে] মাদাম...মাদাম...

ভ্যাতুর্ : আর তুমি আলোছায়া গোধূলিবেলার
কম্বল বুনন কর, যা তাকে লুকিয়ে রাখে, যেন অন্ধকার

নেজ : গভীর প্রশ্বাস ফ্যালো ধীরে ধীরে, শুনি
পেলিকানসমূহের কুমারী জননী
সুন্দরী গাংচিল; প্রথা নির্দেশিত প্রতিধ্বনি—
ব্যথা পাও, ভদ্রভাবে, ব্যথা পেতে সম্মতি জানাও।

ভ্যাতুর্ : অশৌচ ধারণ কর, উদ্ধত জঙ্গল
ও যাতে তোমার মধ্যে পিছলে যেতে পারে স্তব্ধতায়
সে তার বিশাল পদপাতে, তার পায়ে

সাদা ধুলো, পাড়ের নির্মিত হাল্কা পাদুকা পরায়।

জজ : [গভর্ণরকে, যে দূরবীণ দিয়ে উইংসের পেছনে কী হচ্ছে তা দেখছে] কী দেখতে পাচ্ছেন ?

গভর্ণর : খুবই সাধারণ জিনিস। মেয়েটি হেরে গেছে, ওদের সম্পর্কে যাই বলা হোক না কেন, ওদের পুরুষেরা ভালো করে।

যাজক : প্রিয় গভর্ণর, আপনি আত্মবিস্মৃত হচ্ছেন।

গভর্ণর : ক্ষমা করবেন। বলতে চাই যে দেহ দুর্বল। এটা প্রকৃতির নিয়ম।

জজ : ওরা করছেটা কী ? বর্ণনা করুন।

গভর্ণর : গোড়ায় ও হাত ধুল···মুছল ··এরা পরিষ্কার, চিরকাল দেখেছি, যখন লেফটনেন্ট ছিলাম, আমার ব্যাটম্যান···

জজ : তাছাড়া কী করছে ?

গভর্ণর : মুচকি হাসছে···জিভানের প্যাকেটটা বার করছে···। চট্। বাতিতে ফুঁ দিল।

জজ : সত্যি নাকি ?

গভর্ণর : একটা দূরবীন বা একটা লণ্ঠন নিয়ে দেখুন। [জজ কাঁধ বাঁকায়]

[যখন ফেলিসিতে বক্তৃতা করছিল, তখন ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার আস্তে আস্তে ঢুকেছিল। আরশিবাল্দ তাকে হঠাৎ দেখল]

আরশিবাল্দ : আপনি ! আপনাকে না বলেছি যে সব শেষ হয়ে গেলে এসে খবর দিতে। অর্থাৎ তা কি হয়ে গেছে ? শেষ ? [রাজসভার সবাই মুখে হাত দেয়, তাদের দিকে ঘুরে, ধমক দিয়ে] মুখোশ খুলবেন না !

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : সম্পূর্ণ নয়। যতটা পারছে ততটা আত্মরক্ষা করছে। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে ও দণ্ডিত হবে।

আরশিবাল্দ : [সুর পাল্টায়, ধমকের সুরের বদলে সাধারণ গলায়] ফাটানোর সময় বিরাট আওয়াজ হবে। [একটু সময় যায়] আপনি নিশ্চিত যে ও দোষী ? আর তার চেয়েও বড় কথা যে আমরা যাকে খুঁজছি ও সেই লোকটাই তো ?

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : [একটু ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে] হঠাৎ আপনার সন্দেহ ?

আরশিবাল্দ : ভেবে দেখুন—ব্যাপারটা হল বিচার করা, হয়ত বা দোষী সাব্যস্ত করা ও একজন নিগ্রোর প্রাণদণ্ড দেওয়া। এখন আর অভিনয়ের ব্যাপার নয়। আমরা যাকে ধরেছি এবং যার সম্পর্কে আমরা দায়ী

সে হল একটা সত্যিকারের লোক। সে নড়ে, চিবোয়, কাশে, কাঁপে। এক্ষুণি তাকে মারা হবে।

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : খুবই শক্ত। কিন্তু যদি অভিনয়টাকে ওদের সামনে আনা যায় [দর্শকদের দেখায়] তা হলে নিজেদের মধ্যে অভিনয় করাটা আর উচিত নয়। রক্তের দায়িত্ব নিতে আমাদের অভ্যস্থ হতে হবে—নিজেদের। আর নীতির ওজন…

আরশিবাল্দ : যা তোমায় বলেছি তা আবার বলতে তুমি আমায় বাধা দিও না যে ব্যাপারটা হল জীবন নিয়ে—গরম, নমনীয় ধুমায়িত রক্ত নিয়ে যে রক্ত ঝরে…

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : কিন্তু তাহলে আমরা এই যে নাটক করছি এটা সময় কাটানো ছাড়া আর কি কিছুই নয় ?

আরশিবাল্দ : [তাকে থামিয়ে] চুপ কর। ও দণ্ডিত হবে ?

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : হ্যাঁ।

আরশিবাল্দ : বেশ, ওদের কাছে যাও।

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : আমার এখানে থাকা প্রয়োজন। বড্ডো দেরি হয়ে গেছে। এখানে আমায় শেষ দেখতে দাও।

আরশিবাল্দ : তাহলে…থাক। [নিগ্রোনীদের] তোমরা চুপ কর। আমাদের জন্য ভিলাজ খাটছে। নীরবে তাকে সাহায্য কর, কিন্তু সাহায্য কর।

[ভ্যালেট ঢোকে]

গভর্ণর : রাণী কী করছেন ?

ভ্যালেট : তিনি কেঁদেই চলেছেন। এ হল সেপ্টেম্বরের গরম বৃষ্টি।

গভর্ণর : তিনি কি বললেন ?

ভ্যালেট : অন্তত বাচ্চাটাকে বাঁচাও! আর তার মাকে যেন ভদ্রভাবে গ্রহণ করা হয়! তাকে ফুসলানো হয়েছে, কিন্তু সে সাদা। [অনেকক্ষণ নিঃস্তব্ধতা]

ভ্যার্তু : [ভয়ে ভয়ে] ও ফিরছে না।

বোবো : [চাপা গলায়] সময় হয়নি. ওটা ত অনেক দূর।

ভ্যার্তু : দূর কোথায় ? ওটা ত উইংসের পেছনেই।

বোবো : [চাপা গলায় কিন্তু বিচলিতভাবে] নিশ্চয়ই। কিন্তু ওদের তো অন্য

জায়গাতেও যেতে হবে। ঘরটা পেরিয়ে বাগান দিয়ে গিয়ে বাদাম গাছের রাস্তা, সেটা বাঁ দিকে বেঁকে গেছে, সেটা ধরে গিয়ে আগাছা সরিয়ে, সামনে নুন ছড়িয়ে বুট পরে একটা জঙ্গলে ঢুকতে হবে...এখন রাত। জঙ্গলের মধ্যে...

গভর্ণর : মশাইরা, তৈরি হতে হবে। রাণীকে তোলা হ'ক। ওদের ধমকে ওদের বিচার করতে হবে, অনেকটা যেতে হবে আর রাস্তাটা কষ্টকর।

যাজক : আমার একটা ঘোড়ার দরকার।

ভ্যালেট : প্রভু, সব ঠিক করা আছে।

বোবো : [আবার শুরু করে]...জঙ্গলের মধ্যে পাতাল-ঘরের দরজাটা খুঁজে, চাবি জোগাড় করে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে ...সুড়ঙ্গ কেটে...পালাতে হবে। চাঁদ কি অপেক্ষা করবে? এসব করতে সময় লাগে। আপনিও, ঐ যে ভদ্রলোক যিনি তাঁর স্ত্রীকে গোর দিয়ে ফিরছিলেন, তাঁর সঙ্গে আপনি যখন উঠছিলেন।

ভ্যার্তু : [শুকনোভাবে] ঠিক বলেছেন, আমি পরিপাটি করে কাজ করি, কিন্তু নাটকটা আমাদের চোখের সামনে করা উচিত ছিল।

বোবো : গ্রীক ট্রাজেডীও ভদ্র। আসল কাজটা অন্তরালে হয়।

আরশিবাল্দ : [ভঙ্গির ভয়ালতায় উত্যক্ত হয় ও ফিরে আসা ভিলাজকে দেখায়] মহিলারা, আপনাদের বলেছি, শান্ত হোন। [বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর ভিলাজ আস্তে আস্তে ঢোকে। তার জামার বোতাম খোলা। সবাই তাকে ঘিরে ধরে]

আরশিবাল্দ : সব হয়ে গেছে? বেশি কষ্ট হয়নি তো?

ভিলাজ : যতটা হয়।

নেজ : কিছুই হয়নি, তাই না?

ভিলাজ : কিছুই নয়। বা, যদি আপনি জানতে চান তো বলব যে, সবই রোজ যেমন হয় তেমনিই হয়েছে, আর খুবই ভালো হয়েছে। উইংসের পেছনে গিয়ে দিউফ বন্ধুর মতো আমায় বসিয়েছে।

নেজ : তারপর?

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : আর কিছুই নেই। ওরা ড্রেসিং রুমে মজা পাওয়ার হাসি আদানপ্রদান করতে করতে অপেক্ষা করছে।

ভিলাজ : [ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজারকে দেখে] আপনি ফিরে এলেন? এখনও ওদের সঙ্গে আপনার থাকা উচিত ছিল ...

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : আশা করেছিলাম যে আজ সন্ধ্যায় আপনার দয়ায় সব পাল্টে যাবে। আজ রাতটাই তো শেষ রাত?

ভিলাজ : যা পেরেছি তা করেছি। কিন্তু আপনি? ওখানকার ওরা?

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : ওরা কী করছে তা আপনাকে দেখতে হবে না। হিসাব চাওয়ার কথা ওদের। কিন্তু…আপনি রোজ সন্ধ্যার মতোই অনুষ্ঠানটা ঠিকঠাক করেছেন। আমাকে অভিনয়টা সম্পূর্ণ করতে হবে।

আরশিবাল্দ : অন্তত অনুষ্ঠানে নতুন কিছুই নেই।

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : [রেগে] অর্থাৎ এটাকে অনন্তকাল ধরে চালিয়ে যেতে চান? জাতটার শেষ হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতে চান? যতদিন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরবে যাতে সে নিজেই নিজেকে সোজাসুজি ঈশ্বরের সীমায় নিয়ে যেতে পারবে, ততদিন নিগ্রোরা…

বোবো : [চিৎকার করে] ঘৃণা করবে! হ্যাঁ মহাশয়।

জজ : আমার মনে হয় যে নষ্ট করবার মতো সময় আর নেই।

[একটা গান শোনা যায়—গম্ভীর শোভাযাত্রার গান—তারপর মুখোশ পরা ও ঝকমকে জামা কাপড় পরা দিউফকে নিয়ে রাণী ঢোকেন।]

রাণী : এই সে, যার প্রতিশোধ নেবার জন্য নামতে হবে।

নেজ : দিউফ এসে গেছে।

রাণী : [দিউফকে] মিষ্টি মেয়ে, পথে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে। অবশেষে তোমার পরিবারকে তুমি খুঁজে পেলে। এই উঁচু থেকে আরও ভালো করে দেখতে পাবে।

যাজক : ফিরে এসে ওকে সুখী করবার চেষ্টা করা যাবে।

ভ্যালেট : একটা বিরাট কথা মাথায় এসেছে। রাণী ওকে দত্তক নেবেন, তাই না?

রাণী : কথাটা ভেবে দেখতে হবে, ব্যাপারটা খুবই অপলকা। কারণ, যাই হোক, ও নষ্ট হয়েছে। আশা করি ওর দেহ তা চায়নি, কিন্তু আমাদের লজ্জাটা মনে করিয়ে দেবার বস্তু ও হয়ে উঠতে পারে। [একটু ইতস্তত করে] কথাটা মনে রাখতে হবে [জজকে] ওরা ওখানে কী করছে?

জজ : [গভর্ণরের দূরবীন দিয়ে দেখে] ওরা রাগ আক্রোশ আর একধরনের বিশৃঙ্খলায় পাগল হয়ে গেছে।

রাণী : অর্থাৎ…তাহলে কি এমন অস্বাভাবিক আর অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা ঘটছে? ওদের গরাণ গাছের ওপর কি বরফ পড়বে?

জজ : মাদাম···হতে পারে যে একটা অপরাধ হচ্ছে।

রাণী : নিশ্চয়ই······

জজ : না, আর একটা। যা নিজের বিচার অন্যত্র করছে।

রাণী : কিন্তু আমরা কী করতে পারি? আটকাতে? না এমন করতে যাতে ওরা আমাদের জন্য খাটে? [রাজসভার সবাই মাথা নিচু করে]

ভিলাজ : [আরশিবাল্‌দকে] ওরা আসছে না'কি? আমাদের বিচার করতে, আমাদের ওজন করতে আসছে না'কি? [ভয়ে কাঁপে]

আরশিবাল্‌দ : [ভিলাজের কাঁধে হাত দিয়ে] ভয়ের কিছু নেই। এটা ত নাটক।

ভিলাজ : [জোর দিয়ে] আমাদের ওজন করতে? ওদের সোনা আর চুণীর দাঁড়িপাল্লা দিয়ে? আর আপনার কি মনে হয় যে ওরা য'দি তাতে মরে তাহলে আমায় ভ্যাতুঁকে ভালোবাসতে দেবে,—বা ভ্যাতুঁকে আমায় ভালো বাসতে?

ভিল-দ্য-স'্যা-নাজার : [তীক্ষ্ন হেসে] তুমি ওদের নিগ্রো বানাতে চেষ্টা করনি? বাম্বারাদের নাক ও ঠোঁট ওদের মুখে জুড়ে দিতে? ওদের চুল কু'চকে দিতে? ওদের দাসত্বে নামাতে?

যাজক : [চিৎকার করে] চল। একটা মিনিটও নষ্ট করা উচিত নয়। [ভ্যালেটকে] ওভার কোট, বুট, এক কিলো চেরী আর রাণীর ঘোড়া গুছিয়ে নাও। [রাণীকে] মাদাম, খেতে হবে। অনেক দূর যেতে হবে। [গভর্ণরকে] আপনার ছাতাগুলো আছে তো?

গভর্ণর : [আহত ভাবে] জোসেফকে জিজ্ঞাসা করুন। [ভ্যালেটকে] তোমার কাছে ওয়াইন-স্কিনটা আছে তো?

ভ্যালেট : ওটার কথা যাতে মনে থাকে তার জন্য বিছানা ছেড়ে ওঠবার সময় রাণী আমায় জড়িয়ে ধরেছিলেন আর একটা পার্চমেণ্ট দিয়েছিলেন। তাই মনে করে ছাতা আর কুইনিনের একটা বাক্স রেখে দিয়েছি। আমার কাছে রামের ওয়াইনস্কিনও আছে, সেটা পুরো ভর্তি! কারণ গরম হবে।

যাজক : যাবার পথে ক্লান্তি দূর করবার জন্য পান করবার অনুমতি দি'চ্ছি। আর যেন 'প্যালেস্তিনিয়ার মাস' গাওয়া হয়। সবাই তৈরি? আচ্ছা · এগোও · চল!

[রাজসভা চলে যায়, দিউফ একা থাকে, তারপর ভয়ে ভয়ে রেলিং-এর কাছে এসে নিচে তাকায়। চার-পাঁচ মিনিটের জন্য রাজসভা উইংসের মধ্যে থাকবে।

নিচে নিগ্রোরা বাঁ দিকে জড়ো হয়ে থাকে। এই দলের সামনে ভিল-দা-স্যাঁ-নাজার থাকবে। বোবো মুখ তুলে রেলিংয়ে ঝোঁকা দিউফকে দেখতে পাবে।]

বোবো : আপনি! আপনি, শ্রী দিউফ?

[সমস্ত নিগ্রোরা মাথা তুলে দিউফকে দেখে আর মুখোশ পরা দিউফ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে।] শ্রী দিউফ, আপনি একটা অদ্ভুত মৃত্যুতে বেঁচে আছেন। ওখানের আবহাওয়াটা কি ভালো?

দিউফ : [আস্তে আস্তে মুখোশটা খুলে ফেলে] এখানে অদ্ভুত একটা আলো।

বোবো : মহাশয় ভাইকার জেনারেল, বলুন ওখানে কাদের দেখছেন? দিউফ উত্তর দিন! ওদের নজরে দেখলে রাজারা কী রকম হয়? আপনার নীল চোখে ওপর থেকে, ঐ উঁচু বারান্দা থেকে কী দেখছেন?

দিউফ : [ইতস্তত করে] আমি আপনাকে- ক্ষমা করবেন—আমি আমাদের তেমনিই দেখছি : আমি ওপরে অর্থাৎ মাটিতে নয়। আর হয়তবা আমি ঈশ্বরের দৃষ্টিটা চিনি।

বোবো : আপনি কি সাদা?

দিউফ : প্রথমেই বলে রাখি যে, হয় ওরা ভুল করে নয়ত মিথ্যা কথা বলে। ওরা সাদা নয়, বরং গোলাপী বা হলদেটে······

বোবো : তা হলে কি আপনি গোলাপী?

দিউফ : আমি তাই। আমাদের মুখ যে আলো বিচ্ছুরণ করে, যেটা এক মুখ থেকে অন্য মুখে যায়, সেই আলোতে আমি নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছি। আমরা অর্থাৎ আপনারা, সর্বদাই একটা ভারী বাতাসে রুদ্ধ-শ্বাস অবস্থায় আছি। প্রথম এটা শুরু হয় যখন আমায় আপনাদের জগৎ ত্যাগ করতে হয়েছিল, হতাশা আমায় শূন্য করে দিয়েছিল। কিন্তু আপনাদের অপমান ও শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন আমায় আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। একটা নতুন জীবন আমার মধ্যে ঢুকছিল। ভিলাজের কাননাটা অনুভব করছিলাম। তার গলাটা কী সুন্দর কর্কশ হয়ে যাচ্ছিল। আর তার চাউনি। বিনীত ও বিজয়ী। তার কাজের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য আমি বড় হয়েছিলাম।

বোবো : আপনি কি গর্বিত?

দিউফ : গর্বিত, না। আমাদের ভাবনাগুলো আর বুঝতে পারি না। বস্তুর সঙ্গে একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠছে, আর এই বস্তুগুলো প্রয়োজনীয় হয়ে

উঠছে। [চিন্তা করে] আসলে, একটা অদ্ভুত নতুনত্ব, প্রয়োজনীয়তা ৷ সুর-সঙ্গীত আমায় মুগ্ধ করছিল। আমি দানের জগৎ ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম যেখানে তোমাদের ছটফট করতে দেখতাম। এমন কি এই যে দুর্গা যা ওদের সম্পর্কে আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি আর যা ওদের দিকে ধোঁয়ার মতো উঠছে, সেটাও আর বুঝতে পারছিলাম না। উদাহরণ-স্বরূপ, আমি শিখেছিলাম যে, আসল নাটক তৈরি করে তাতে বিশ্বাস করবার সম্ভাবনাও ওদের আছে।

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : [ব্যঙ্গ করে] আপনি ঐ মৃত্যুর সময়টার জন্য হা-হুতাশ করেন ?

আরশিবাল্দ : প্রত্যেক অভিনেতাই জানে যে একটা বাঁধা সময়ে পর্দা পড়বে। আর প্রায় সর্বদাই সে একজন মৃত বা মৃতাকে পুনর্জন্ম দেবে : ফিদ্রা, ডন জোয়ান, আন্তিগণ, ক্যামেলিয়ার কুমারী, মহাশয় ডক্টর সোয়াইটজার······

[অনেকক্ষণ নীরবতা]

[পায়ের শব্দ শোনা যায়। দিউফ ভয় পেয়ে মুখোশটা আবার পরে। অন্য নিগ্রোরা ভয় পেয়েছে বলে মনে হয়। সবাই ফেলিসিতের সঙ্গে মঞ্চের বাঁ দিকে ব্যালকনীর নিচে জড়ো হয়ে দাঁড়ায়। পায়ের শব্দ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শেষে ডানদিকের উইংস থেকে, যেন রাস্তা থেকে আসছে এমনভাবে পিছু হাঁটতে হাঁটতে ভ্যালেট ঢোকে। সে ঢেঁকুর তুলছে, টলমল করছে। বোঝাই যাচ্ছে যে সে মাতাল হয়ে গেছে।]

ভ্যালেট : [উইংসের দিকে মুখ করে ঢেঁকুর তুলে] ঘোড়া থেকে সাবধান ! যেন ধাক্কা না দেয় ! রাণী [ঢেঁকুর তোলে] সাজ পরানো ঘোড়ায় আসবেন ! প্রবাসী বিশপ, রাণীর ওভারকোটের ট্রেন আর তোমার সাদা লাল আলখাল্লা যেন ক্যাকটাস না তুলে আনে। উঃ মাইরী, কী ধুলো ! মুখ ভর্তি ! কিন্তু আপনি···[ঢেকুর তোলে] আপনার মুখ ঢেকে দেয় ! সাবধান···সাবধান·· ওখানে···ওখানে···[ভাব করে যেন রাস্তা দেখাচ্ছে]

[এরপর গভর্ণর, যাজক সবাই পিছু হেঁটে ঢোকে ; তারপর রাণী সামনে হেঁটে ঢোকে। দেখে মনে হয় যেন একটা বিরাট যাত্রার শেষে ভীষণ ক্লান্ত, সবাই মাতাল।]

রাণী : [টলমল করতে করতে, কিন্তু ভদ্রভাবে এগোয়, চারদিকে তাকায়] ধুলো ! মুখ ভর্তি, তা আপনার মুখ ঢেকে দেয় ! [ঢেঁকুর তোলে ও হাসিতে ফেটে পড়ে] ভাড়াটে সৈন্যদের সঙ্গে কলোনীর রোদের মধ্যে বেরোলে

কী হয় দেখ। [ফাঁকা ওয়াইন স্কিনটা নাড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়] এক ফোঁটাও নেই। [ঢেঁকুর তোলে]

[হঠাৎ অভিজাত] এমনি ভাবেই আমার সমুদ্রপারের পরগণায় পা দিচ্ছি।

গভর্ণর : [প্রত্যের বাক্যের পর হেঁচকি তোলে] আর এগোবেন না। সাবধান, শূন্যতা, ভৌতিকতা। সমস্তটাই জল, চোরাবালি, তীর, শ্বাপদ… [নিগ্রোরা ব্যালকনীর নিচে প্রায় লুকিয়ে গোড়ায় খুব মৃদু তারপর আস্তে আস্তে তীব্রতরভাবে জঙ্গলের আওয়াজ নকল করে : ব্যাঙের ডাক, পেঁচার ডাক, এক ধরণের শিস, চাপা গর্জন, জঙ্গল ভাঙা ও বাতাসের শব্দ]… এখানে সাপেরা পেটের চামড়া থেকে ডিম পাড়ে, তার থেকে অন্ধ সলুই বেড়িয়ে উড়ে যায়…… পিঁপড়েরা ভিনিগার বা তীর দিয়ে আপনাকে ছেঁদা করে… লতারা আপনার প্রেমে প'ড়ে আপনার ঠোঁটে চুমু খায় ও আপনাকে খেয়ে ফেলে…এখানে পাথর ভাসে· জল শুকনো…বাতাস, স্কাই-স্ক্র্যাপার, সবই হল কুঠে, তুকতাক বিপদ, পাগলামি…

রাণী : [বিস্মিত] আর ফুল!

জজ : [হেঁচকি তুলতে তুলতে] মাদাম, বিষাক্ত। সাক্ষাৎ মৃত্যু। অসুস্থ। বড্ডো বেশি গুড়ের মাল। সাদাম সিসের আকাশ। প্রথম যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বাঁধাকপির কলম লাগাতে চেষ্টা করেছিলেন, হল্যাণ্ডের টিউলিপ আর শাঁকালুর : তাঁদের গাছগুলো মরে গেছে, ট্রপিকের গাছেরা খুন করেছে।

[নিগ্রোরা খুব নিচু গলায় তাদের সুরে বাঁধা হাসি হাসে। তারা ডাল ভাঙার শব্দ, পশুপাখীর ডাক ও মিউমিউ শব্দ করতে থাকে।]

রাণী : আমার তাই মনে হচ্ছিল। ওদের উদ্ভিদ-বিদ্যা পর্যন্ত পাজী। ভাগ্যিস আমাদের খাবারের টিন আছে।

গভর্ণর : আর জমানো শক্তি। সদা-প্রস্তুত সৈন্যদল।

রাণী : [গভর্ণরকে] ওদের বলুন যে ওদের রাণীর হৃদয় ওদের সঙ্গে যুক্ত… আর·· আর·· সোনা·· পান্না·· তামা মাদার অফ পার্ল ?

যাজক : [মুখে আঙুল দিয়ে] ভালো জায়গায় আছে। আপনাকে দেখানো হবে। মণ মণ! প্রচুর। ঘড়াভর্তি।

রাণী : [এগোতে এগোতে] পাহাড়গুলোর পেছনে সূর্য ডোবার আগে যদি একটা খনিতে নামা আর হ্রদে নৌকা-বিহার করাটা সম্ভব হত ভালোই লাগত। [হঠাৎ দেখে যে ভ্যালেট কাঁপছে] কী হল, ভয় ?

ভ্যালেট : জ্বর, মাদাম।

রাণী : জ্বর, না মদ। যা ছিল তার অর্ধেক তো তুমি একাই গিলেছ।

ভ্যালেট : তা তো করেছি—আরও ভালো আর আরও জোরে গাইবার জন্য। আমি নেচেওছি।

রাণী : [যাজককে] আর নাচ ? নাচ কই ?

যাজক : রাতে হবার কথা।

রাণী : আমায় রাত এনে দাও।

গভর্ণর : মাদাম সে আসছে। তালে তালে পা ফেলে! এক দুই! এক দুই!...

যাজক : [ভীত হয়ে] রাতে নাচ হবে। এমন একটা নাচও নেই যা আমাদের অমঙ্গলের জন্য না নাচা হয়। দেশটা সন্দেহজনক! প্রতিটি ঝোপ একজন যাজকের কবরকে ঢেকে রেখেছে·· [ঢেঁকুর তোলে]

গভর্ণর : আর একজন ক্যাপ্টেনেরও! [হাত বাড়ায়] এখানে উত্তরে, পূর্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে। নদীর প্রত্যেক তীরে আমাদের সৈন্যরা পড়ে আছে। আর এগোবেন না, এটা চোরাবালি। [রাণীকে ধরে রাখে]

জজ : [কঠোরভাবে] তোমাদের এই এলাকাড়ি দেওয়াকে অবস্থা ক্ষমা করবে না। আমার গোঁয়াতুর্মি বা গর্ব একটুও কমেনি। একটা অপরাধের শাস্তি দেবার জন্য রাস্তায় নেমেছি। শ্রীগভর্ণর, নিগ্রোরা কই ?

[নিগ্রোরা প্রায় একটা গুঞ্জনের মতো মৃদুভাবে তাদের সুরে বাঁধা হাসি হাসে। আর জঙ্গলের শব্দ চালিয়ে যায়।]

রাণী : [গভর্ণরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে] শুনছেন ? [সবাই শোনে] আর··· আর যদি ওরা সত্যিই কালো হত ? আর এমনকি ওরা যদি জীবন্ত হত ?

যাজক : মাদাম, ভয় নেই। ওরা সাহস করবে না···একটা কোমল উষা আপনাকে ঘিরে রেখেছে আর সমীহ ওদের রুখছে।

রাণী : [কাঁপতে কাঁপতে] আপনি তাই মনে করেন ? আমি তো কোনও দোষ করিনি, তাই না ? এটা অবশ্য ঠিক যে আমার সৈন্যরা ঝোঁকের মাথায় বেবন্দা হয়ে যায়······

গভর্ণর : মাদাম, এখানে আমি হুকুম দি : এখন বিচার করবার সময়·· আপনি আমার আশ্রয়ে।

ভ্যালেট : ওদের যে ভালো করেছি তার সাক্ষী আমি। ওদের সৌন্দর্যের কথা

আমি কবিতায় গান করেছি আর সেটা বিখ্যাত হয়ে আছে ··

[নিগ্রোরা আস্তে আস্তে এগোতে থাকে। রাজসভা স্থির হয়ে যায়। তারপর নিগ্রোরা যেভাবে এগোয় সেই ভাবে পিছিয়ে যেতে থাকে, এমনভাবে পিছোয় যে তারা যেখান দিয়ে ঢুকছে সেইখানে চলে যায় নিগ্রোদের মুখোমুখি।]

ফেলিসিতে : [নিগ্রোদের] এখন উষা ! তোমার পালা আবসলন।

আরশিবাল্দ : [মোরগের ডাক নকল করে] কেকোরিকো !

ফেলিসিতে : [নিগ্রোদের] মহাশয়রা, এখন উষা। যেহেতু আমরা দোষী হতে চেয়েছি, তাই তৈরি হও। যেন সাবধানে ভেবে কথা বলা ও কাজ করা হয়।

গভর্ণর : [ভ্যালেটকে] দেখি আমাদের পিছিয়ে যাবার পথ আছে কি না। [সে ডানদিকের উইসং দিয়ে বেরিয়ে যায় ও তক্ষুণি ফিরে আসে] মাদাম, আমাদের পিছনের জঙ্গলটা বন্ধ হয়ে গেছে।

রাণী : [ভয় পেয়ে] কিন্তু আমরা ফ্রান্সেই ত আছি ?

গভর্ণর : মাদাম, সমস্ত খড়খড়ি বন্ধ ; কুকুরগুলো তেরিয়া ; টেলিফোনের তারগুলো কাটা, বরফের মতো ঠান্ডা রাত। এটা একটা ফাঁদ। মুখোমুখি হতে হবে। এখন উষা। [ভ্যালেটকে] তোমার পালা।

ভ্যালেট : কোকোরিকো।

রাণী : [মুহ্যমান অবস্থায়] হ্যাঁ, এখন উষা আর আমরা ওদের মুখোমুখি। ওরা কালো, যেমন স্বপ্নে দেখেছিলাম।

জজ : ট্রাইবুনাল তৈরি করা হোক।

যাজক : [ভ্যালেটকে] সিংহাসন। বোকার মতো কাঁপাটা থামাও।] [ভ্যালেট ফেলিসিতের সোনালী কোটটা নিয়ে আসে। রাণী তাতে বসে।]

রাণী : আমার চেয়ারগুলো।

ভ্যালেট : ওগুলোতো এখানেই ছিল, যাজক মহাশয়ের আলখাল্লার তলা পর্যন্ত খুঁজেছি। [ভ্যালেট দুটো চেয়ার আনে তাতে যাজক ও গভর্ণর বসে। কিন্তু তার আগে রাজসভা আড়ম্বর সহকারে ঝুঁকে নিগ্রোদের সেলাম করবে। রাজসভার অনুকরণে তৈরি পুতুলগুলো মঞ্চের বাঁ দিকে এক ধরণের তাকের ওপর যবনিকা পড়া পর্যন্ত থাকবে।]

দিউফ : আর আমি, যে নিজেকে বাক্সবন্দী অবস্থায় দেখেছিল।

জজ : রাজসভা স্বস্থানে বস। [নিগ্রোদের] তোমরা শুয়ে পড়। তোমরা বুকে হেঁটে এগোবে।

আরশিবাল্দ : [রাজসভাকে] ওটা আর চলে না। আপনারা মত দিলে আমরা উবু হয়ে বসে আপনাদের কথা শুনব।

জজ : [চোখে চোখে রাজসভার সবার মত নিয়ে] মেনে নেওয়া হল।

আরশিবাল্দ : [নিগ্রোদের] উবু হয়ে বস। [নিগ্রোরা উবু হয়ে বসে] [জজকে] আমরা নাকে কান্না কাঁদতে পারি ?

জজ : তোমরা যদি চাও। [চিৎকার করে] কিন্তু তার আগে, ভয়ে কাঁপো। [সবাই ছন্দে কাঁপতে শুরু করে] আরও ! কাঁপো, নিজেদের নাড়াও। তোমাদের গাছের ডালে যে নারকোল আছে সেগুলো পড়ে যাবার ভয় নেই, কাঁপো নিগ্রোরা। [সবাই ক্রমশ আরও জোরে কাঁপতে থাকে] যথেষ্ট ! যথেষ্ট ! তোমাদের ঔদ্ধত্যের কথায় আসব যা আমাদের আরও কঠোর করে দেবে। আমরা তোমাদের হিসাব করেছি, তোমাদের যাতে না সাদা বা সাদানী মড়ার অভাব হয়। ঈশ্বর আমাদের গোপনে বলেছেন যে একটা আত্মা বেশি হচ্ছিল। কি বলার আছে ?

আরশিবাল্দ : হায়, কিই বা বলার আছে ?

যাজক : [জজকে] সাবধান, ওরা ফন্দিবাজ, প্যাঁচাল, ভণ্ড। বিচার আর ধর্মীয় আলোচনা ভালোবাসে, ওদের একটা গোপন টেলিগ্রাম আছে যা পাহাড় থেকে উপত্যকায় উড়ে যায়।

জজ : [আরশিবাল্দকে] এক সঙ্গে সারা আফ্রিকাকে দোষ দিচ্ছি না, তা হবে অবিচার ও ক্ষতিকর···[রাণী, গভর্ণর ও ভ্যালেট হাততালি দেয়।]

রাণী : সাধু, সুন্দর ও অভিজাত উত্তর।

জজ : [চতুরভাবে] না, সমস্ত আফ্রিকা একজন সাদানীর মৃত্যুর জন্য দোষী নয়, অবশ্য এটাও মানতে হবে যে তোমাদের মধ্যে একজন দোষী আর তার বিচার করবার জন্যই আমাদের আসা, অবশ্যই আমাদের আইন অনুযায়ী। সাদা রংয়ের প্রতি ঘৃণা। এটা ছিল আমাদের জাতকে হত্যা করা এবং পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত আমাদের হত্যা করা। বাক্সের মধ্যে কেউই ছিল না। বল কেন ছিল না ?

আরশিবাল্দ : [দুঃখিত] হায়, জজমশাই, বাক্সও ছিল না।

গভর্ণর : বাক্স ছিল না ? বাক্সও ছিল না ? এরা আমাদের না মেরে মারে এবং বাক্সেও বন্ধ করে না !

যাজক : এর পর, ওরা কি বলতে পারে যে ওরা ঠকায় না ? ওরা নাটক করছে। [ভ্যালেটকে] হাসবেন না ! ভালো করেই দেখছেন যে ওরা আমাদের নিয়ে

কি করছে ?

জজ : [নিগ্রোদের] তোমাদের কথা বিশ্বাস করতে হলে, অপরাধ নেই কারণ মড়া নেই, আর দোষী নেই কারণ অপরাধ নেই। কিন্তু কেউ যেন ভুল না করে—দুটো একটা খুন, একটা ব্যাটেলিয়ান, একটা মৃত জনতাকে একত্র দাহ করাও মেনে নেওয়া হবে যদি প্রতিশোধ নেবার জন্য আমাদের তার প্রয়োজন হয় ; কিন্তু একটা হত্যাও না থাকলে সেটা আমাদের মেরে ফেলতে পারে। [আরশিবাল্দকে] অর্থাৎ তোমরা আমাদের মৃত্যু চাও ?

আরশিবাল্দ : আমরা অভিনেতা, আপনাদের মজা দেবার জন্য একটা আসরের ব্যবস্থা করেছিলাম। আমরা খুঁজছিলাম যে আমাদের জীবনের কোন দিকটা আপনাদের আকর্ষণ করতে পারে ; হায় বিরাট কিছু পেলাম না।

যাজক : ওদের আলকাতরার দেহে খ্রীষ্টান নাম বহন করতে দেওয়া হয়েছিল, ওটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ।

ভ্যালেট : [চালাকের মতো] ওর মুখটা দেখুন : দেখতেই পাচ্ছেন যে ওদের সৌন্দর্য আমাদের সমতুল্য হতে পারে। ইয়োর অনার, এই সৌন্দর্য যাতে বেঁচে থাকতে পারে তার অনুমতি দিন।···

জজ : [তাকে থামিয়ে] আপনাদের আনন্দের জন্য ? আমার কাজ দোষীকে খুঁজে বার করে তার বিচার করা।

গভর্ণর : [গড়গড় করে] তারপর, আমি তা নির্বাহ করব : মাথায় আর হাঁটুর পেছনে গুলি, লালা ছিটকোবে, আন্দালুসিয়ার ছুরি, বেয়নেট, ছিপিওয়ালা রিভলভার, আমাদের মৌদিচিদের বিষ

জজ : ওতে হবে না। আমার ভালো আঁটসাঁট কতকগুলো দলিল আছে।

গভর্ণর : পেট ফাঁসানো, আর অপরাজিত হিমবাহের চিরতুষারে নির্বাসন, কর্সিকার পাইপগার্ন, আমেরিকান পাণ্ড, গিলোটিন, ল্যাসো, জুতো, প্যাঁচড়া, মুগী···

জজ : অনুচ্ছেদ নং 230—8, 929—17, 18, 16, 4, 3, 2, 1, 0.

গভর্ণর : গরুর পায়ের চাট, ইঁদুর দিয়ে খাইয়ে মারা, গরু দিয়ে গুঁতিয়ে মারা, দাঁত দিয়ে মারা, দাঁড় করিয়ে মৃত্যু, হাঁটু গাড়িয়ে মারা, আইন দিয়ে মারা, হুপিং কাফ, হেমলক।

যাজক : আপনারা শান্ত হোন। দানবটা আর আমাদের এড়াতে পারবে না। কিন্তু তার আগে আমি তাকে ব্যাপটাইজ করব। কারণ এটা হল একজন

মানুষকে শাস্তি দেওয়া, জন্তুকে বধ করা নয়। আর যদি মহারাণী…

রাণী : [শান্তভাবে] আমি ধর্ম-মা হব।

যাজক : তারপর আমি ওকে পাপ মুক্ত করব, তারপর ও আপনাদের। শেষে আমরা প্রার্থনা করব। কিন্তু আগে ব্যাপটিজম।

আরশিবাল্দ : আপনারা আফ্রিকায় ··

রাণী : সমুদ্রপারে! মকরক্রান্তি! আমার দ্বীপগুলো! প্রবাল! .

আরশিবাল্দ : [অল্প বিরক্ত] গোঁয়াতুর্মি করলে আপনাদের বিপদ হতে পারে। সাবধান। আপনাদের যেসব কাজ করবার ইচ্ছে তার যদি একটাও করেন তাহলে আমাদের নদ, নদী, প্রস্রবণ সমস্ত কিছুর জল, আমাদের গাছগুলোর রস এমনকি আমাদের লালা পর্যন্ত টগবগ করে ফোটা বা জমে যেতে পারে।

রাণী : একটা অপরাধের বদলে আমরা দোষীকে ক্ষমা আর পাপ থেকে মুক্তি দিচ্ছি।

ভিলাজ : মাদাম সাবধান। আপনি মহারাণী আর আফ্রিকা ভালো জায়গা নয়।

ফেলিসিতে : [নিগ্রোদের] যথেষ্ট! পিছিয়ে যাও। [তার ইঙ্গিতে নিগ্রোরা মঞ্চের বাঁদিকে সরে যায়, তারপর রাণীর ইঙ্গিতে রাজসভা পিছিয়ে যায়, দুজন নারী মুখোমুখি হয়।]

রাণী : [ফেলিসিতেকে] শুরু কর!

ফেলিসিতে : তোমার পালা!

রাণী : [অত্যন্ত ভদ্র ভাবে, যেমনভাবে অধীনদের বলা হয়] সত্য বলছি, আমি অপেক্ষা করতে পারি…

ফেলিসিতে : বলো যে প্রথমে কী বলবে তা মাথায় আসছে না।

রাণী : আমি অপেক্ষা করতে পারি, আমার জন্য অনন্তকাল আছে।

ফেলিসিতে : [কোমরে হাত দিয়ে, ফেটে পড়ে] ও তাই? বেশ, দাওমে! দাওমে! নিগ্রোরা এস আমায় কাঁধে নাও। অপরাধটাকে যেন উড়িয়ে না দেওয়া হয়। মিষ্টি মেয়ে, অপরাধটা ধাক্কা দিচ্ছে, তা কুঁড়ির মতো, গন্ধের মতো ফাটছে আর সমস্ত আফ্রিকা হল এই সুন্দর গাছটা। আমার অপরাধ! পাখিরা তাতে বাসা বাঁধতে এসেছে আর তার ডালে অন্ধকার বিশ্রাম করে।

রাণী : প্রতি সন্ধ্যায় ও প্রতি মুহূর্তে তোমরা আমার ও আমার লোকদের জন্য একটা অদ্ভুত ও বিধ্বংসী ভক্ষণ কর। তোমার গাছের ফুলের গন্ধ আমার

দেশ পর্যন্ত পেঁছিয় আর তা আমায় সচকিত করে এবং আমায় ধ্বংস করতে চায়।

ফেলিসিতে : [রাণীর মুখোমুখি] তুমি একটা ধ্বংসাবশেষ।

রাণী : কিন্তু কী সুন্দর ধ্বংসাবশেষ! কিন্তু নিজেকে গড়া ও লেস দিয়ে মোড়া ধ্বংসাবশেষের রূপ দেওয়া এখনও আমার শেষ হয়নি। সময় আমায় কুড়ছে না, ক্লান্তি আত্ম-বিয়োগ করাচ্ছে না। মৃত্যু আমায় রচনা করছে আর যে…

ফেলিসিতে : তুমি যদি একেবারে মড়া হও তাহলে কেন কেন, তোমায় হত্যা করবার জন্য তুমি আমায় দোষ দেবে?

রাণী : যদি আমি মৃত হই তাহলে কিসের জন্যে তুমি আমায় অবিশ্রাম হত্যা করবে, অনন্তকাল ধরে আমায় আমার রংয়ের মধ্যে খুন করবে? আমার অপূর্ব মৃতদেহ, যেটা এখনও নড়ছে—তাতে তোমার চলবে না? তোমার মড়া চাই? [এরা দুজনে প্রায় বন্ধুর মতো পাশাপাশি দর্শকদের দিকে মুখ করে মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে আসে।]

ফেলিসিতে : তোমার মৃতদেহের ভূতের মৃতদেহটা পাব। তুমি ফ্যাকাশে কিন্তু স্বচ্ছ হয়ে উঠছ। আমার মাটিতে যে কুয়াসা ভেসে বেড়ায় তাতে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবে। আমার সূর্য…

রাণী : আমার ভূতের যদি একটা হাওয়া ছাড়া আর কিছুই না থাকে আর যদি সেই হাওয়ার হাওয়া হয়, তাহলে তা তোমাদের দেহের ছিদ্রগুলো দিয়ে ঢুকবে তোমাদের ঘাড়ে ভর করবার জন্য।

ফেলিসিতে : আমরা একবার পাদব, তুমি বিদেয় হয়ে যাবে।

রাণী : [অপমানিত হয়ে] গভর্ণর! জেনারেল! বিশপ! জজ! ভ্যালেট!

সবাই : [বিমর্ষভাবে না নড়ে] এই এলাম।

রাণী : ওদের যেন তলোয়ারের ধারের ওপর চালানো হয়।

ফেলিসিতে : তোমরা যদি আলো আর আমরা যদি অন্ধকার হই, যতদিন রাত থাকবে ততদিন সে দিনকে মলিন করে দিতে আসবে…

রাণী : আমি তোমাদের খতম করিয়ে দেব।

ফেলিসিতে : [ব্যঙ্গ করে] গাধা, এই অন্ধকার, যা তোমাদের এত বৈসাদৃশ্য দেয়, একে ছাড়া তোমরা ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাবে।

রাণী : কিন্তু…

ফেলিসিতে : [একই সুরে] আজ সন্ধ্যায় নাটক শেষ হওয়া পর্যন্ত নিজেদের বাঁচিয়ে রাখ।

রাণী : হা ঈশ্বর, হা ঈশ্বর. কিন্তু ওকে কি বলতে ·

[গভর্ণর, জজ, যাজক ও ভ্যালেট রাণীর কাছে গিয়ে নিচু ও ত্বরান্বিত গলায় তাকে উৎসাহ দেয়।]

যাজক : ওদের জন্য আমাদের ভাবনার কথা বলুন আমাদের ইস্কুলগুলোর কথা······

গভর্ণর : বসুয়ের রাণীর কথা বলুন···

রাণী : [উদ্দীপিতভাবে] মিষ্টি মেয়ে. একথা বললে তুমি বাধা দিতে পারবে না যে, তোমার চেয়ে আমি বেশি সুন্দরী ছিলাম। আমায় যারা চিনত তারা তোমায় বলতে পারবে। আমার চেয়ে বেশি আর কাউকে নিয়ে গান লেখা হয়নি। আমার চেয়ে বেশি কেউই সম্মান ও পুজো পায়নি, সাজেও নি, প্রচুর যুবক ও বৃদ্ধ আমার জন্য প্রাণ দিয়েছে। আমার দলগুলো বিখ্যাত ছিল। মহারাজের বাড়ির বলরুমে একজন নিগ্রো দাস আমার পোশাকের ট্রেণ ধরে থাকত। আমার জন্যই দক্ষিণের ক্রশ নামানো হয়েছিল। তোমরা তখনও অন্ধকারে ছিলে···

ফেলিসিতে : এই বজ্রাহত রাতের ওপরে, জঙ্গলে পড়া লক্ষ লক্ষ টুকরো নিগ্রোদের মধ্যে আমরা ছিলাম সাক্ষাৎ রাত। আলোর অভাবটা নয়. বরং বরদা ও ভয়াল মা যে আলো ও কর্মকে আবৃত করে রাখে।

রাণী : [যেন ভয় পেয়ে, রাজসভাকে] তা হলে? এরপর

গভর্ণর : বলুন যে ওদের মুখ বন্ধ করে দেবার জন্য আমাদের হাতে বন্দুক আছে···

যাজক : বোকা। বন্ধুর মতো আচরণ করুন···প্যার দ্য ফুকো ছাড়ুন।

ফেলিসিতে : আমাদের ভঙ্গিগুলো দেখুন। এগুলো যদি আমাদের লণ্ডভণ্ড পুজোর কাটা হাত ছাড়া আর কিছু না হয়, এগুলো যদি ক্লান্তি ও সময়ে বন্ধ না হয় তা হলে অল্পক্ষণ পরেই আকাশের ও আমাদের দিকে কাটা হাত ছাড়া আর কিছুই বাড়াতে পারবেন না ·····

রাণী : [রাজসভাকে] এবার কি উত্তর দেওয়া উচিত ?

ফেলিসিতে : দেখুন! দেখুন মাদাম। যে রাতকে আপনারা দাবি করছিলেন, এই যে এখানে আর তার ছেলেরা যারা এগিয়ে আসছে, তারা অপরাধ দিয়ে

তার দেহরক্ষী তৈরি করছে। আপনাদের কাছে কালো ছিল বিশপ, মড়ার গাড়ি আর অনাথদের রং। কিন্তু সব বদলে যাচ্ছে। যা কিছু মিষ্টি, ভালো, প্রিয় আর কোমল তা হবে কালো। দুধ, চিনি, চাল, আকাশ, আশা হবে কালো—অপেরাও। আমরা সেখানে কালো রোলস রয়েসে চড়ে কালো রাজাকে সেলাম করতে যাব, আমার সঙ্গীত কালো ক্রিস্টালের নিচে বসে শোনবার জন্য…

রাণী : আমি ত শেষ কথাটা বলিনি…

ভ্যালেট : [রাণীর কানে কানে] একটা সাম গান করুন।

যাজক : চুলোয় যাক, পা দেখান !

ফেলিসিতে : রাতের বারো ঘণ্টা…আমাদের সান্ত্বনাদাত্রী মাতা দেওয়ালগুলোর মধ্যে চেপে তার বাড়িতে আমাদের রাখবে; দিনের বারো ঘণ্টা যাতে অন্ধকারের এই টুকরোগুলো সূর্যকে আজ সন্ধ্যার মতো উৎসব প্রদান করতে পারে…

রাণী : [ভীষণ বিরক্ত] বোকা! ইতিহাসের সৌন্দর্য ছাড়া তুমি আর কিছুই দেখ না। আমাদের জানলার নিচে এসে আমাদের অপমান করা আর যারা নাটক করে এমন এক'শ বীরের প্রতিদিন জন্ম দেওয়াটা খুবই সুন্দর আর সহজ…

ফেলিসিতে : একটু পরেই দেখবে যে কী আমাদের শোভাযাত্রাটাকে লুকিয়ে রাখে…তোমরা ফুরিয়ে গেছ। যাত্রা তোমাদের ক্লান্তিতে ভেঙে দিয়েছে। তোমরা ঘুমে ঢলে পড়েছ… স্বপ্ন দেখছ।

রাণী : [ফেলিসিতের সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলবে যেন তারা রান্নার কথা বলছে] হ্যাঁ তা সত্যি। কিন্তু তুমি, তোমার পালায় তুমিও ক্লান্ত হয়ে পড়বে না ? তোমার ক্লান্তিহরণের ওষুধের জন্য আমার ওপর ভরসা কর না। তোমাদের ভেষজে কুল পাবে না।

ফেলিসিতে : আমি ক্লান্তিতে মরতে চাই। অন্যেরা সাহায্য করবে।

রাণী : তোমাদের নিগ্রোরা ? তোমাদের দাসেদের ? কোথায় নিয়ে যাবে ?… কারণ তার প্রয়োজন…

ফেলিসিতে : [ভয়ে ভয়ে] তোমরা হয়ত বা পারবে…আমরা ভালো কালো হব ‥

রাণী : আহা! মোটেই নয়। গভর্ণরনী ? আমি বলছি না…

যাজক : খুব বেশি হলে বাচ্চাদের শিক্ষক আর তাও…

ফেলিসিতে : খুব শক্ত হবে, তাই না ?

রাণী : [ছটফট্ ক'রে] ভয়ানক। তোমরা জোরালো। আমরা যাদুকর। আমরা ভোগী হব। তোমাদের টানার জন্য নাচব। ভেবে দেখ কী করবে? তোমার জন্য শেষে একটা কবর তৈরি করব বলে মহাদেশগুলোর ওপর শতাব্দির পর শতাব্দি একটানা খাটুনী হয়ত বা সেটা আমারটার চেয়ে খারাপ …তাহলে, আমায় করতে দেবে? না? দেখছ ইতিমধ্যেই তুমি কেমন ক্লান্ত? কি চাও? না, উত্তর দিও না : যে তোমার ছেলেরা যেন শিকল না চেনে? তাই? ব্রতটা খুবই মহৎ, কিন্তু আমার কথা শোনো… আমায় অনুসরণ কর…তোমার ছেলেদের তুমি এখনও চেন না। হ্যাঁ? ইতিমধ্যেই ওর পা শৃঙ্খলিত? তোমার নাতিরা? তারা জন্মায়নি : অর্থাৎ তারা নেই। ফলে তাদের অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাতে পার না। স্বাধীনতা বা দাসত্ব কিছুতেই কিছু যায় আসে না কারণ তারা নেই। সত্যি… একটু হাসো!… সত্যি, আমার যুক্তি তোমার কাছে মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে? [সমস্ত নিগ্রোদের বিষণ্ণ বলে মনে হয়] দেখুন, মহাশয়রা। [রাণী রাজসভাকে বলে] তার মানে কি আমার দোষ?

যাজক : আপনি স্বয়ং জ্ঞান।

রাণী : [ফেলিসিতেকে] তোমাদের নাতিরা—যারা নেই, ভেবে দেখ—কিছুই করবার থাকবে না। নিশ্চয়ই খিদমত খাটবে, কিন্তু আমরাও বেশি চাপ দিই না। কিন্তু আমাদের খাটনিটাও ভেবে দেখ। আমাদের হয়ে উঠতে হবে ঝকঝকে। [নীরবতা]

ফেলিসিতে : [কোমল ভাবে] ভেবে দেখ, আমাদের জলাগুলোর মশাদের কথা, তারা আমায় কামড়ালে যে ফোঁড়া হবে তার প্রত্যেকটা থেকে একজন করে পূর্ণবয়স্ক সশস্ত্র নিগ্রো বেরোবে…

যাজক : [রাণীকে] মাদাম, আমি তো আগেই বলেছিলাম, এরা উদ্ধত, তিক্ত, প্রতিহিংসা পরায়ণ…

রাণী : [কেঁদে কেঁদে] কিন্তু আমি ওদের কি করেছি। আমি ভালো, কোমল আর সুন্দরী!

যাজক : [নিগ্রোদের] পাজীরা! দেখ সবচেয়ে কোমল, ভালো আর সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাকে কি অবস্থায় ফেলতে সাহস কর।

নেজ : সবচেয়ে সুন্দরী?

যাজক : [অসুবিধায় পড়ে] আমি বলছিলাম যে আমাদের দেশের সবচেয়ে

সুন্দরী। একটু সদিচ্ছা দেখাও। দেখ, তোমাদের কাছে আসবার জন্য তিনি কেমন সেজেছেন, তার তোমাদের জন্য আমরা যা করেছি তার কথাও ভেবে দেখ! তোমাদের ব্যাপটাইজ করেছি। সবাইকে! তোমাদের ব্যাপটিজমের স্নানের জন্য কতো জল লেগেছে? আর নুন? তোমাদের জিভের নুন? কষ্ট করে খনি থেকে তুলে আনা নুন। একটু বাদেই গভর্ণর মহাশয়কে বলতে দিতে হবে, তিনি আবার জজ মহাশয়কে বলতে দেবেন, কৃতজ্ঞতার বদলে কেন তোমরা হত্যা করবে…

জজ: কে দোষী? [নীরবতা] উত্তর দেবে না? শেষ সুযোগ দেব। এ বা ও কে দোষটা করছে তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না, আমরা বিশেষ ভাবে কাউকে ধরব না, একজন মানুষ হল একজন মানুষ, একজন নিগ্রো নিগ্রো, দুটো হাত দুটো পা ভেঙে আর গলাটা ফাঁসির দড়িতে লটকাতে পারলেই আমাদের চলবে আর বিচারাধিকারও খুশি। এই আরকি।

[হঠাৎ উইংসের পেছনে একটা পটকা ফাটার শব্দ, তারপর অনেকগুলো পটকা ফাটার শব্দ। কালো ভেলভেটের পর্দার ওপর বাজীর আলোর ছায়া। তারপর শান্ত। ফেলিসিতের পেছনে উবু হয়ে বসে থাকা নিগ্রোরা দাঁড়িয়ে ওঠে।]

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার: [এগিয়ে এসে] আমি জানাচ্ছি…

[একসঙ্গে রাজসভা দাঁড়িয়ে উঠে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মুখোশ খুলে ফেলে, দেখা যায় পাঁচটা কালো মুখ।]

ভিলাজ: [ভয় পেয়ে] ও মরেছে?

ভিল-দ্য-স্যাঁ নাজার: ও দাম দিয়েছে। আমাদের বিশ্বাসঘাতকদের সাজা নিজেদেরই দিতে আমাদের অভ্যেস করতে হবে।

যে ভ্যালেটের ভূমিকায় ছিল: ঠিক ঠাক সব হয়েছে ত?

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার: [গম্ভীর] কোনো চিন্তা নেই। কেবল চেহারাতে নয়, কাজেও বিচারের সত্তা ব্যবহৃত হয়েছিল।

যে যাজকের ভূমিকায় ছিল: আত্মপক্ষ সমর্থন?

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার: যথাযথ। সুন্দর বক্তৃতা, কিন্তু জুরীদের তা কাঁপাতে পারেনি, এবং ট্রাইবুনালের রায় বেরনো মাত্রই শাস্তি।

যে রাণীর ভূমিকায় ছিল: আর এখন?

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার: এখন? ট্রাইবুনাল যখন তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দিল তখনই একটা কমিটি আর একজনকে এই কাজের ভার দিয়ে স্বাগতম

জানাল। তিনি চলে গেছেন। ওখানে দল গঠন করবেন ও যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। যে ধারণাগুলোকে ওরা চায় আমরা গ্রহণ করি সেগুলোকে শুধুমাত্র ক্ষয় করে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেওয়াটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। ওদের সঙ্গে দৈহিক ভাবেও লড়তে হবে। তোমরা ত শুধু শোভাযাত্রায় ছিলে। পেছনে···

যে ভ্যালেটের ভূমিকায় ছিল : [শুষ্ক ভাবে] আমরা তা জানি। আমাদের জন্যই অন্যত্র যে নাটকটা চলছিল সেটার কথা ওরা বুঝতে পারেনি [নীরবতা]

যে রাণীর ভূমিকায় ছিল : আর···আপনি বলছেন যে উনি যাত্রা করেছেন ?

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : হ্যাঁ। যাত্রার জন্য সব কিছুই তৈরি ছিল।

যে রাণীর ভূমিকায় ছিল :···তিনি কেমন ?

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : [হেসে] যেমন আপনার মনে হয়। চাতুরী ও জোরের দ্বারা ত্রাস বপন করতে হলে যেমন হওয়া উচিত।

সবাই : [একসঙ্গে] তাঁকে বর্ণনা কর···তাঁর প্রত্যেকটা অংশ আমাদের খুলে দেখাও! আমাদের তাঁর হাঁটু দেখাও, তাঁর উরু, পায়ের আঙুল।···চোখ! দাঁত!

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : [হাসতে হাসতে] তিনি চলে যাচ্ছেন. তাঁকে যেতে দাও। তিনি আমাদের ভরসা নিয়ে যাচ্ছেন। সবকিছুর ব্যবস্থা করা হয়েছে ; একেবারে ঠিকঠাক যাতে দূর থেকে তিনি আমাদের ওপর ভরসা রাখতে পারেন।

যে গভর্ণরের ভূমিকায় ছিল : তার স্বর ? সেটা কেমন ?

ভিল-দ্য-স্যাঁ-নাজার : গম্ভীর। একটু খশখশে। গোড়ায় তাঁকে তাদের বশ করতে হবে, তারপর তাদের বোঝাতে হবে। হ্যাঁ, তিনি মনমোহনও বটে।

বোবো : [সন্দিগ্ধ] কিন্তু···অন্তত, তিনি কালো ত ?

[এক মুহূর্ত সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় ; তারপর হাসিতে ফেটে পড়ে।]

যে যাজকের ভূমিকায় ছিলো : তাড়াতাড়ি করতে হবে···

ভিলাজ : আপনারা চলে যাচ্ছেন ?

যে গভর্ণরের ভূমিকায় ছিল : প্রত্যেকের জন্য সমস্তই ঠিক করা ছিল। আমরা যদি হারিয়ে যেতে চাই তাহলে আর এক মিনিট নষ্ট করা চলবে না।

দিউফ : আমি···

যে যাজকের ভূমিকায় ছিল সে উগ্রভাবে তাকে থামিয়ে : একটা সমগ্র মহাদেশের ঘুম ভাঙানো অন্যদের পক্ষেও শক্ত হবে, বিশেষ করে গোড়ার দিকে। এই

বাষ্প, মাছি আর পুষ্প-বেণুর মধ্যে বন্ধ…

দিউফ : [নাকে কান্না কেঁদে] আমি বুড়ো…আমায় ভুলে যেতে পারে…আর তা ছাড়া এরা এমন সুন্দর পোশাকে আমায় মুড়েছে…

যে ভ্যালেটের ভূমিকায় ছিল : [কড়া ভাবে] ওটা নিয়ে যাও। আমাদের সম্পর্কে ওরা যা ভাবে তার মতো ওরা যদি তোমায় বানিয়ে থাকে তা হলে ওদের সঙ্গে থাকো। তুমি আমাদের অসুবিধা করবে…

আরশিবাল্দ : [যে ভ্যালেট সেজেছিল তাকে] কিন্তু ও নাটক করছে না সত্যি কথা বলছে ? [একটু ইতস্তত করে] একজন অভিনেতা…একজন নিগ্রো… তারা যদি খুন করতে চায় তাহলে তাদের ছুরিগুলোও নাটকের হবে। [দিউফকে] তুমি থাকবে ? [হাল্কা নীরবতা, দিউফ মাথা নাড়ে] বেশ থাকো।

নেজ : আমায় যেতে হবে।

যে ভ্যালেট সেজেছিল : অভিনয় শেষ না করে যাওয়া চলবে না। [আরশিবাল্দকে] আবার শুরু কর।

আরশিবাল্দ : [গম্ভীর] যেহেতু সাদাদের কোনও প্রশ্নের মুখোমুখি করাতে পারলাম না, না পারলাম একটা নাটক দেখাতে যা তাদের উৎসাহিত করে, তাই সেটাকে ঢাকবার জন্য আমাদের উচিত ছিল যে একমাত্র বস্তু যা তাদের চিন্তিত করে সেটাকে ফাঁসিকাঠে তোলা, এই দুষ্টবাটাকে শেষ করতে হবে এবং আমাদের বিচারকদের নিকেশ করতে হবে। [যে রাণী সেজেছিল, তাকে] যেমন ঠিক ছিল।

যে রাণী সেজেছিল : ওরা জানতে পারবে যে একমাত্র নাটকীয় যোগসূত্রটা ওদের সঙ্গে আমাদের হতে পাবে। [রাজসভার চারজন নিগ্রোকে] তোমরা রাজী ?

যে জজ সেজেছিল : হ্যাঁ।

যে রাণী সেজেছিল : সাদাদের নক্কারজনক জীবনে বাঁচার জন্য ও সেই সঙ্গে লজ্জায় ডুবে যেতে তোমাদের সাহায্য করবার জন্য আমরা মুখোশ এঁটেছিলাম, কিন্তু আমাদের অভিনেতার ভূমিকা শেষ হয়ে এসেছে।

আরশিবাল্দ : তোমরা কতদূর পর্যন্ত যেতে রাজী আছ ?

যে গভর্ণর সেজেছিল : মৃত্যু পর্যন্ত।

ভিলাজ : কিন্তু…ফুল ছাড়া আর ত কিছুই তৈরি নেই : না ছুরি না বেয়নেট, না নদী, না বন্দুক। তোমাদের নিকেশ করতে হলে তোমাদের

গলাটা ত কাটতে হবে ?

যে রাণী সেজেছিল : দরকার নেই। আমরা অভিনেতা, আমাদের খুন করাটা হবে আবেগ দিয়ে। [রাজসভার চারজন কালোকে] আপনাদের মুখোশ পরুন। [তারা মুখোশ পরে] [আরশিবাল্দকে] আমাদের ধরিয়ে দিলেই চলবে। আপনি তৈরি ?

আরশিবাল্দ : শুরু করুন।

রাণী : [উঠে দাঁড়িয়ে] শ্রীগভর্ণর আপনার পালা।

ফেলিসিতে : কিন্তু এখনও আমাদের বাকযুদ্ধ শেষ হয়নি। সবচেয়ে সুন্দর সংলাপ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না। এখনও নিগ্রোদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলার আছে।

রাণী : আমি যাত্রাটা শেষ করেছি, বড্ডো সময় লেগেছে, গরমটা অসহ্য, চলে যেতেই ভালো লাগবে···

ফেলিসিতে : এখন থেকে সাদা বলতে কি বোঝাবে সেটা অন্তত শুনে যান।

রাণী : সময় নষ্ট করবেন না। আপনার বক্তৃতা শেষ হবার আগেই আমরা পালিয়ে যেতে পারি।

ফেলিসিতে : যদি আমরা যেতে দি !

রাণী : আপনারা কি বোকা। আপনারা কি লক্ষ্য করেননি যে, আমরা মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি। আমরা নিজেরাই ভণ্ড আনন্দ নিয়ে তার কাছে যাচ্ছি।

ফেলিসিতে : আপনারা আত্মহত্যা করছেন ?

[সমস্ত নিগ্রোরা, রাজসভাসহ মুক্তির হাসি হেসে ওঠে, শুধু রাণী হাসে না।]

রাণী : বিজয়ের অহংকার থেকে বঞ্চিত করবার জন্য আমরা মৃত্যুকে বেছে নিচ্ছি যাতে তোমরা অন্ধকার দিয়ে একটা জাতিকে পরাজিত করবার গর্ব করতে না পার।

ফেলিসিতে : সর্বদাই আমরা···

রাণী : [প্রাধিকার নিয়ে] চুপ কর। কথা বলা ও হুকুম দেওয়াটা আমারই অধিকারে। [গভর্ণরকে] আপনাকে আগেই বলেছি, আপনি বলুন।

গভর্ণর : এমন অবস্থায় আমরা সাধারণত লটারী করি···

রাণী : ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এই বর্বরদের দেখান যে আমাদের নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে চিন্তার দ্বারা আমরা মহান ও যে সব সাদারা দেখছেন তাঁদের অশ্রুর যোগ্য পাত্র।

আরশিবাল্দ : না না, আত্মহত্যা করবেন না। শ্রীগভর্ণর থামুন। আমরা

যেটা চাই সেটা হল আপনাদের মারা, আপনাদের ময়দার সাদাটাকে ও সাবানের ফেনাটাকে পর্যন্ত মারতে।...

রাণী : হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি। [গভর্ণরকে] শুরু করুন।

গভর্ণর : [মেনে নিয়ে] ঔপনিবেশিকতার দিক দিয়ে, আমি আমার পিতৃভূমির সেবা করেছি। [এক চুমুক রাম খায়] আমি লক্ষ লক্ষ ডাক নামে ভূষিত হয়েছি যা আমাদের রাণীর আস্থা ও জংলীদের ভয়কে প্রমাণিত করে। আমি মরব, কিন্তু প্লেগ ও কুষ্ঠর চেয়েও রোগা ও ক্রোধ ও ক্ষোভে ফুলে ওঠা দশ লক্ষ কিশোরের জয়ধ্বনির মধ্যে তা ঘটবে। [এই সময়, গভর্ণর নাটকের গোড়ায় যেমন করেছিল, তেমনি পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে পড়ে] আমি যখন তোমাদের বর্শা দ্বারা গোপনে বিদ্ধ হয়ে পড়ে যাব, তখন ভালো করে লক্ষ্য কর, আমার স্বর্গ গমন দেখবে। আমার মড়াটা মাটিতে পড়ে থাকবে কিন্তু আমার আত্মা ও দেহ আকাশে উঠে যাবে। তা দেখে তোমরা ভয়ে মরবে। তোমাদের পরাজিত করবার জন্য ও পৃথিবীকে তোমাদের ছায়া থেকে মুক্তি দেবার জন্য এই উপায়টি আমি বেছে নিয়েছি। গোড়ায় তোমরা ফ্যাকাশে হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে তারপর মরে যাবে। আমি মহান। [সে কাগজটা পকেটে রাখে] অপূর্ব, ভয়াল। [চুপ করে, তারপর] কি, তোমরা বলছ যে আমি কাঁপছি? তোমরা খুব ভালো করেই জানো যে, এটা সৈনিকের চরিত্র। বেশ, তাই হোক, আমার অদম্য বুকে লক্ষ করো। আমি নিঃসন্তান অবস্থায় মরছি... কিন্তু তোমাদের ভদ্রতার ওপর ভরসা আছে যে তোমবা এই রক্তের দাগওয়ালা উর্দীটা সেনাবাহিনীর যাদুঘরে রাখবে। চলুক গুলি।

[ভিলাজ রিভলবারের ঘোড়া টেপে, কোনো শব্দ হয় না। গভর্ণর পড়ে যায়।]

আরশিবাল্দ : [মঞ্চের মাঝখানটা দেখিয়ে] না, এখানে মর।

[আরশিবাল্দ গোড়ালী দিয়ে একটা পটকা ফাটায়। গভর্ণর উঠে মঞ্চের মাঝখানে এসে পড়ে যায়।]

গভর্ণর : আমার লিভার ফাটছে আর হৃদয় দিয়ে রক্ত পড়ছে।

নিগ্রোরা : [হাসিতে ফেটে পড়ে তারপর মুরগীর ডাক নকল করে] কোঁকর কোঁ।

আরশিবাল্দ : নরকে যাও। [রাণীকে] পরের জন।

[ভিলাজ ও ভ্যার্তু নিগ্রোদের দল থেকে আলাদা হয়ে মঞ্চের বাঁ দিকে সামনের দিকে এগোতে থাকে। ভ্যার্তু ন্যাকামীর ভান করে।]

ভিলাজ : তোমার জন্য সেন্ট নিয়ে আসব…

ভ্যার্তু : আর কি আনবে ?

ভিলাজ : বুনো স্ট্রবেরী।

ভ্যার্তু : তুমি বোকা। কে স্ট্রবেরী তুলতে যাবে ? তুমি ? উবু হয়ে পাতার নিচে ওগুলো খুঁজতে…

ভিলাজ : তোমায় খুশি করার জন্য করব, আর তুমি ·

ভ্যার্তু : আমার গর্ব ? আমি চাই যে তুমি আমার জন্য আনো ··

[জজের সংলাপের মধ্যে তাদের ন্যাকামীটা চলবে]

জজ : [উঠে দাঁড়িয়ে] আমি বুঝেছি। আমি বাক্যজাল বিস্তার করব না, খুব ভালো করেই জানি তার পরিণতি। আমি আইনের একটা খসড়া করেছি ; তার প্রথম প্যারাগ্রাফ আঠেরই জুলাইয়ের আইন। আর্টিকেল এক। ঈশ্বর মরে যাওয়ার ফলে, কালো রঙ আর পাপ বলে গণ্য হবে না : এটা হয়ে গেল অপরাধ ··

আরশিবাল্দ : আপনার মাথাটা টুকরো করে কাটা হবে।

জজ : আপনাদের সে অধিকার নেই…[দুম করে একটা শব্দ শোনা যায়]

আরশিবাল্দ : নরকে যাও। [জজ আস্তে আস্তে গভর্ণরের ওপর পড়ে যায়: তার পড়বার মুহূর্তে নিগ্রোরা একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে।]

নিগ্রোরা : কোকর-কোঁ।

আরশিবাল্দ : পরের জন।

ভ্যার্তু : [ভিলাজকে, এখন তারা একেবারে মঞ্চের বাঁ দিকে] আমি অনেকদিন ধরে তোমায় ভালোবাসতে সাহস পাচ্ছিলাম না।

ভিলাজ : তুমি আমায় ভালোবাসতে ?

ভ্যার্তু : আমি শুনতাম। লম্বা পা ফেলে তোমার আসার শব্দ শুনতাম। জানলায় ছুটে গিয়ে পর্দার আড়াল থেকে তোমায় যেতে দেখতাম…

ভিলাজ : [কোমল ও তীব্র ব্যঙ্গ নিয়ে] বৃথা চেষ্টা। আমি হেঁটে যেতাম, অন্যমনস্ক পুরুষ, কোনো দিকে না তাকিয়ে…কিন্তু রাতে তোমার বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে আসা আলোর রশ্মিটাকে হঠাৎ ধরতে আসতাম। আমার জামা ও চামড়ার মাঝে সেটাকে নিয়ে চলে যেতাম।

ভ্যার্তু : তার আগেই তোমার ছবিটা নিয়ে শুয়ে পড়তাম। অন্য মেয়েরা তাদের প্রেমিকের ছবি বুকে বা চোখে রাখে। তোমারটা আমি দাঁতের মাঝে রাখতাম, ওটাকে কামড়াতাম।

ভিলাজ : সকালে গর্ব ভরে তোমার কামড়ানোর দাগগুলো দেখাতাম…

ভ্যাণ্ড্র : [তার মুখে হাত দিয়ে] চুপ কর।

যাজক : [উঠে দাঁড়িয়ে] এই নরক, সেটা আমিই তোমাদের কাছে এনেছি, তাতে আমাকেই ঠেলে দিতে তোমরা সাহস কর? বন্ধুগণ এটা হাস্যকর! নরক আমাকে মানে। আমার আংটি পরা হাতের ইঙ্গিতে তার দরজা খোলে বা বন্ধ হয়। বিবাহিতদের আশীর্বাদ করেছি, নিগ্রোর বাচ্চাদের ব্যাপটাইজ করেছি, কালো বিশপদের ব্যাটেলিয়ানগুলোকে হুকুম দিয়েছি, আর একজন ক্রুশবিদ্ধের বাণী তোমাদের কাছে এনেছি। আমি তোমাদের কথা বুঝতে পারি—কারণ গীর্জা যদি সব ভাষা বলতে পারে, তাহলে তো সেগুলো বুঝতেও পারে খ্রীষ্টের গায়ের রংয়ের জন্য তোমরা তাঁকে দোষ দাও। ভেবে দেখা যাক। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন কালো রাজা, অল্প বস্তর বেতাল, তাঁকে পুজো করতে এসেছিল…[হঠাৎ থেমে যায়, অনড় নিগ্রোদের দিকে তাকায়, বোঝা যায় যে ভয় পেয়েছে। পাগলের মতো] না, না। মহাশয়রা, মহাশয়ারা আপনাদের মিনতি করছি! ওটা বড্ডো বিচ্ছিরি হবে। স্বর্গের কুমারী মাতার নামে বলছি, আপনাদের স্বামীদের জন্য, আপনাদের ভায়েদের জন্য, আপনাদের প্রেমিকের জন্য এগিয়ে আসুন। মহাশয়রা, না, ওটা নয়! প্রথমত আমি ওতে বিশ্বাস করি না। না, ওতে বিশ্বাস করি না। নরক, যেটা আমি তোমাদের কাছে এনেছি…। তোমাদের বেতালদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি, ক্ষমা কর। আপনাদের বেতাল নয়, তান্ত্রিক আপনাদের ধর্ম-রক্ষক। —আমি ঠাট্টা করেছি, পাষণ্ডতা করেছি, আমার শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু ওটা নয়।…মিনতি করছি… ইঙ্গিতটা করবেন না…পদ্ধতিটা বলবেন না… না, না…[নিগ্রোরা ক্রমশ চিত্রবৎ ভাবলেশহীন হয়ে যায়। হঠাৎ যাজক ক্লান্ত হয়ে যায়, আর কাঁপে না, ভালো ভাবে নিশ্বাস নেয়, যেন হাল্কা হয়ে গেছে, প্রায় হাসি মুখ, হঠাৎ] হাম্বা… হাম্বা…! [এই ভাবে হাম্বা হাম্বা করতে করতে গরুর মতো হামা দিতে দিতে ঘাস খাওয়ার ভান করে, নিগ্রোদের পা চাটতে যায়, তারা পিছিয়ে যায়, যেন ভয় পেয়েছে।]

আর্চিবাল্দ : ঢের হয়েছে! কসাইখানায় যাও।

[যাজক উঠে গভর্ণর ও জজের ওপর পড়তে যায়।]

যাজক : [পড়বার আগে বিকৃত গলায় চিৎকার ক'রে] খোজা। আমি খোজা! অন্তকরণকে উঁচু, দৃঢ় ও খাড়া করে আছি।

আরশিবাল্‌দ : পরের জন।

ভ্যালেট : [উঠে কাঁপতে কাঁপতে] তোমরা আমায় মারবে? তোমরা জান, দেহের কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি না, কারণ আমি শিল্পী ছিলাম। আর, এক অর্থে তোমাদের দলেই ছিলাম, গভর্ণর জেনারেল ও তার সাঙ্গো পাঙ্গোদের বলি। তোমরা বলবে আমি ওদের শ্রদ্ধা করতাম? হ্যাঁ ও না। আমি ভীষণ বেপরোয়া ছিলাম। ওদের চেয়ে তোমরা অনেক বেশি আমায় আকর্ষণ করতে। যাই হোক, কাল যা ছিলাম আজ আমি তা আর নেই, কারণ আমি বেইমানি করতেও জানি। তোমরা যদি চাও তাহলে পুরোপুরি দলে না ভিড়েও, একেবারে···আমি পারি···

রাণী : [ভ্যালেটকে] অন্তত ওদের বল যে আমাদের বাদ দিয়ে ওদের বিপ্লবের কোনো অর্থই নেই এবং এমনকি তা হতও না···

ভ্যালেট : [কাঁপতে কাঁপতে] ওরা আর কিছুই বুঝতে চায় না। [নিগ্রোদের] আমি কারিগরীর গোপন কথাগুলো তোমাদের কাছে নিয়ে আসব, অনেক প্ল্যান······

[তাকে ভয় দেখানোর জন্য নিগ্রোরা পা ঠোকে ও হাতে তালি দেয়। ভ্যালেট পালায় ও গভর্ণর, জজ ও যাজকের মৃতদেহ যে ঢিবিটা করেছে তাতে পড়ে— নিগ্রোরা তাদের সুরে বাঁধা হাসি হাসে।]

আরশিবাল্‌দ : নরকে যাও।

রাণী : [রাজকীয়ভাবে উঠে] তোমরা খুশি ত? দেখ আমি একা। [একটা পটকা ফাটার শব্দ] এবং মৃত। আমার বিখ্যাত আত্মীয়ার মতো নিহত। আমিও নরকে যাব। সেখানে আমার মৃতদেহের দলটাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব যাদের তোমরা হত্যা করা বন্ধ করবে না এবং যাদের তোমরা বাঁচিয়ে রাখা বন্ধ করবে না তাদের মারবার জন্য। বা জেনে রাখ শুধু তোমাদের জন্যই আমরা দোষ করেছি। আমার রূপকে পরিণত করা তোমাদের পক্ষে সহজই হয়েছিল, কিন্তু আমি বেঁচেছি, কষ্ট পেয়েছি এই রূপকে পরিণত হবার জন্য···আর এমনকি, আমি ভালোবেসেছি·· ভালোবেসেছি। [হঠাৎ স্বর পাল্টে আরশিবাল্‌দের দিকে ঘুরে] কিন্তু মহাশয়, আমায় বলুন। এই নিগ্রোটা [দিউফকে দেখায়] যে একটা মৃতদেহকে মারবার জন্য আপনাদের খুঁটি হয়েছিল এবং যেহেতু প্রচলিত রীতিটা হল এই যে একবার মরবার পর এই মৃতদেহগুলো স্বর্গে যায়, আমাদের বিচার করবার জন্য···

নেজ : [হেসে] আর নরকে যাবার জন্য তাড়াহুড়ো করে।

রাণী : মাদমোয়াজেল, মেনে নিলাম, কিন্তু আমার মৃত্যুর আগে অন্তত বলুন যে, এ আমাদের হৃদয়ে কি হয়ে উঠল ? কি অধিকারে ওর সাজটা আপনারা মুছবেন, কোন উচণ্ড ঘৃণা দিয়ে ? ও কিসের ছবি হয়ে উঠল, কিসের প্রতীক ? [সবাই মন দিয়ে শুনছে, এমন কি যারা মরে মাটিতে পড়ে ছিল, তারাও মাথা তোলে রাণীর কথা শোনবার জন্য।]

গভর্ণর : [মাটিতে শুয়ে] আঁ কে ? কোনো অন্য রাজকুমার ?

[মনে হয় নিগ্রোরা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।]

দিউফ : [অত্যন্ত কোমলভাবে] শ্রীআরশিবালদ ! একটুও বিচলিত হবেন না। যেখানে আমি আছি সেখান থেকে সব শুনতে পাচ্ছি।

আরশিবালদ : [একটু চুপ ক'রে থেকে] মা ছাড়া সংগ্রহটা সম্পূর্ণ হয় না। [দিউফকে] যেসব বীরেরা আমাদের মেরেছে ভেবে আমাদের রোষ ও পিঁপড়েদের ভক্ষ হয়েছে, কাল ভবিষ্যৎ উৎসবগুলোতে তুমি তাদের মা সাজবে।

[যারা নিচে দাঁড়িয়েছিল তারা দিউফকে সেলাম করে, দিউফ প্রতি-সেলাম করে, তারপর দিউফ মৃতদের নকল ক'রে তাদের মধ্যে শুয়ে পড়ে।]

দিউফ : [মৃতদের] তোমাদের দাস বানাবার জন্য তোমাদের মধ্যে নামছি, এটা লেখা আছে। [সে ব্যালকনী থেকে চলে যায়]

রাণী : [আরশিবালদকে, মুগ্ধ হয়ে] তোমরা কেমন ভালো ঘৃণা কর। [একটু সময় যায়] আমি কত ভালোবেসেছি আর এখন, মরছি, স্বীকার করতেই হবে, একজন বিশাল নিগ্রো আমায় মারুক এই কামনার দ্বারা আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হোক। উলঙ্গতা, তুমি আমায় জয় করেছ।

নেজ : [কোমল ভাবে] মাদাম, আপনার যাওয়া উচিত। আপনার রক্তক্ষয় হচ্ছে আর মৃত্যুর সিঁড়িটা দীর্ঘ, আর দিনের মতো স্বচ্ছ। ফ্যাকাশে, সাদা।

রাণী : [রাজসভাকে] ওঠ। [চারজনেই উঠে দাঁড়ায়] আমার সঙ্গে নরকে এস। আর যেন ঠিক ভাবে সব হয়।

আরশিবালদ : [তাদের থামিয়ে] এক মিনিট। অভিনয়টা শেষ হচ্ছে আর আপনারা হারিয়ে যেতে যাচ্ছেন। আপনারা ভালো অভিনয় করেছেন। [নিগ্রোরা মুখোশ খুলে অভিবাদন করে] আপনারা ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, অবশ্য সেটার দরকার ছিল। অভিজাত বস্তু নিয়ে দ্রষ্টব্য মঞ্চ

করবার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু হয়ত বা কারোর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, শূন্য ও শব্দের এই ইমারতটা কাকে লুকিয়ে রাখতে পারে : লোকে যা চায় আমরা তাই, আমরা শেষ পর্যন্ত তাই-ই অসঙ্গত ভাবে হব। বেরবার জন্য মুখোশগুলো পরে নিন। আর যেন ওদের নরকে নিয়ে যাওয়া হয়।

রাণী : [নিগ্রোণীদের দিকে ঘুরে] বিদায়, তোমাদের ভালো হোক। আশা করি তোমাদের সবই যেন ভালোভাবে চলে। আমরা অনেকদিন বেঁচেছি, অবশেষে বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি। [ফেলিসিতের অধৈর্য ভঙ্গির উত্তরে] যাচ্ছি, কিন্তু তোমরা কি বলবে যে, লার্ভা বা পিপীলিকা-ভুকেদের মতো আমরা মাটিতে অসাড় থাকব, আর যদি একদিন···দশ হাজার বছরে···

[তারা ডানদিক দিকে বেরিয়ে যায়। মঞ্চে ভ্যার্তু ও ভিলাজ ছাড়া বাকি নিগ্রোরা আস্তে আস্তে বাঁ-দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।]

ভিলাজ : [ভ্যার্তুকে, মনে হয় যেন ঝগড়া করছে] তোমার হাতটা যদি আমার হাতে নিতে চাই ? যদি তোমার কাঁধ জড়িয়ে ধরতে চাই—আমায় সেটা করতে দাও—তোমায় যদি জড়িয়ে ধরি ?

ভ্যার্তু : [ভিলাজকে] সব পুরুষই তোমার মতো : নকল করে। তুমি অন্য কিছু নকল করতে পার না ?

ভিলাজ : তোমার জন্য সব কিছু আবিষ্কার করতে পারি—ফুল, আরও টাটকা কথা, দুচাকা-ওয়ালা ঠেলা গাড়ি, বিনা বিচির কমলালেবু, তিন জনের জন্য খাট, একটা ছুঁচ যেটা ফোটে না, কিন্তু প্রেমের ভঙ্গি বড্ডো শক্ত—বেশ, যদি তুমি চাও—

ভ্যার্তু : তোমায় সাহায্য করব। অন্তত, যেটা নিশ্চিত সেটা হল তুমি আমার সোনালী লম্বা চুলে তোমার আঙুল চালাতে পারবে না——

[যে কালো পর্দাটা মঞ্চের পিছনে ছিল সেটা উঠে যায়। নিগ্রোরা এবং রাজসভার সবাই বিনা মুখোশে সাদা চাদর ঢাকা দেওয়া শবাধারের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। 'ডন জোয়ান'-এর প্রথম মনুয়ের তাল বাজে। দর্শকের দিকে পিঠ দিয়ে ভিলাজ ও ভ্যার্তু হাত ধরাধরি করে সেদিকে এগোয়। পর্দা পড়ে যায়।]

লে ফুঁবুল

মাদারী

চুমকী হল মাঝখানে ছেঁদাওয়ালা সোনালী ধাতুর একটা ছোট চাকতী। পাতলা আর হাল্কা সেটা জলে ভাসে। কখন কখন তার দু একটা মাদারীর চুলে আটকে থাকে।

এই প্রেম—প্রায় আশাহীন, কিন্তু মমতায় ভরা—ঐ লোহার তারটা তোমাকে বহন করার যতটা জোর তোমায় দেখাবে ততটা প্রেমই তোমাকে ঐ লোহার তারকে দেখাতে হবে। আমি বস্তুদের জানি, তাদের চতুরতা, নিষ্ঠুরতা এবং কৃতজ্ঞতাকে জানি। তারটা মৃত ছিল—বা তুমি যদি চাও, বধির, অন্ধ—এই দেখ : সেটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে ও কথা বলছে।

তুমি তাকে প্রায় দৈহিকভাবে ভালোবাসবে। রোজ সকালে রেওয়াজের সময় যখন সেটা টান টান এবং স্পন্দিত তখন যাও গিয়ে তাকে চুমু খাও। তাকে বলো যে সে যেন তোমায় ধরে রাখে এবং সে যেন তোমার হাঁটুর পেশীর লাবণ্য ও ক্ষিপ্রতা তোমাকে দান করতে রাজী হয়। খেলা হয়ে যাবার পর তাকে ধন্যবাদ দাও, সেলাম কর। পরে, যখন সেটা তার বাক্সে গুটোনো আছে তখন রাতে তার সঙ্গে দেখা কর, তার গায়ে হাত বুলোও। আর মিষ্টি করে করে তার গালে গাল রাখ। কোনো কোনো রিংমাস্টার হিংস্রতাকে ব্যবহার করে। তোমার তারকে বশ্যতা স্বীকার করাতে চেষ্টা করতে পার। সাবধান। লোহার তার প্যান্থার আর দর্শকের মতো রক্ত ভালোবাসে। বরং তাকে পোষ মানাও।

একজন কামার—একমাত্র একজন পাকা গোঁফওয়ালা, বৃষস্কন্ধ কামার এমন ব্যবহার করতে পারে—এমনিভাবেই প্রতি সকালে সে তার হাপরকে বলত—আয় মাগী।

দিনের শেষে সে তার পুরু হাতের থাবা দিয়ে হাপরকে আদর করত। হাপর সেটা অনুভব করত, তার সুখানুভূতিটা কামার বুঝত।

তোমার লোহার তারকে, তোমার নয়, তার সবচেয়ে সুন্দর অভিব্যঞ্জনা দিয়ে ভরাও। তোমার লাফ, তোমার ডিগবাজি, তোমার নাক, মাদারীদের চলতি ভাষায় হপ্, সেলাম, ডেস্কজাম্প ডিগবাজি ইত্যাদি ; তুমি উজ্জ্বল বলে এগুলো করতে তুমি যে সক্ষম হবে তা নয়, তুমি সক্ষম হবে তার কারণ ঐ তারটা, যেটা মৃত ও মূক ছিল সেটা অবশেষে গান করছে তাই। তোমার নির্ভুল ভঙ্গি যদি তোমার গৌরবের জন্য না হয়ে তার গৌরবের জন্য হয় তাহলেই লোহার তার

তোমাকে সাহায্য করবে।

যাতে দর্শক মুগ্ধ হয়ে তাকে সাধুবাদ দেয়।

—কি অদ্ভুত তার, কেমন ভাবে সে নাচিয়েকে ধরে রেখেছে, তার প্রতি তারের কী ভালবাসা।

নিজের দিক থেকে তারটা তোমাকে আশ্চর্য নর্তক করে তুলবে।

মাটি তোমায় টলমল করাবে।

তোমার আগে কে বুঝেছিল যে কী গভীর বিষণ্ণতা ঐ সাত মিটার তারের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল? আর সে নিজে নিজেই এক নর্তককে তার ওপর নাচাতে নাচাতে শূন্যে ডিগবাজি খাওয়াতে জানত? তুমি ছাড়া আর কেউই নয়। তাই তার কৃতজ্ঞতা ও আনন্দকে জেনো।

যখন তুমি মাটিতে হাঁটছ তখন তুমি যদি পড়ে গিয়ে আহত হও তাহলে আমি মোটেই আশ্চর্য হব না। রাস্তার চেয়ে তার অনেক নিরাপদে তোমায় বহন করবে।

খেলার ছলে লোকটির ব্যাগ খুলে ঘাঁটছিলাম। পুরনো ফটো, মাইনের রসিদ ও বাসের পুরনো টিকিটের মধ্যে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ পেলাম, যার ওপরে অদ্ভুত চিহ্ন আঁকা: একটা সোজা লাইন, যেটা তারের চিহ্ন। তার ওপর ডানদিকে বাঁকা দাগ আর বাঁদিকে সোজা দাগ—এগুলো হল তার পা বা বরঞ্চ বলা যায় যে তার পা ফেলার জায়গা, এইভাবে সে পা ফেলবে। আর ঐ দাগের পাশে একটা করে সংখ্যা। কারণ একটা শিল্প যা সে এলোমেলো ও বাস্তবিক ভাবে কাজ চালানোর জন্য শিক্ষা পেয়েছে সেই শিক্ষাতে যে অনুশীলন ও নিয়মানুবর্তিতা আরোপ করবার জন্য খাটছে, সে জিতবে। সে পড়তে পারুক বা না পারুক তাতে কি যায় আসে? তাল ও লয় গোনবার পক্ষে সে সংখ্যাকে ভালো করেই চেনে। কৌশলী ব্যবসাদার জোয়ানোভিসি, নিরক্ষর জুবা বেদে, আমাদের কোনো একটা যুদ্ধের সময় কালোয়ারী ব্যবসা করে কোটিপতি হয়েছিল।

"মৃত্যুর মতো একটা নিঃসঙ্গতা"······

বার-এ তুমি আড্ডা মারতে পার, যার তার সঙ্গে মাল খেতে পার। কিন্তু দেবদূত এত্তেলা পাঠাচ্ছে তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য একা থাক। আমাদের কাছে দেবদূত হল ঝকঝকে রঙ্গভূমি। কটা ভাসের মতো তোমার একাকিত্ব হল উজ্জ্বল আলো আর লক্ষ লক্ষ চোখের অন্ধকার দিয়ে তৈরি যে চোখগুলো

তোমায় বিচার করে, সন্দেহ করে এবং তোমার পতনের আশায় থাকে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, তুমি মরুভূমির মতো নিঃসঙ্গতার ওপর ও সেটার মধ্যে নাচবে, চোখ বেঁধে, যদি পার তো চোখের পাতা বন্ধ করে। কিন্তু কোনো কিছুই— না হাসি না হাততালি, শুধুমাত্র তোমার নিজের ভাবমূর্তির জন্য নাচা থেকে তোমাকে বিরত করতে পারবে না। তুমি শিল্পী—হায়—নিজের চোখের চারপাশে গভীর খাদকে তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। নার্সিসাস নাচছে? কিন্তু এটা বলতে যে ছলনা, অহংকার ও আত্মপ্রেমকে বোঝায় তার থেকে এটা একেবারেই আলাদা জিনিস। এটা কি মূর্তিমান মৃত্যু? তাহলে একা নাচো। ফ্যাকাশে, নীল নিজের ভাবমূর্তির দ্বারা পছন্দ বা অপছন্দ হওয়ার জন্য উৎসুক: বা তোমার ভাবমূর্তিই তোমার জায়গায় নাচবে।

যদি কৌশল ও চাতুরী নিয়ে তোমার প্রেম তারের গোপন সম্ভাবনাগুলিকে আবিষ্কার করবার পক্ষে যথেষ্ট মহান হয়, তোমার ভঙ্গিগুলির সঠিকতা যদি যথার্থ হয়, তাহলে তার তোমার চামড়া-মোড়া পায়ের কাছে ছুটে আসবে: তুমি নাচবে না, নাচবে লোহার তারটা। কিন্তু যদি তা গতিহীন নাচ নাচে আর যদি তোমার ভাবমূর্তি তোমায় দিয়ে লাফ দেওয়ায় তাহলে কোথায় তুমি?

মৃত্যু—সে মৃত্যুর কথা আমি বলছি—পড়ে যাবার পর যেটা ঘটবে তার কথা বলছি না, সেটা হল যেটা তারের ওপর তোমার আবির্ভাবের আগে ঘটে। তারের ওপর ওঠার আগেই তোমায় মরতে হবে। যে নাচবে সে হবে মৃত—সমস্ত সৌন্দর্যের দ্বারা চিহ্নিত, সবকিছুই করতে সক্ষম। তুমি যখন আবির্ভূত হবে তখন এক ধরনের ফ্যাকাশে রং—না আমি ভয়ের কথা বলছি না বরং তার উল্টো, এক অপরাজেয় হঠকারিতায় এক ধরনের ফ্যাকাশে রং তোমায় আবৃত করবে। রং ও চুমকী সত্ত্বেও তোমায় ফ্যাকাশে লাগবে, তোমার হৃদয় ফ্যাকাশে। এমনিভাবেই তোমার সঠিকতা যথার্থ হবে। কিছুই তোমায় মাটির সঙ্গে বেঁধে রাখতে পারবে না বলে ভূপাতিত না হয়ে তুমি তারের ওপর নাচতে পারবে। কিন্তু আবির্ভূত হবার আগে মৃত্যুর জন্য সজাগ থেক, তারের ওপর একজন মৃত যেন নাচে।

আর তোমার ক্ষতটা কোথায়? আমি জানতে চাই যে সেই গোপন ক্ষতটা কোথায় থাকে, কোথায় সে লুকিয়ে থাকে যেখানে সমস্ত লোক আশ্রয় নেয় যখন মানুষের অহঙ্কারকে কেউ ছোঁয়, যখন কেউ কাউকে আঘাত দেয়? এই ক্ষত—যা হয়ে ওঠে বিবেকের বিচারালয়—এটাকে তা ফুলিয়ে তুলে

উদ্ঘাট করবে। সবাই এর কাছে যেতে পারে, এই ক্ষত হয়ে উঠতে পারে, এক ধরনের গোপন ও বেদনা-কাতর হৃদয়। আমরা যদি লোভী ও চকিত-দৃষ্টি চলমান নারী বা পুরুষ—কুকুর, পাখি, একটা হাঁড়ি ইত্যাদি দেখি—তাহলে এই একঝলক দৃষ্টিই আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার ভাবে সেই ক্ষতটা উদ্ঘাটিত করবে যার মধ্যে বিপদ কালে তারা গুটিয়ে যায়। কী বলছি? তারা তার মধ্যেই তার দ্বারা ব্যস্ত হয়ে আছে - যার রূপটি তারা নিয়েছে—এবং তার জন্য এই রূপ, নিঃসঙ্গতা, এই দেখ সবকিছুই কাঁধের নমনীয়তার মধ্যে, যা দিয়ে তারা নিজেরা যা তাই করে, তাদের সমস্ত জীবন তাদের মুখের একটা পাজি কুঞ্চনের মধ্য দিয়ে বহে চলে যার বিরুদ্ধে তারা কিছু করতে চায় না এবং করতে পারেও না কারণ তারা এটার দ্বারাই এই পূর্ণ ও অসমাযোজ্য নিঃসঙ্গতাকে জানতে পারে—হৃদয়ের এই দুর্গ যার মধ্যে এই নিঃসঙ্গতাই পরিণত হতে পারে। ঐ মাদারী, যার কথা আমি বলছি, তার করুণ চাহনিতে এটা দেখা যায় যে তা এক দুঃখী, অবিস্মরণীয় শৈশবের ছবি ফুটিয়ে তোলে, যে শৈশবে সে জানত যে সে পরিত্যক্ত।

এই ক্ষতের মধ্যে—যেটা সারে না কারণ সে নিজেই তাই—এবং এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে তাকে দ্রুত ঢুকে যেতে হবে, সেখানেই সে তার শিল্পের প্রয়োজনীয় জোর, সাহস এবং পটুত্বকে আবিষ্কার করবে।

তোমার কাছ থেকে একটু মনোযোগ চাইছি। দেখ, নিজেকে আরও ভাল ভাবে মৃত্যুর কাছে পৌঁছে দিতে হলে, যাতে তা তোমার মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় হয়ে বাস করে তার জন্য নিজের স্বাস্থ্যকে অটুট রাখতে হবে। সবচেয়ে ছোট অসুখও তোমাকে আমাদের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। এই যে অনুপস্থিতির সমষ্টি তুমি হতে যাচ্ছ, সেটা ভেঙে যাবে। এক ধরনের স্যাঁতস্যাঁতেমির নোনা তোমায় অধিকার করবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্নবান হও।

যদি আমি ভোগ এড়াবার উপদেশ দিই, যদি তোমায় একটু নোংরা থাকতে বলি, কোঁচকান জামাকাপড় ও ছেঁড়া জুতো পরতে বলি, তার কারণ হল, সন্ধ্যায় আসরে তোমার মূলচ্যুতিটা যেন সবচেয়ে ভালোভাবে হয়, যাতে তোমার সারাদিনের আশা উৎসবের আগমনে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে, যাতে এই আপাত দারিদ্র্য ও উজ্জ্বল আবির্ভাবের ভেতরের দূরত্বটি এমন এক উত্তেজনার সৃষ্টি করে যার ফলে নাচটি হয়ে ওঠে একটি চিৎকার বা একটি অব্যাহতি, কারণ সার্কাসের আসল বাস্তবটি ধুলোর স্বর্ণরেণুতে পরিণত

হওয়ার মধ্যেই নিহিত, কিন্তু যে এই শ্লাঘ্য ভাবমূর্তিকে ছুঁতে চায় তাকে হতে হবে মৃত, বা যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে তাকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে করুণার পাত্রের মতো চলাফেরা করতে হবে। এমন কি তোমায় আমি খুঁড়িয়ে চলতে উপদেশ দেব, ছেঁড়া ন্যাকড়া পর, গায়ে যেন উকুন থাকে এবং যেন তুমি দুর্গন্ধ ছড়াও। যে ভাবমূর্তির কথা বলছি, যেখানে এক মৃত্যু কাজ করে, সেটিকে উত্তরোত্তর আরও ঝকঝকে করে তুলতে চাইলে তুমি তোমার নিজত্বকে খর্ব কর। তুমি যেন অবশেষে শুধু মাত্র তোমার আবির্ভাবের মধ্যেই বেঁচে থাক।

এটা বলা নেহাৎই নিষ্প্রয়োজন যে একজন মাদারী যে মাটি থেকে আট-দশ মিটার উঁচুতে বিচরণ করে তাকে নিজেকে ভগবানের হাতে ছেড়ে দিতে হয় (মাদারীরা মাতা মেরীর হাতে) এবং তারা আসরে নামবার আগে বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে প্রার্থনা করে কারণ তারা মৃত্যুর দরজার চৌকাঠে। কবির মতোই শিল্পীকে বলব, তুমি যদি মাটি থেকে এক মিটার উঁচুতে নাচতে চাও তাহলে আমার উপদেশটা একই হবে। সেটা হল, তুমি বুঝেছ, এই মৃত্যুর মতো নিঃসঙ্গতা, এই নিরাশ ও উজ্জ্বল প্রদেশ থেকে শিল্পী তার কাজ করে।

একথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে তোমার মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। সার্কাসের নাট্যশাস্ত্র তা দাবি করে। এই খেলা—কবিতা, যুদ্ধ ও ষাঁড়ের লড়াইসহ একমাত্র নিষ্ঠুর খেলা যা পুরাকাল থেকে চলে আসছে। বিপদের প্রয়োজন আছে, তা তোমার পেশীগুলোকে সম্পূর্ণ সঠিকতায় পৌঁছতে বাধ্য করবে—একটা ছোট ভুল তোমার পতনের কারণ হবে, ফলে মৃত্যু বা অঙ্গহানি—এবং এই সঠিকতাই তোমার নাচের সৌন্দর্য। ভেবে দেখ: একটা থপথপে লোক তারের ওপর ডিগবাজি খেতে গিয়ে পড়ে মারা গেলে দর্শক খুব একটা আশ্চর্য হবে না, ওটা তারা ধরেই নিয়েছিল, প্রায় আশা করছিল। তুমি, এমন সুন্দর ভাবে তোমায় নাচতে জানতে হবে, এত ছন্দময় হবে তোমার নড়াচড়া যাতে তোমায় মহার্ঘ এবং দুষ্প্রাপ্য বলে মনে হবে, তাই যখন তুমি ডিগবাজি খাবার জন্য তৈরি হবে তখন দর্শক উৎকণ্ঠিত হবে, এই কথা ভেবে প্রায় ক্ষুব্ধ হবে যে এমন একজন শ্রীমণ্ডিত লোক মৃত্যুর ঝুঁকি নিচ্ছে। কিন্তু তুমি সক্ষম হবে এবং তারের ওপর ফিরে আসবে, তখনই দর্শক তোমায় অভিনন্দিত করবে কারণ তোমার কৌশল একজন অত্যন্ত মহার্ঘ নর্তকের পূর্বকারী মৃত্যু থেকে তোমায় রক্ষা করেছে।

যখন সে একা তখন যদি সে স্বপ্ন দেখে এবং যদি সে নিজেকে নিয়েই স্বপ্ন দেখে, হয়ত সে নিজেকে গৌরবমণ্ডিত দেখে এবং নিঃসন্দেহে লক্ষকোটি বার সে নিজের ভবিষ্যৎ ভাবমূর্তিটিকে ধরবার আপ্রাণ চেষ্টা করে : এক গৌরবময় সন্ধ্যায় সে তারের ওপর। অর্থাৎ সে নিজেকে যেমন ভাবে চায় সেটাই সে দেখতে চায়। নিজে যেমন হতে চায়, স্বপ্নে নিজেকে যে ভাবে দেখে তা হবার জন্য তাকে খাটতে হবে। এটা ঠিকই যে স্বপ্নে সে যা দেখে ও বাস্তবে তারের ওপর সে যা হবে তার মধ্যে বিস্তর ফাঁক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে সেটাকেই খোঁজে : আজ নিজের যে ভাবমূর্তিকে সে তৈরি করল ভবিষ্যতে সে তাই হতে চায়। এবং এরই জন্য, তারের ওপর উঠে সে আজ নিজের যে ভাবমূর্তি তৈরি করল ঠিক সেই ভাবমূর্তির অনুরূপ ভাবমূর্তিই কেবল দর্শকের স্মৃতিতে বাস করবে। অদ্ভুত পরিকল্পনা : স্বপ্ন দেখা. সেই স্বপ্নকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করে তোলা, যেটা অন্যের মাথায় আবার স্বপ্ন হয়ে যাবে।

এটাই হল ভয়াল মৃত্যু, ভয়াল দানব যে তোমাকে ধরবার তালে আছে, যারা মৃত্যুর দ্বারা বিজিত হয়েছে তাদের কথাই তোমায় বলছিলাম।

তোমার সাজ-পোশাক? অত্যধিক, উদ্ভট। তা যেন তোমার চোখকে চুল পর্যন্ত টেনে দেয়, নখগুলো রঙ করা থাকবে। সাধারণ ও ঠিক ভাবে ভেবে দেখলে, যে তারের ওপর হাঁটে বা পদ্যে নিজের ভাব প্রকাশ করে, সে কী হতে পারে? মহাপাগল। পুরুষ না নারী? নিশ্চিতভাবে বলা যায় অস্বাভাবিক। এই ধরনের কাজের অসাধারণত্বকে না বাড়িয়ে রং চং দিয়ে তাকে কমানোই ভালো : এটা খুবই সত্যি যে রং চং মাখা লোককে ঠিক বোঝা যায় না, যে ছাতা ছাড়া তারের ওপর হাঁটছে তাকে রাজমিস্ত্রী বা নোটারী পাব্লিক-এ পরিণত করার কথা কখনই কারোর মাথায় আসবে না।

অথচ প্রচুর রং চং মাখ, এত মাখ যে দেখলেই যেন গা বমি করে। তারের ওপর তোমার প্রথম চক্কর দেখেই লোকে বুঝতে পারবে যে চোখে বেগুনী রং লাগানো ঐ উদ্ভট লোকটা কেবল ওখানেই নাচতে পারে। নিঃসন্দেহে তারা নিজেদের বলবে, যে বৈশিষ্ট্য ওকে ঐ তারের ওপর নিয়ে গেছে তা হল ঐ টানা চোখ, রং করা গাল, সোনালী নখ, ওগুলো ওকে ঐখানে যেতে বাধ্য করে, ভগবানের দয়ায় কোনোদিনই ঐখানে যাব না!

আরও একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করা যাক।

মাদারী যদি তার কাজটা ভালোভাবে করতে চায় তাহলে তার পূর্ণ নিঃসঙ্গতার প্রয়োজন—যে নিঃসঙ্গতা এক শূন্যতা থেকে টেনে নেওয়া এবং যা যুগপৎ ঐ শূন্যতাকে ভরাট করবে ও তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলবে—কবি নিজেকে এমন এক ভঙ্গিতে প্রকাশ করবে যেটা তার পক্ষে সবচেয়ে বিপদজনক। নিষ্ঠুরভাবে সে তার চতুর্দিক থেকে সমস্ত কৌতূহলী, সব বন্ধু, সমস্ত নিমন্ত্রণকে এড়াবে ; এইসব জিনিস তার রচনাকে পৃথিবীর দিকে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। সে যদি চায় তাহলে সে যা করতে পারে তা হল : নিজের চারদিকে এমন গা বমি করা কালো গন্ধ ছড়াবে যে তার নিজেরই উদ্‌ভ্রান্ত লাগবে ও দম বন্ধ হয়ে আসবে। লোকে তার কাছ থেকে পালাবে। তার আপাত-অভিশাপ তাকে যে কোনো ঔদ্ধত্য করতে দেবে কারণ লোকের নজর তাকে বিরক্ত করবে না। এমনি ভাবেই সে একটা অবস্থায় যায় যেটা মৃত্যুর অধিকারে, মরুভূমি। তার কথার কোনো প্রতিধ্বনি হয় না। যা বলবে তা কারোর উদ্দেশে না হয়ে, জীবিতদের বোধগম্য হতেই পারবে না ; এটা একটা প্রয়োজন যা জীবন দাবি করে না আর তা মৃত্যুর দ্বারা আদিষ্ট।

নিঃসঙ্গতা, আগেই তোমায় বলেছি যে দর্শক না থাকলে তোমার তাকে পাওয়া সম্ভব নয়। কৃত্রিম উপায়ে—তোমার ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে, নিজের মধ্যে জগৎ সম্পর্কে ঔদাসীন্য আনতে হবে। তার ঢেউ যত উঠবে—ঠাণ্ডার মতো—পা থেকে শুরু করে উরু, পাছা, তলপেট—ততই তার শৈত্য তোমার হৃদয়কে ধরে জমিয়ে দেব।—না, না, আবার বলছি না, তুমি দর্শককে মজা দিতে আসনি, এসেছ তাকে হতবাক করে দিতে। স্বীকার কর যে তাদের এক অদ্ভুত অনুভূতি হবে—তা হবে হতবুদ্ধি, ত্রাস—যদি তারা বুঝতে পারে যে একটা শব তারের ওপর হাঁটছে।

…"তাদের শীতলতা তোমার হৃদয় অধিকার করে তাকে জমিয়ে দিচ্ছে"…
কিন্তু এবং এখানেই সবচেয়ে বিস্ময়কর, একই সময়ে এক ধরণের বাষ্প তোমার থেকে যেন বেরোয়, হাল্কা এবং যা তোমার তীক্ষ্ণতাকে না ঢাকে, তা আমাদের বুঝিয়ে দেবে যে তোমার কেন্দ্রে একটা চুল্লী আছে সেটা, এই যে ঠাণ্ডা মৃত্যু তোমার পা দিয়ে তোমার মধ্যে ঢুকেছে, সেটাতে সর্বক্ষণ আহুতি দিচ্ছে।

আর তোমার পোশাক ? যুগপৎ উগ্র ও পবিত্র। তা' হল সার্কাসের আঁট পোশাক, গেঞ্জীর তৈরি, টকটকে লাল। সেটা তোমার পেশীগুলিকে যথাযথ-ভাবে প্রতীয়মান করে, তা তোমায় আবৃত করে, তোমার দস্তানা হয়, কিন্তু

গলার কাছে গোল করে খোলা পরিষ্কারভাবে কাটা যেন আজ সন্ধ্যায় ঘাতক তোমার গলাটা কাটবে—ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত একটা স্কার্ফ, সেটাও লাল, কিন্তু তার খুঁট দুটো উড়বে—তাতে সোনালী জরি থাকবে, স্কার্ফ, বেল্ট, কলারের ধার, হাঁটুর ওপরের রিবন সবকিছুতেই সোনালী চুমকী বসান থাকবে। নিশ্চয়ই তুমি যাতে ঝকমক্ কর তার জন্য এই চুমকী, কিন্তু বিশেষভাবে তুমি যখন কানাতের আড়াল থেকে আসরে আসবে তখন যেন খারাপ ভাবে সেলাই করা কয়েকটা চুমকী খসে পড়ে সার্কাসের অপলকা চিহ্ন। দিনের বেলা যখন তুমি মুদি দোকানে যাবে তখন যেন দু-একটা চুমকী তোমার চুল থেকে খসে পড়ে। ঘামে তোমার কাঁধে এক আধটা চুমকী আটকে থাকবে।

তোমার পোশাকের নিচের দিকে, যেখানে সেটা তোমার অণ্ডকোষটাকে ঢেকেছে, সেখানে একটু উঁচু করে একটা সোনালী ড্রাগন এমব্রয়ডারী করা থাকবে!

আমি তোমায় কামেলিয়া মাইয়ারের কথা বলছি—কিন্তু সেই অপূর্ব মেক্সিকান কন কোলেম্নানোর কথাও তোমায় বলতে পারতাম, কী সুন্দর তার নাচ। কামেলিয়া মাইয়ার ছিল একজন আলেসানী। তাকে যখন দেখি তখন তার বয়স ছিল চল্লিশের মতো। মার্শাইতে পুরনো বন্দরের শান বাঁধানো উঠোনে তিরিশ হাত উঁচুতে সে তার খাটিয়েছিল। তখন রাত। স্পট লাইটের আলো তিরিশ হাত উঁচুতে ঐ সমান্তরাল তারটাকে আলোকিত করছিল। ওখানে পেঁছিবার জন্য একটা দুশ মিটার তার ঝুলছিল, সে ঐ তারটা বেয়ে ওখানে পেঁছিল। এই তারটার মাঝামাঝি জায়গায় এসে বিশ্রাম নেবার জন্য সে ঐ তারে হাঁটু রেখে তার হাতের লাঠির ওপর বসল। তার ছেলে (বছর ষোল বয়স) একটা উঁচু মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিল, সে সমান্তরাল তারটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা চেয়ার নিয়ে এল, কামেলিয়া মাইয়ার অন্যদিক থেকে সমান্তরাল তারটায় উঠল। উঠে এসে চেয়ারটা নিল যেটার কেবলমাত্র দুটো পায়া তারটার ওপরে ছিল, সেটার ওপর সে বসল। একা। সেখানে সে নাচছিল, একা··। তার নিচে, কামেলিয়া মাইয়ারের নিচে, সমস্ত মাথাগুলো হেঁট হয়ে গিয়েছিল, হাতগুলো চোখ ঢাকছিল। এমনিভাবে দর্শক মাদারীর প্রতি ভদ্রতা করতে অস্বীকার করছিল, যখন সে মৃত্যুর সঙ্গে মাখামাখি করছিল তখন তাকে থামাবার চেষ্টা করছিল।

—আর তুমি, ও প্রশ্ন করল, তুমি কী করছিলে?

—আমি তাকে দেখছিলাম, তাকে সাহায্য করবার জন্য, তাকে সেলাম করবার জন্য, কারণ রাতের কিনারায় সে মৃত্যুকে এনেছিল তার পতনে ও তার মৃত্যুতে তার সঙ্গে যাবার জন্য।

যদি তুমি পড়ে যাও তাহলে তোমার শ্রাদ্ধ রীতি অনুযায়ী হবে: সোনা আর রক্তের অঞ্জলি, সমুদ্র বা অস্তগামী সূর্য…। অন্য কিছুর আশা করা তোমার উচিত হবে না। সার্কাসের সমস্তটাই হল রীতি।

আসরে নামবার সময় ছলনাময় চলন থেকে সাবধান। তুমি ঢুকবে: তা হবে কতকগুলো লাফ, ডিগবাজি, স্টান্ট জাম্প যা তোমাকে মইটার কাছে নিয়ে যাবে, তুমি নাচতে নাচতে উঠবে। যেন কানাতের আড়ালে তৈরি তোমার প্রথম লাফ দেখেই দর্শক বুঝতে পারে যে তুমি বিস্ময়কর থেকে আরও বিস্ময়-করের দিকে যাবে। এবং নাচো!

কিন্তু ঠাটাও। তোমার দেহ উদ্ধত ও উত্তেজিত লিঙ্গের হঠকারী তেজটি পাবে। এই জন্যই তোমার ভাবমূর্তির সামনে নাচবার এবং তার প্রেমে পড়বার উপদেশ তোমায় আমি দিচ্ছি। তাতে তুমি খণ্ডিত হবে না: এ হল নারসিসাসের নাচ। কিন্তু এই নাচ যেটা তোমার ভাবমূর্তির সঙ্গে চিহ্নিত হবার জন্য তোমার দেহের প্রচেষ্টা, দর্শক যেন সেটা অনুভব করে। তোমার দেহ পুড়ছে। সর্বদাই তুমি আমাদের জন্য নয়, নিজের জন্য নাচছ। সার্কাসে আমরা একটা বেশ্যাকে দেখতে আসিনি, দেখতে এসেছি এক নিঃসঙ্গ প্রেমিককে যে তার ভাবমূর্তিকে ধরবার জন্য ধাবমান, যে লোহার তারের ওপর পালিয়ে যায় ও মিলিয়ে যায়। এবং সর্বদাই নারকীয় প্রদেশে; ফলে এই নিঃসঙ্গতাই আমাদের হতবাক করবে।

কখনো কখনো ইশাহানীরা একটা সময়ের অপেক্ষায় থাকে যখন ষাঁড়টা গুঁতিয়ে বুল-ফাইটারের প্যান্ট ছিঁড়ে দেয়: ছেঁড়াটা দিয়ে, রক্ত ও যৌনাঙ্গ। সেই উলঙ্গতা হল বোকা উলঙ্গতা, যে উলঙ্গতা জোর করে নিজেকে দেখায় না এবং তারপর ক্ষতের দ্বারা মহিমান্বিত হয় না! মাদারীকে আঁট পোশাক পরতেই হবে কারণ তাকে আচ্ছাদিত হতেই হবে। পোশাকটায় ছবি আঁকা থাকবে: এমব্রয়ডারী করা সূর্য, তারা, পাখি…! দৃষ্টির কঠোরতা থেকে খেলোয়াড়কে বাঁচাবার জন্য একটা আঁট পোশাকের দরকার, আর শেষে একটা দুর্ঘটনা হতে পারে, একদিন পোশাকটা হেরে গিয়ে ছিঁড়ে যাবে।

এটা কি বলতে হবে? আমি সানন্দে মেনে নেব যে দিনের বেলা মাদারী একটা ঘাগী বুড়ো ভিখিরির মতো থাকবে, দাঁত ভাঙা, সাদা পরচুলা পরা : তাকে দেখে লোকে বুঝবে যে এই সাজ কী অপূর্ব এ্যাথলিটকে ঢেকে রেখেছে, এবং দিন ও রাত্রির মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধানটিকে লোকে সম্মান করবে। সন্ধ্যার আবির্ভাব। এবং মাদারী বুঝতে পারবে না যে কোনটা তার বিশেষাধিকারী সত্তা : এই উকুন ভরা ঘাগী ভিখিরি না উজ্জ্বল নিঃসঙ্গ? বা একটি থেকে অপরটিতে যাওয়ার অবিশ্রাম দোলাচল?

আজ সন্ধ্যায় কেন নাচবে? মাটি থেকে আধ মিটার ওপরে একটা তারের ওপর ফ্লাড লাইটের আলোয় কেন লাফ ঝাঁপ করবে? নিজেকে খুঁজে পাওয়ার প্রয়োজনে। যুগপৎ শিকার ও শিকারী, আজ সন্ধ্যায় তুমি নিজের শিকার, তুমি নিজের থেকে পালাচ্ছ ও নিজের পেছনে ধাওয়া করছ। তাহলে রঙ্গভূমিতে নামবার আগে তুমি কোথায় ছিলে? দৈনিক ব্যবহারিক অঙ্গভঙ্গির মধ্যে করুণভাবে ছড়িয়ে তুমি অনুপস্থিত ছিলে। আলোয় তাকে সাজানোর প্রয়োজনটা তুমি অনুভব কর। প্রতি সন্ধ্যায়, শুধু তোমার জন্য, তুমি ছুটে তারের ওপর যাও, সুরেলা হবার জন্য তুমি সেখানে নিজেকে দোমড়াও মোচড়াও, তোমার পরিচিত অঙ্গভঙ্গির গাদায় ছড়িয়ে পর ও হারিয়ে যাও : তোমার জুতোর ফিতে বাঁধা, নাক ঝাড়া, কান চুলকানো, সাবান কেনা···। কিন্তু শুধুমাত্র একটি মুহূর্তের জন্য তুমি নিজের কাছে যেতে পার ও নিজেকে ধরতে পার। এবং সর্বদাই এই সাদা ও মৃত্যুর নিঃসঙ্গতার মধ্যে। কিন্তু তোমার তার—সে কথায় ফিরে আসছি—ভুলো না যে তার গুণের কাছেই তোমার লাবণ্য ঋণী। নিশ্চয়ই তা তোমার কিন্তু সেটা তারের লাবণ্যকে খুঁজে বার করে সেটাকে দেখবার জন্য। না তোমার না তারের—কারোর লাবণ্যকে ঐ খেলা ধরে রাখবে না : তারের সঙ্গে খেলা কর। তোমার পায়ের আঙুল দিয়ে তাকে খোঁচাও, গোড়ালির ঘায়ে তাকে চমকে দাও। একের অপরের সম্পর্কে নিষ্ঠুরতার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ থাক : ছেদক, সে তোমায় ঝকঝকে করে তুলবে। কিন্তু খেয়াল রেখ সবচেয়ে পরিশীলিত ভদ্রতা যেন সর্বদাই উপস্থিত থাকে।

তোমার জানা উচিত যে কাদের বিরুদ্ধে তুমি জয়ী হচ্ছ। আমাদের বিরুদ্ধে কিন্তু···নাক হবে ঘৃণার ভরা।

বিরাট দুর্ভাগ্য, তার সঙ্গে মিশে না থাকলে শিল্পী হওয়া যায় না। কেন ভাগ্যবানের বিরুদ্ধে ঘৃণা ? এবং কেনই বা তাকে জয় করা ?

তারের ওপর শিকার করা, তোমার ভাবমূর্তির পেছনে ধাওয়া করা এবং এইসব তীরগুলো যা দিয়ে তুমি তাকে না ছুঁয়ে ছিন্নভিন্ন করছ এবং তাকে উজ্জ্বল করছ, ফলত এটি একটি উৎসব। তুমি যদি এই ভাবমূর্তিকে ছুঁতে পার তাহলে এটি একটি উৎসব।

মনে হয় যেন এক ধরণের তৃষ্ণা অনুভব করছি, আমি পান করতে চাই, অর্থাৎ যন্ত্রণা পাচ্ছি, তার মানে পান করা, কিন্তু যন্ত্রণা থেকে মত্ততা আসে যেটা হয়ে ওঠে একটা উৎসব। তুমি অসুখ, ক্ষুধা ও কারাবাসের ফলে দুর্ভাগা হতে জান। কিছুই তোমাকে তার থেকে বিরত করতে পারবে না, তোমার শিল্পের মাধ্যমে দুর্ভাগ্য হও। তোমার ও আমার কাছে যা প্রয়োজনীয় তা হল একজন ভালো মাদারী : তুমি এই আশ্চর্যকর ছন্দ, তুমি, যে পুড়ছ, যে মাত্র কয়েকটি মিনিট বেঁচে থাকে। তোমার তারের ওপর তুমি বজ্র। তুমি যদি তা বলতে চাও, এক নিঃসঙ্গ নর্তক, জানি না কিসের দ্বারা তুমি প্রজ্জ্বলিত, যা তোমাকে নাচায়। দর্শক ? তারা আগুনটা ছাড়া আর কিছুই দেখে না, এবং মনে করে তুমি খেলছ, তুমি যে আগুন জ্বালাও সেটাকে খেয়াল না করে তোমায় সাধুবাদ দেয়, তারা অগ্নিকাণ্ডকে সাধুবাদ দেয়।

ঠাটাও এবং ঠাটিয়ে দাও। যে তাপ তোমার থেকে বিচ্ছুরিত হয় ও ছড়ায়, সেটা হল তোমার নিজের প্রতি কামনা—যা তোমার ভাবমূর্তির জন্য—কখনই তৃপ্ত নয়।

মধ্যযুগের লোকগাথায় এমন সব মাদারীর কথা আছে যারা অন্য কাউকে খেলা দেখাতে না পেরে কুমারী মাতাকে খেলা দেখাত। ক্যাথিড্রালের সামনে তারা নাচত। জানি না কোন দেবতাকে তুমি ভারসাম্যের খেলাগুলো দেখাও, কিন্তু সে যাই হোক, তোমার একজন দেবতাকে প্রয়োজন। সে দেবতাকে হয়ত বা তোমার নাচের জন্য এক ঘণ্টা তুমি বাঁচিয়ে রাখবে। রঙ্গভূমিতে ঢোকার আগে, কাণাতের আড়ালে আনাগোণার ভিড়ের মধ্যে তুমি একজন লোক। অন্যান্য খেলোয়াড়, বাজিকর, সহিস, রঙ্গভূমির চাকর ও ভাঁড়দের থেকে তুমি যে ভিন্ন তা বোঝাবার কোনো চিহ্নই থাকে না—কোনো চিহ্নই নয়, শুধু তোমার চোখের বিষাদময়তা, এই বিষাদময়তাকে তাড়িও না, সেটা করবার মানে হল কবিতাকে তোমার মুখ থেকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বিদায় করা।—এখনও দেবতা

কারোর কাছেই জীবন্ত নয়…তুমি চিরুনি ঠিক করছ, দাঁত মাজছ…তোমার ভঙ্গিগুলিকে গ্রহণ করবার জন্য জমি তৈরি…

টাকা? মালকড়ি? ওটা রোজগার করতেই হবে। আর যতদিন পর্যন্ত তার চাপে সে না মরে, মাদারীকে ওটা ছুঁয়ে দেখতেই হবে…যে কোনো উপায়েই হোক তার জীবনকে অব্যবস্থিত করতেই হবে। এইভাবেই টাকা তার কাজে লাগবে, তা এক ধরনের পচন ঘটাবে সেটা সবচেয়ে শান্ত হৃদয়কেও বিষাক্ত করে তুলতে পারে। অনেক, অনেক মালকড়ি। প্রচুর টাকা। লজ্জাকর। এবং সেটাকে তার কুঁড়ের কোণে সে জমতে দেবে আর পিঁপড়ের পোঁদ টিপে খরচা করবে। সন্ধ্যার আগমনে সে জেগে উঠবে ক্লেদ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবে এবং সন্ধ্যায় সে তারের ওপর নাচবে।

তাকে আরও বলছি:

বিখ্যাত হবার জন্য তোমায় কাজ করতে হবে…

—কেন?

—কষ্ট দেবার জন্য।

—এত মালকড়ি রোজগার করা কি অত্যাবশ্যক?

—অত্যাবশ্যক। তোমার তারের ওপর তুমি আবির্ভূত হবে সোনার বৃষ্টিতে স্নান করবার জন্য। কিন্তু নাচ ছাড়া আর কিছুতেই তোমার আকর্ষণ নেই, দিনের বেলা তুমি পচবে।

অর্থাৎ সে এমন ভাবে পচবে যে একটা বদগন্ধ তাকে পিষ্ট করবে, তার জুগুপ্সা আনবে, সন্ধ্যার প্রথম বাঁশির আওয়াজেই যেগুলো উবে যাবে।

কিন্তু তুমি ঢুকছ। যদি তুমি দর্শকদের জন্য নাচ তাহলে দর্শক তা বুঝতে পারবে, তুমি গেলে। তুমি ওদের পরিচিত সাধারণ হয়ে গেলে। দর্শক কখনই তোমার দ্বারা বিস্মিত হবে না, সে নিজের মধ্যে চিরকালের মতো তৃপ্ত হয়ে যাবে, সেখান থেকে তুমি আর কখনই তাকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে পারবে না।

তুমি ঢুকছ, তুমি একা। দৃশ্যত, কারণ ঈশ্বর সেখানে আছেন। তিনি কোথা থেকে আসছেন আমি তা জানি না, হয়ত বা ঢোকার সময় তুমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আস বা নিঃসঙ্গতা তাঁকে ডেকে আনে, তা একই হল। তাঁর জন্যই তুমি তোমার ভাবমূর্তিকে খোঁজো। তুমি নাচো। মুখবন্ধ। যথার্থ অঙ্গভঙ্গি, যথার্থ মনোভাব। তাদের ফিরিয়ে নেওয়া অসম্ভব, অথবা অনন্তকালের মতো তুমি মরছ। কঠোর ও ফ্যাকাশে, নাচো এবং যদি পারো চোখ বন্ধ করে।

কোন ঈশ্বরের কথা তোমায় বলছি? আমি নিজেই তা জানি না কিন্তু তা নিন্দা ও অন্তিম বিচারের বাইরে। সে তোমার অন্বেষণটি দেখে। হয় সে তোমাকে মেনে নেবেও তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না হয় সে তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। যদি তুমি তার সামনে একা নাচবে বলে ঠিক করে থাক তাহলে তুমি তোমার রচিত ভাষার যথার্থ প্রয়োগে ভুল করবে না, ফলে তুমি বন্দী হয়ে যাবে তুমি পড়ে যেতে পারবে না।

ফলে ঈশ্বর কি হয়ে দাঁড়ায় এই লোহার তারের ওপর তোমার দেহে নিয়োজিত তোমার ইচ্ছাশক্তির সমস্ত সম্ভাবনার যোগফল? স্বর্গীয় সম্ভাবনা।

রেওয়াজের সময় কখন কখন বিপদজনক লাফে তোমার ভুল হতে পারে। তোমার লাফগুলোকে বশ মানাবার জন্য গোঁয়ার জন্তু হিসাবে গণ্য করতে দ্বিধা কর না। লাফগুলো তোমার মধ্যেই বন্য অবস্থায় আছে—ফলে তা হতভাগ্য। যা করলে তাদের মানবিক রূপ দেওয়া যায় তাই কর।

"তারা লাগানো লাল পোশাক।" তোমার জন্য সবচেয়ে প্রচলিত পোশাকই আমি চাই যাতে তুমি সবচেয়ে সহজে তোমার ভাবমূর্তির মধ্যে হারিয়ে যাও, আর যদি তুমি লোহার তারটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও, যাতে তোমার পোশাক ও তার একযোগে তোমার অন্তর্ধান ঘটাতে পারে—কিন্তু এই যে সরু রাস্তাটা, যেটা কোথাও থেকে আসছে না এবং কোথাওই যাচ্ছে না—এই ছ'মিটার লম্বা তার যেটা একটা অনন্ত রেখা ও একটা খাঁচা—এটার ওপর তুমি একটা নাটকও করতে পার।

আর কে বলতে পারে? যদি তুমি তারের ওপর থেকে পড়ে যাও? স্ট্রেচারে করে তোমায় নিয়ে যাওয়া হবে। অর্কেস্ট্রা বাজবে। বাঘ বা ঘোড়সওয়ারকে প্রবেশ করান হবে।

নাটকের মতোই সার্কাসও সন্ধ্যায় হয়, রাতের আগমনে, কিন্তু দিনেও তা হতে পারে। আমরা যে নাটক দেখতে যাই তার কারণ হল যে আমরা সেই অপসৃয়মান মৃত্যুর দালান ও পার্শ্বকক্ষে ঢুকতে চাই যেটা হল ঘুম। কারণ এটা একটা অনুষ্ঠান যেটা দিন পড়ে গেলে অনুষ্ঠিত হয়, সবচেয়ে গম্ভীর, শেষ, এমন একটা কিছু যেটা আমাদের শ্রাদ্ধের খুব কাছাকাছি। যখন পর্দা ওঠে, তখন আমরা এমন একটা প্রদেশে যাই যেখানে নারকীয় মায়াগুলি তৈরি হয়। এই অনুষ্ঠান যাতে বিশুদ্ধ হয়, যাতে কোনো চিন্তা ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের দ্বারা এটি বিঘ্নিত না হয়, যা এটিকে অবনমিত করতে পারে, তাই

এই অনুষ্ঠানটি সন্ধ্যায় হয়…

কিন্তু সার্কাস। সজাগ ও সম্পূর্ণ মনোযোগ দাবি করে।

এখানে অনুষ্ঠান হয় না। এটা একটা কৌশলের খেলা যা দাবি করে যে আমরা সজাগ থাকব।

দর্শক—যে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখে, তাকে ছাড়া আমি যে কথা বললাম সেই নিঃসঙ্গতাকে কখনই তুমি পাবে না—দর্শক হল সেই জীব যাকে তুমি শেষকালে ছুরি মারবে বলে এসেছ। যখন তুমি আবির্ভূত হও তখন হঠকারিতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তোমার কৌশল দর্শককে মুছে ফেলবে।

দর্শকের অভদ্রতা : তোমার সবচেয়ে বিপদজনক খেলার সময় সে চোখ বন্ধ করবে। সে চোখ বন্ধ করবে তখন যখন তুমি তার চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার জন্য মৃত্যুর সঙ্গে মাখামাখি কর।

আমি বলতে চাই যে সার্কাসকে ভালো বাসতে হবে এবং সমাজকে ঘৃণা করতে হবে। একটা আদ্দিকালের বিরাট জন্তু শহরগুলোর ওপর চেপে বসে, লোকে তার মধ্যে ঢোকে, দানবটা যান্ত্রিক ও নির্মম বিস্ময়ে ভরা : সহিস, ভাঁড় সিংহ ও তাদের শিক্ষক, যাদুকর, ঘোষক, জার্মান ট্র্যাপীজের খেলোয়াড়, একটা ঘোড়া যে গুণতে ও কথা বলতে পারে এবং তুমি।

এক রূপকথার যুগের তলানি হলে তোমরা। অনেক দূর থেকে তোমরা আসছ। তোমাদের পূর্বপুরুষ কাঁচের গুঁড়ো, আগুন ইত্যাদি খেত, তারা সাপ ও পায়রাকে বশ মানাত, ডিম নিয়ে খেলা দেখাত, ঘোড়াদের সভাকে বাঁচিয়ে রাখত।

আমাদের সমাজ ও তার নীতিকে মেনে নিতে তোমরা রাজী নও। ফলত এই দুর্দশাকে মেনে নিতে তোমরা বাধ্য : রাতের মরণঝাঁপের মায়ার মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে। দিনের বেলা সার্কাসের দোরগোড়ায় তোমরা ভয়ে ভয়ে থাক—আমাদের জীবনে ঢুকতে সাহস কর না—সার্কাসের অধিকারের দ্বারা তোমরা দৃঢ়ভাবে ধৃত সেটা হল মৃত্যুর অধিকার। তেরপলের এই বিরাট জঠর ছেড়ে কখনও বেরিও না।

বাইরে হট্টগোল, বিশৃঙ্খলতা : ভেতরে লক্ষ লক্ষ বছরের বংশানুক্রমিক নিশ্চয়তা, এক ধরণের কারখানা, যেখানে কৌশলের খেলাগুলি তৈরি হয়, যেগুলি তোমাদের নিজেদের শ্লাঘা ফেটে ওঠার কাজে লাগে, যা উৎসবকে তৈরি করে, এমন কারখানার সঙ্গে যুক্ত থাকার সোয়াস্তি। তোমরা শুধুমাত্র উৎসবের জন্য

বেঁচে থাক, তাদের জন্য নয় যারা পয়সা দিয়ে ঢোকে, পরিবারের মা ও বাবারা। তোমাদের কয়েক মিনিটের কারুকাজ নিয়ে বলছি। দানবের জঠরে তোমরা অনিচ্ছুক ভাবে বুঝেছ যে আমাদের প্রত্যেকের যেটা চেষ্টা করা উচিত : নিজের ঈশ্বরীকরণের মধ্যে নিজের কাছে প্রকাশিত হবার চেষ্টা করা। খেলা কয়েক মিনিটের জন্য তোমাতেই তোমাকে বদলে দেয়। তোমার কয়েক মিনিটের কবর আমাদের আলোকিত করে। যুগপৎ তুমি তার মধ্যে বন্দী ও তোমার ভাবমূর্তি সর্বদাই তার থেকে পলায়মান। যদি তুমি যুগপৎ রঙ্গভূমিতে ও আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলের ধাঁচে স্থির হতে পার তাহলে সেটাই হবে আসল বিমুগ্ধকর। এই বিশেষাধিকার খুব অল্পসংখ্যক বীরদের ভাগ্যে জোটে।

কিন্তু দশ সেকেণ্ড —এটা কি কম হল ?—তুমি জ্বলজ্বল করবে।

রেওয়াজের সময়, কৌশলে ভুল হলে দুঃখ কর না। অনেক পটুত্ব দেখিয়ে তুমি শুরু করবে, অল্পদিনের মধ্যেই তার, লাফ, সার্কাস ও নাচের সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়তে তুমি বাধ্য।

তুমি একটা তিক্ত কালকে চিনবে—এক ধরণের নরক—এবং এই অন্ধকার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ অতিবাহন করবার পরই তুমি তোমার শিল্পের প্রভু হয়ে বেরবে।

সবচেয়ে নাড়া দেওয়া অদ্ভুত ঘটনা হল এই যে একটা উজ্জ্বল কালের পর সমস্ত শিল্পীকে একটা হতাশার দেশ পার হতে হয়, তার মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ও কৌশল হারাবার ভয় থাকে। যদি সে জয়ী হয়ে বেরতে পারে......

তোমার লাফগুলো--তাদের একদল জানোয়ার বলে ধরে নিতে কোনও সন্দেহ কর না। তোমার মধ্যে তারা বন্য অবস্থায় বাস করছিল। নিজের সম্পর্কে সন্দেহে একে অপরকে ছিন্নভিন্ন করছিল, তারা অকারণে নিজেদের অঙ্গহানি বা সঙ্কর তৈরি করছিল। তোমার লাফ, ঝাঁপ ও ডিগবাজির দলকে নিয়ন্ত্রিত কর যাতে তারা সুবোধ হয়ে একে অপরের সঙ্গে বাস করে। যদি তুমি চাও তাহলে, স্বৈরাচারীর মতো অকারণে নয়, সুষ্ঠুভাবে সঙ্কর তৈরি কর। এই দেখ তুমি একদল জানোয়ারের পালক হয়ে উঠছ যারা এতদিন পর্যন্ত এলোমেলো ও অকর্মণ্য ছিল। তোমার ক্ষমতার দ্বারা তারা বশ ও সুবোধ হয়েছে। তোমার লাফ, ঝাঁপ ও ডিগবাজিগুলো তোমার মধ্যেই ছিল এবং তারা কিছুই জানত না, তোমার ক্ষমতার দয়ায় তারা নিজেদের জানল এবং তারা তোমাকে বিখ্যাত করে তুমি হয়ে উঠছে।

এগুলি হল তোমার প্রতি আমার অপটু ও অপ্রয়োজনীয় উপদেশাবলী। কেউই এগুলি অনুসরণ করতে পারবে না। কিন্তু আমি এই শিল্প সম্পর্কে একটা কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম যার উত্তাপ তোমার গাল লাল করে দেবে; এছাড়া আমি আর কিছুই চাইনি। তোমাকে উদ্দীপিত করতে চেয়েছি, শিক্ষা দিতে নয়।

———